Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/255 11/9 1 1·3
PRESENTED

সত্য-ধর্ম-বিজ্ঞান

ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

LIBRARY
No. 11/191
Shri Shri ... mayee Ashram,
BANARAS.

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী মায়ের
শ্রীচরণে
হরেন

11/91

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য-ধর্ম-বিজ্ঞান

10/91

PRESENTED

ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. বি.

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রাপ্তিস্থান
প্রভাত (মাসিক পত্র) কার্য্যালয়
২সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ
ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
বি-১১/২২৮, কল্যাণী, নদীয়া

সর্বস্বত্ব ঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ©

প্রকাশ কাল ঃ বৈশাখ, ১৩৮২

প্রাপ্তিস্থান
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ ছয় টাকা

মুদ্রক ঃ
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণি,
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

আমার অগ্রজ

দার্শনিক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর

শ্রীচরণে

LIBRARY
No. 1971
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 11|7|
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মূলতঃ সত্যান্বেষী। এই সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিটি এক পরম বিস্ময়। বয়োভার তাঁকে ন্যুব্জ করলেও তাঁর যুক্তিবাদী মনে জরার চিহ্নমাত্র নেই, সে-মন নবীনতার তারুণ্যে সবুজ।

ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানতঃ agnostic—অর্থাৎ আস্তিকও নন, নাস্তিকও নন। তাই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মূলকথা আলোচনায় তাঁর দৃষ্টি কোন রঙীন কাচ অতিক্রম করে না। বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের যে-সব শিক্ষিত মানুষ সন্দেহ-দোলায় দুলছে তাদের অনেকের প্রতিনিধি তিনি। ধর্মীয় দার্শনিক চিন্তা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমন্বয় কি সম্ভব? বিজ্ঞান ও ধর্ম কি একই সত্য ভিন্ন পথে সন্ধান করে চলেছে?

আত্মা কি? ঈশ্বর কি? পরম সত্য কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্বধর্মে স্বীকৃত নয়। কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব সর্বধর্মেই স্বতঃসিদ্ধ। আত্মাই কি ঈশ্বর? ঈশ্বর কি সেই পরম সত্য? তবে সেই পরম সত্য কি? আত্মা ও ঈশ্বরের কি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে?

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব। এই বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত অস্তিত্ব, পদার্থ ও শক্তির সম্পর্ক এবং তাদের অন্তর্নিহিত বহু গূঢ় তথ্য আজ জ্ঞাত; তবু সৃষ্টিরহস্য, জীবনের উদ্দেশ্য বা অর্থ আজও রহস্যময়। পদার্থ, শক্তি ও শূন্যতার অতিরিক্ত কিছু বিজ্ঞান চিন্তা করতে পারে না। মানুষের বিজ্ঞান-চিন্তা প্রধানতঃ বহির্মুখী। আত্মার স্বরূপ কি—ভারতীয় দর্শন অন্তর্মুখী চিন্তায় এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজেছে।

নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা তিন হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু মনীষী ঈশ্বরচিন্তা করেছেন, তাঁর স্বরূপের কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐকমতের অভাব বিভ্রান্তিকর। আলোচনা অনেকস্থলেই দুর্বোধ্য, অনেক সময়ই তাতে মন ভরে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস যাঁর আছে, তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস বা ধর্মদর্শন অনুযায়ী ঈশ্বরের কল্পনা করেন। সর্বব্যাপী অনন্ত জ্যোতির্ময় মহাশক্তি বা চেতনা—আত্মা বা ঈশ্বরের এই বর্ণনা বহু ধর্মদর্শনেই আছে। কিন্তু যে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক শূন্য (০), অনন্ত (∞) বা ঋণাত্মক রাশির ধারণা করতে অক্ষম, সেই মস্তিষ্ক এই চিন্তা কি ভাবে গ্রহণ করবে? আমরা বিন্দুর সংজ্ঞা দিই—যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বা বেধ নাই, কিন্তু স্থিতি আছে; নিউট্রিণোর সংজ্ঞা দিই—যে মৌলিক কণার ভর নাই, আধার নাই, কিন্তু অস্তিত্ব আছে; অঙ্কের সাহায্যে দুটিই প্রমাণিত, কিন্তু এগুলির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঠিক অবস্থা কাল্পনিকই থেকে যায়। একথা অনস্বীকার্য যে, মাত্রাহীন নিরাকার অপরিমেয় কোনকিছুই আমাদের কল্পনা সন্তুষ্ট করে না, যদি চোখে বিশ্বাসের অঞ্জন না লাগাই। Franz Werfel ত বলেছেন, –"For those who believe in God, no explanation is necessary, for those who do not believe, no explanation is possible."

তবু ঈশ্বর কি, আত্মা কি, পরম সত্য কি জানার জন্য অনেক শিক্ষিত মানুষই আগ্রহী। বিজ্ঞানের যেটুকু জানি, দর্শন যেটুকু বলে তাতেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। কিন্তু ঈশ্বর বা ঐ পরমসত্যের সাথে যোগসূত্র রচনা করবে কে—মস্তিষ্ক অর্থাৎ জ্ঞান বা যুক্তি, না, মন, হৃদয় বা অনুভূতি? ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, তাই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পার্থিব জীবনে একমাত্র যাদের সাহায্যে আমরা সভ্যতা বিচার করি—এখানে তারা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু বারুণী ধাপে ধাপে ব্রহ্মের স্বরূপ জানার যে চেষ্টা করেছিলেন, সেই প্রচেষ্টায় আমাদের ঈশ্বরচিন্তার বিবর্তনধারা সুন্দর প্রতিফলিত। ভৃগু বারুণী তপস্যা করে প্রথম বললেন—অন্নই ব্রহ্ম; পরে তাঁর মনে হ'ল—জীবনই ব্রহ্ম; তৃতীয়বার তপস্যায় বসে জানলেন—মনই ব্রহ্ম; চতুর্থবারের সাধনার ফল—তর্ক বা জ্ঞানই ব্রহ্ম; পঞ্চমবারের উপলব্ধি—আনন্দই ব্রহ্ম। কোন কোন মুহূর্তে কোন পরমানন্দের অনুভূতি ক্ষণিকের জন্য আমাদের জীবনে অদ্ভুত আলোড়ন আনে, তখনই কি সেই পরমানন্দ জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের সাথে আমাদের আকস্মিক সেতুবন্ধ হয়? সেই অনির্বচনীয় আনন্দই কি অমৃত সমুদ্রের একটি বারিবিন্দু?

হয়ত তাই, কিংবা হয়ত নয়। যদি মস্তিষ্ক দিয়ে জানা যায়, তবে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত ধন কি আমাদের সাহায্য করবে? ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা এই পথেই। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের মূলকথা, বেদ-উপনিষদ ও পরবর্তী ভারতীয় দর্শনের বক্তব্য, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মদর্শনের সারাংশ নিয়ে আলোচনা করেছেন—পূর্ববর্তী মনীষীরা কি ভেবেছেন জানার জন্য, জানাবার জন্য। যদি মস্তিষ্কে না হয়, হৃদয় দিয়ে কি সম্ভব? বাইবেল ত বলেছেন, "Blessed are the simple-hearted, for they shall see God." উপনিষদ্‌ও বলেছেন, পবিত্র যার মন, সে ঈশ্বরের দর্শন পাবে। নিষ্কাম প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা যদি ঈশ্বরকে কাছে টানে; তিনি আসবেন। ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় ভক্তিবাদ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

কিন্তু চিন্তাশক্তি, হৃদয়ানুভূতি বা ভক্তি কিছুই যার নেই, সে কি অন্ধ গলিতেই ঘুরে মরবে? পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই ত এই শ্রেণীর। সব ধর্মই তাই কর্মবাদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাসী। যে সকল ধর্ম আত্মার মুক্তিতে বিশ্বাসী, তাঁরা সকলেই কর্মফলে বিশ্বাস করেন, মানুষকে তাঁরা কর্মযোগের বিধান দিয়েছেন। বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী লক্ষ কোটি বছর ধরে' জীবদেহের পরিবর্তনের কথা বলেছেন। হিন্দু, জৈন ও বিশেষ করে বৌদ্ধ-ধর্ম বলেন—একমাত্র কর্মের দ্বারা বহু জন্মান্তরের মাধ্যমে আত্মার বিবর্তনের পর চরম অবলুপ্তি হয় নির্বাণে। আত্মার এই বিবর্তনবাদ দু'হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন। দৈহিক কামনা-বাসনার সাথে আত্মার মুক্তিযুদ্ধই কি জীবনযন্ত্রণা? বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বর ও স্যাটানের দীর্ঘ যুদ্ধ কি সেই মুক্তিযুদ্ধেরই এক রূপক কাহিনী?

বলা বাহুল্য, পরম সত্য কি—এই প্রশ্নের উত্তর পাঠক এই পুস্তকের শেষেও পাবেন না। পাবেন না, কারণ পরম সত্য কি সে সম্বন্ধে কেউই নিশ্চিত নই। ঋগ্বেদের ঋষি বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, সুরুতে কিছুই ছিল না,……সেই মহাশূন্যে এলেন তিনি, আর তাতে উদ্ভব হ'ল প্রেমের—আত্মার প্রথম বীজ—ঋষিরা বহু চিন্তার পর সেকথা জেনেছেন……কিন্তু তা যে সত্যই হয়েছিল কে জানে? কে জানে বিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হয়? দেবতারাও অনেক পরে আসেন……সত্য কি তা একমাত্র পরমেশ্বরই জানেন, কিংবা হয়ত তিনিও জানেন না।"

তাই পরম সত্য কি তা হয়ত আমরা কোনদিনই জানব না। সপ্তর্ষির সাতটি তারার প্রশ্নবোধক চিহ্ন ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে। এর অর্থ কি এই—সাত ঋষি তাঁদের জ্ঞানতপস্যা দ্বারা শুধু ধ্রুবসত্যের চারপাশেই ঘুরে চলেছেন এবং সত্য তাঁদেরও নাগালের বাইরে? জীবন কি তা হলে শুধু এই সত্যের পিছনে ছুটে চলা?

সত্য বহুদূর। তবু এই পুস্তকপাঠ কিছু আলোর সন্ধান্ দেবে, কিছু প্রেরণা যোগাবে। বিশ্বকেতু নচিকেতার প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয়। মৃত্যুর দেবতা নচিকেতাকে দিব্যজ্ঞান দিয়েছিলেন। আগামী দিনের নচিকেতার জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকব।

ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর এই সার্থক প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কল্যাণী, নদীয়া
২রা চৈত্র, ১৩৮১

শ্যামাপদ সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকারের নিবেদন

অধিকাংশ ধর্মমতই এক অনির্বচনীয় সত্তাকে জীবজগতের নিয়ন্তারূপে মেনে নেন। ভারতীয় ধর্মের আদিগ্রন্থ বেদও এই পরমসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বেদ হিন্দুধর্মমতে অপৌরুষেয়। বেদে নাস্তিকবাদেরও উল্লেখ আছে। বেদের ঋষি বৃহস্পতি নাস্তিক-বাদী হয়েও ভারতীয় ধর্মে বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত। নাস্তিকবাদে ঈশ্বর, কর্মবাদ, জন্মান্তর ও আত্মার অবিনশ্বরতা অস্বীকৃত। নাস্তিক ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের অন্য সবমতেই কর্মবাদ, জন্মান্তর ও মোক্ষ স্বীকৃত। আবার যাঁরা বেদের অপৌরুষেয়তা মানেন না তাঁদেরও নাস্তিক বলা হয়। মহাবীর ও বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক হয়েও জীবের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকৃত বলে নিরীশ্বরবাদী হয়েও সাংখ্য ও মীমাংসা মত ভারতীয় ধর্মে স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার বেদে জন্মান্তর ও মোক্ষের কথা নেই। যাবতীয় ধর্মমতেই আত্মা অবিনশ্বর।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান অভিন্ন। জ্ঞান মনের চিন্তাধারা, আর বিজ্ঞান তার ব্যবহারিক উপলব্ধি। তাই বেদোত্তর যুগে আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে জ্ঞানের ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ বিজ্ঞান অবহেলিত। জ্ঞান শুধু জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকে। এতে যথার্থ জ্ঞানের নিরূপণে কেবল তর্কের উদ্ভব হ'ত। কালক্রমে ভারতীয় ধর্মে বিজ্ঞানের উপেক্ষা নানারূপ অন্ধবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ।

আধুনিক শিক্ষিত মানুষ সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মন নিয়ে সত্যানুসন্ধানে আগ্রহী। সে বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের মূলতত্ত্ব ও আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলির মধ্যে যে আপাত বৈপরীত্য আছে, তাতে খুবই বিচলিত বোধ করে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মত, ঈশ্বর ও আত্মার স্বরূপ ইত্যাদি সরলভাবে ও অতি সংক্ষেপে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সর্বসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের লক্ষ্য।

পুস্তকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের পরিপন্থী কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থীরা এ-সব কিভাবে গ্রহণ করবেন ভাববার বিষয়। নতুন কিছু দেখলেই তাঁদের মন সংকুচিত হয়। ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বিশ্বাসের বর্মে মনকে আবৃত রেখে এঁরা শাশ্বত সত্যকে খোঁজেন। যাঁরা তথাকথিত বাস্তবকে আঁকড়ে ধরে থাকেন তাঁরা ভুলে যান যে, গতকাল যা কল্পনার বস্তু ছিল আজ তা নিছক সত্য, আবার গতকাল যা নিছক বিশ্বাস ছিল আজ তা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম সত্যের উর্ধ্বে নয়। ধর্ম জ্ঞানবিজ্ঞানের বহির্ভূতও নয়। আকাশের চাঁদ আজ আর দেবতা নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখকের প্রয়াস কতটা সার্থক হয়েছে তা সুধীগণের বিবেচ্য। লেখকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অধিকার সীমিত। ক্ষেত্রবিশেষে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হওয়াও অসম্ভব নয়। গ্রন্থে নানাশ্রেণীর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা সযত্নে গ্রথিত হয়েছে। লেখকের কৃতিত্ব সামান্য। গ্রন্থনা লেখকের স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত একথা অকপটে স্বীকৃত। তাই রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মতানৈক্যের বর্তমানতা স্বাভাবিক। ব্যক্তি-বিশেষের নিকট পুস্তকের ভাবধারা বাতুলের প্রলাপ বলে' অনুমিত হওয়া অসম্ভব নয়।

গ্রন্থপ্রকাশনে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর উদয়ন সেনের প্রেরণা, সাহিত্যিক ডাক্তার গৌরমোহন দাস দের উৎসাহ এবং 'প্রভাত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ পালের সহায়তা বিশেষ প্রশংসনীয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্যামাপদ সেন এই পুস্তকের জন্য একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়ে লেখককে অনুগৃহীত করেছেন। এঁদের সকলের নিকট গ্রন্থকার কৃতজ্ঞ। দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা, স্টেট্‌স্‌ম্যান ও রীডারস্ ডাইজেষ্ট-এর সম্পাদকদের নিকট গ্রন্থকার ঋণী। তাঁদের পরিবেশিত সংবাদ-প্রবন্ধাদি হতে গ্রন্থের বেশ কিছু উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাদি হিসাবে রমেশ দত্তের অনূদিত ঋগ্বেদ, স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যকের টীকা সম্বলিত পাতঞ্জলদর্শন (C. U.), স্বামী সত্যানন্দের ক্রমবিকাশ, জগদীশ ঘোষের প্রকাশিত গীতা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দের অনূদিত চণ্ডী, ভারত সরকারের প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা, অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্তের ভারতীয় দর্শন, স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা, অধ্যাপক সমর গুহের প্রাথমিক রসায়ন, রামমোহন, বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের রচনা এবং মহাত্মা গান্ধী, দার্শনিক রাসেল, শ্রীঅরবিন্দ, বৈজ্ঞানিক আইনস্টিন প্রভৃতি তাত্ত্বিকদের বিশিষ্ট উক্তি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী সহায়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

1. Physics and Chemistry of Life—Scientific American
2. Evolution, Genetics and Man—Theodosis Dobzhansky.
3. Structure of Life—Royston Cloves.
4. Outlines of History—H. G. Wells.
5. An Outline of World Civilization- Dev Raj Dutt.

হরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণী, নদীয়া

বৈশাখ, ১৩৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

(এক)

ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বেদোপনিষদের মত	১	প্রাণীর আবির্ভাব	৬
সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ	২	জীবসৃষ্টিতে রাসায়নিক মত	৭
প্রকৃতির পরিণাম, সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ	২	ভাইরাস	৮
কণাদের পরমাণুবাদ	৩	জীব বহিরাগত কি	৮
চার্বাকমত	৩	প্রাণাবির্ভাবে রাসায়নিক মত	৯
বৈজ্ঞানিক বিস্ফোরণবাদ	৩	প্রাণীকোষের গঠন	৯
ছায়াপথ, সৌরজগৎ ও পৃথিবীর আবির্ভাব	৪	জিন	৯
নিত্য পরমাণু	৫	ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ.	৯
পরমাণুর গঠন ও মৌলকণা	৫	প্রাণীকোষের সৃজন	১০
মৌলপদার্থের পরিবর্তন	৬	মানুষের আবির্ভাব	১১

(দুই)

ধর্মের ভিত্তি ও ভারতীয় ধর্মে বিবিধ মত

ধর্মের ভিত্তি	১৩	সৃষ্টি ও প্রলয়	২২
ঈশ্বরের কল্পনা	১৪	মীমাংসাদর্শন	২৪
স্বর্গনরকের কল্পনা	১৪	ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন	২৫
বেদোপনিষদের মত	১৬	বেদান্তদর্শন : নির্গুণ ব্রহ্মবাদ	২৬
চার্বাকদর্শন	১৮	বেদান্ত দর্শন : সগুণ ব্রহ্মবাদ	২৭
জৈনদর্শন	১৯	ভক্তিদর্শন ও সগুণ ব্রহ্মবাদ	২৯
বৌদ্ধদর্শন	২০	বেদান্তদর্শন : নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মবাদ	৩০
সাংখ্যদর্শন	২২	ঈশ্বরতত্ত্ব	৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তিন)

ভারতীয় দর্শনে আত্মা এবং তার তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

(আত্মা, জন্মান্তর, কর্মবাদ, মুক্তি ও মৃত্যু)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আত্মা কি বস্তু	৩৫	স্বাভাবিক নৈমিত্তিক কর্ম	৪৫
আত্মা ও প্রাণের সম্বন্ধ	৩৫	কর্মফলের পরিসমাপ্তি	৪৬
বিবিধ দর্শনে আত্মা	৩৬	কর্মফলের অভিব্যক্তি	৪৭
প্রেতাত্মা	৩৭	মুক্তির উদ্দেশ্য	৪৮
জন্মান্তরের হেতু	৩৯	মুক্তির উপায়	৪৮
কর্মাশয়	৪০	যোগ ও সমাধি	৪৯
বিজ্ঞানের মতে আত্মা	৪২	সমাধি ও হিপনোটিজম্	৫০
জাতিস্মর	৪৩	মৃত্যু কি	৫২
কর্মের হেতু ও উদ্দেশ্য	৪৪	মৃত্যুর কারণ	৫৩
কর্মের সংজ্ঞা	৪৪	বিজ্ঞানমতে জন্মান্তর	৫৪
সংস্কার, পুরুষকার, বাসনা ইত্যাদি	৪৫	প্রাণ বা আত্মার দ্বিবিধ শক্তি	৫৫

(চার)

বৈদিকধর্মের পরিণতি ও বর্তমান জগতের ভাবধারা

বৈদিকযুগে জীবনযাত্রা	৫৬	পৌরাণিক ধর্ম	৬০
মুমুক্ষুমতের উপদেশ	৫৮	সাম্যবাদ	৬৩

(পাঁচ)

পরিশিষ্ট

সৃষ্টি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ (নির্ঘণ্ট) ৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাঃ হরেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(জন্ম : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....১১|৭১
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

সত্য-ধর্ম-বিজ্ঞান

ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত

অধিকাংশ ধর্মই এক অনির্বচনীয় পরম সত্তাকে জগতের কারণরূপে মেনে নেন। হিন্দু ধর্মের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ এরূপ পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ঋগ্বেদের মতে মূলারম্ভে সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না এবং অন্তরীক্ষ ছিল না, তার অতীত আকাশও ছিল না, এমন কি, কোন আবরণও ছিল না। তখন জল ছিল না, মৃত্যু ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না। প্রাণী ছিল না, দিন ছিল না, রাত্রিও ছিল না। এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পরমসত্তা আপন অনির্বচনীয় শক্তি দ্বারা বায়ু ব্যতীত শ্বাসোচ্ছ্বাস করে' স্ফূর্তিমান ছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। এই পরম-সত্তাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান বা সৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি বিধাতা, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি অনেক দেবতার নাম ধারণ করেন। তিনি এক ও সত্য। ব্রহ্মই সৎ। ব্রহ্মই অনির্বচনীয় শক্তি দ্বারা জগৎরূপে বিবর্তিত। ব্রহ্মই জগতের বিধাতা ও নিয়ন্তা। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। বেদের ব্রহ্ম সগুণ। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়।

অধিকাংশ উপনিষদের মতে ব্রহ্ম সর্বদাই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, কিন্তু চৈতন্যময়। অনির্বচনীয় মায়া উপহিত হয়ে সগুণ রূপ ধারণ করেন। সৃষ্টি মিথ্যা। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। অবশ্য কোন-কোন উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মের কথাও আছে। শ্রুতি মতে আদিতে বিশ্ব চৈতন্যময় ছিল। কালে চৈতন্য ঘনীভূত হয়ে ব্রহ্মের সৃষ্টি। এই ব্রহ্ম হতে বস্তু ও মনের উৎপত্তি। শ্রীঅরবিন্দের মতে পরমাণুর মধ্যে অস্বয়ংবেদ্য বিবেকবুদ্ধি বর্তমান। এই বিবেকবুদ্ধি মনেরই রূপান্তর। ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে জীবে এই বিবেকবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয়ে মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরে প্রকাশিত হয়েছে। মানবেচ্ছার অনুরূপ কোন শক্তি জড় পদার্থের আছে এ-কথার সত্যতা হিন্দু দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। নচেৎ নানাবিধ সংযোগ-বিয়োগে নূতন বস্তুর সৃজন অবোধ্য। হিন্দু দর্শন মতে সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি নামে দুই আদি বস্তু স্বীকৃত। পুরুষ বহু, কিন্তু প্রকৃতি এক। পুরুষ চৈতন্যমাত্র ও নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি জড় অথচ প্রসবধর্মিণী। প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান; রজঃ চঞ্চল, তমঃ স্থিতাবস্থা। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃকে স্থিতাবস্থায় রাখে। বর্তমান বিজ্ঞান অনুসারে রজঃকে কাইনেটিক এনার্জি, তমঃকে ইনার্সিয়া এবং সত্ত্বকে পোটেন্শিয়াল এনার্জি বলা যেতে পারে। অবিদ্যা হেতু পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন হয়। সৃজনের মূলে প্রকৃতি, পুরুষ দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয় বলে' পুরুষ কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তারূপে অনুমিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য ও পুরুষের বহুত্ব বিসদৃশ সৃজনের কারণ। সাংখ্যমতে পরমাণু হতে যাবতীয় বস্তুই প্রকৃতি-পুরুষ থেকে উদ্ভূত। স্থাবরে তমোগুণের, জঙ্গমে রজোগুণের প্রাবল্য। স্থাবর-জঙ্গম সব বস্তুতেই প্রকৃতি ও পুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান। সাংখ্যমতে সৃষ্টি অনাদি। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের মূলে অবিদ্যা। অবিদ্যা প্রকৃতিরই শক্তি। পুরুষ নির্গুণ দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের মাধ্যমে জগতের অভিব্যক্তি। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য প্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্যমতে সৃষ্টিতত্ত্বে প্রথমে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্য অবস্থায় থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হেতু গুণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রথমে রজো-গুণের বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ হেতু সত্ত্ব ও তমোগুণের বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতে প্রকৃতিতে আলোড়নের ফলে প্রতিটি গুণ অপর গুণকে অভিভূত করার চেষ্টা করে। এর ফলস্বরূপে প্রকৃতি হতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব হতে অহংকার বা মমত্ববোধ বা অভিমান, অহংকার হতে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, যথা—হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ এবং পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি। এই পঞ্চ তন্মাত্র হ'ল রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের সূক্ষ্ম উপাদান। তন্মাত্র হতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের উৎপত্তি। জীবের বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়শক্তি ও পঞ্চ তন্মাত্র দিয়ে সূক্ষ্মদেহ গঠিত হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম দিয়ে স্থূল দেহ গঠিত হয়। পিতামাতা হতে জীব স্থূল দেহ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর পরে জীব সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করে। কল্পান্তে সৃষ্টি প্রকৃতিতে লীন হয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে মহর্ষি কনাদের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কনাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রচারক। তিনি নয় প্রকার নিত্যদ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁর মতে আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা এই চারটি নিত্যদ্রব্য সর্বব্যাপী। মন নিত্যদ্রব্য, কিন্তু সূক্ষ্ম পরমাণুবিশেষ। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুও নিত্য। এ ছাড়া জগতের আর যাবতীয় বস্তুই অনিত্য। উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান পরমাণু। অবয়ববিশিষ্ট কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশই পরমাণু। একাধিক পরমাণুর সংযোগে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। দ্রব্য গুণক্রিয়ার আশ্রয়, কিন্তু গুণক্রিয়া হতে স্বতন্ত্র। যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, নিত্যদ্রব্যের বিনাশ নেই। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু জড়বস্তুর উপাদান। পরমাণু অসংখ্য, নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে বিশেষ পদার্থ আছে যেজন্য প্রত্যেক পরমাণুই ভিন্ন। পরমাণুতে পরিমাণগত পার্থক্য নাই। পরমাণুগুলিতে গতিসঞ্চার করে' সংযোগবিয়োগ সাধনের মূলে ঈশ্বর। তিনিই নিত্যদ্রব্যের দ্বারা জীবজগৎ সৃষ্টি করেন, ধ্বংসও করেন।

চার্বাক মুনির মতে জড়বস্তুর সংমিশ্রণে উত্থিত বিস্ফোরক শক্তিই প্রাণীদেহের বিকাশের জন্য বিভিন্নমুখী পথ সৃষ্টি করে। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুর সংযোগ হতে জড়ের সৃষ্টি। এই পরমাণুগুলি নিত্য এবং সংযোগ-বিয়োগে সমর্থ। এরূপ সংমিশ্রণে আকস্মিকভাবে প্রাণ ও মনের প্রকাশ। জড়দেহধারী প্রাণই আত্মা। মৃত্যুতে প্রাণ ও মন বা আত্মার চির-বিলুপ্তি।

বিজ্ঞানের মতে অনাদি কাল থেকে অজ্ঞাত উপাদানের বিস্ফোরণে মহাশূন্যে নীহারিকার সৃষ্টি হয়। এরা মাঝে-মাঝে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহাদি রূপে অসংখ্য সৌর জগতের সৃষ্টি করে। কালক্রমে এই গ্রহাদি জমাট বাঁধে এবং এতে জড়ের উৎপত্তি হয়। পরে উদ্ভিদাদি প্রাণীসকলের আবির্ভাব হয়। প্রথমে উদ্ভিদ এবং পরে জন্তুর আবির্ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বসৃজন সম্বন্ধে হাব্‌ল্ বলেন, নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে ধারণাতীত ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। যে নক্ষত্র যত বেশী দূরে রয়েছে তার গতি তত দ্রুত। দূরতম নক্ষত্রের গতিবেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ কিলোমিটার। ফলে বিশ্ব কেবল বেড়েই চলেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিগ্ ব্যাং (Big Bang) বা মহাবিস্ফোরণবাদের অবতারণা হয়। এই মতে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগৎ তৈরী হয়েছিল এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সম্ভবতঃ বার শত কোটি বছর আগে। বিশ্বের সমুদয় বস্তু কেন্দ্রীভূত হয়েছিল অত্যন্ত অল্প জায়গায়। সেই সময়ে বস্তুপিণ্ডের মধ্যে যে চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয়েছিল তার অনুমান সম্ভব নয়। গেমোর ধারণা, পিণ্ডের ভিতর উত্তাপ ছিল কমপক্ষে দু'হাজার সাতশ' কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট। এ-অবস্থায় কোন পরমাণুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তীব্র চাপ ও তাপে সমস্ত পদার্থ ভেঙ্গে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন হয়ে যায়। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তারা ছিটকে পড়তে চায়। বিস্ফোরণের পরে যেমন বোমার টুকরো চারদিকে ছিটকে যায় তেমনি বস্তুরাশিও ফেটে অনেক টুকরো হয়ে তীব্রবেগে ছুটে গিয়েছিল মহাকাশের বুকে। সেই এক-একটি খণ্ড এক-একটি নক্ষত্রপুঞ্জ বা ছায়াপথে পরিণত হয়েছে। ছায়াপথে পরিণত হতেও ছয় শত কোটি বছর লেগেছে। কিন্তু সেই তীব্র গতির জের এখনও তীব্রভাবেই আছে। নক্ষত্রপুঞ্জগুলি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে মহাকাশের বুকে। বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে ক্রমেই আরও দূরে চলে' যাচ্ছে। এ-প্রসারণ কখনও বন্ধ হবে না। সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত নক্ষত্র-পুঞ্জ একে-একে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাবে। এক কোটি বছর পরে আমরা আকাশে এখনকার মত এত নক্ষত্র দেখতে পাব না। ওরপিক বলেন, বিশ্ব চির-প্রসার্য্যমান নয়। তিনি বলেন, মহাকর্ষের দরুণ নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবেগ ক্রমশঃ কমে আসবে। তারপর একসময়ে গতিবেগ এক মুহূর্তের জন্য শূন্যে পরিণত হবে। ফলে মুহূর্তের জন্য তৈরী হবে একটি স্থির বিশ্ব। পরমুহূর্তেই মহাকর্ষের প্রচণ্ড শক্তি তাদের টেনে আনবে পরস্পরের কাছে। তখন হবে সংকুচিত বিশ্ব। তার পরে আবার হবে একদিন প্রচণ্ড সংঘাত যার ফলে আবার হবে প্রসার্য্যমান বিশ্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রম-পর্য্যায়ে এ-খেলা চলতেই থাকবে। এই মতে বলা যায়, বিশ্বের প্রাচীনত্ব সীমাহীন এবং প্রসার সীমিত।

আইনষ্টাইন বলেন, কোন বস্তুরই গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী হতে পারে না এবং দ্রুতগামী বস্তু ক্রমেই চ্যাপ্টা হয়ে যায়। প্রমাণিত না হলেও বিজ্ঞানীরা এটা মেনে নিয়েছেন। গতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এ-সব বিশালকায় নক্ষত্রমণ্ডল ও নীহারিকার দল গতির অভিমুখে ক্রমশঃ চ্যাপ্টা হতে আরম্ভ করবে এবং অন্তিম দশায় কার্যত আয়তনহীন হয়ে পড়বে। তাদের আমরা আর দেখতে পাব না। আয়তনহীন হওয়ার পরে তাদের অস্তিত্বের আর কোন স্বাভাবিক অর্থ নেই। এই সীমানাকে আমরা মহাবিশ্বের শেষ সীমানা বলে' ধরে নিতে পারি।

হয়েলের নূতন মতবাদে বলা হয়েছে—বিশ্বচিত্র মহাকাশের বুকে একই থাকবে। মহাকাশের বুকে নূতন-নূতন নক্ষত্র ও নীহারিকার দল জ নিচ্ছে এবং নূতনদের জায়গা দিয়ে পুরানেরা সরে যাচ্ছে মাত্র। নূতন নক্ষত্রের জন্ম কি করে' হয় তা তিনি বলতে পারেন না। এগুলো মেনে নিতে বলেন। এখনকার মত তিনি শুধু বলতে চান নূতন-নূতন নক্ষত্রের জন্ম দিয়ে মহাবিশ্ব চিরকাল একই থাকবে, নক্ষত্রের সংখ্যা বাড়বে মাত্র।

বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভদেবের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও বিশ্বরচনা এবং কল্পান্তে লীন হওয়া ওরপিকের বিস্ফোরণবাদের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তু কোথা হতে এল তার কোন হদিস মহাবিস্ফোরণবাদে মেলে না। হিন্দু দর্শনের প্রায় সব মতেই নিত্যপরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস।

বিজ্ঞানমতে মৌল পদার্থ বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকটি পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি বিভিন্ন মৌল কণা দ্বারা গঠিত। প্রোটন ও নিউট্রন পুঞ্জীভূত হয়ে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসরূপে স্থিরাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আর গ্রহাদির সূর্য প্রদক্ষিণের ন্যায় ইলেকট্রনগুলি বৃত্তাকারে এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে সর্বদাই ঘূর্ণায়মান থাকে। ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎবাহী মৌলকণা, প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎবাহী মৌলকণা আর নিউট্রন তড়িৎধর্মহীন মৌলকণা। প্রতিটি বিভিন্ন মৌল পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে। পরমাণুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রোটনের সংখ্যা আর ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে বলে' তড়িৎসাম্য স্থাপিত হয়। পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যার পার্থক্যই মৌল পদার্থের পার্থক্যের কারণ। যন্ত্রের সাহায্যে নিউক্লিয়াসে প্রোটন জুড়ে বা বিচ্ছিন্ন করে' এক রকমের মৌল পদার্থের পরমাণুকে আর এক রকমের মৌল পদার্থের পরমাণুতে পরিণত করা সম্ভব। পারদের পরমাণুর নিউক্লিয়াস হতে একটি প্রোটনের বিয়োগে ও প্লাটিনামের পরমাণুতে একটি প্রোটনের যোগে উভয়ই সোণায় পরিণত হয়। পারদের পরমাণুতে ৮১টি, সোণার পরমাণুতে ৮০টি এবং প্লাটিনামের পরমাণুতে ৭৯টি প্রোটন থাকে। বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত সব রকমের মৌল পদার্থের পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করতে সমর্থ। এ ছাড়া কোন মৌল পদার্থের পরমাণুতে প্রোটন সংযোগ-বিয়োগে নূতন মৌল পদার্থের সৃজনও আজ সম্ভব। পরমাণুর অন্তর্দেশে মৌলকণার সৃষ্টি কি করে' এবং কেন হ'ল এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনও অসমাপ্ত। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পরমাণুবাদের শেষ কথা নয়। প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়াও কয়েকটি নূতন মৌলকণার সন্ধান নিউক্লিয়াসে পাওয়া গিয়েছে। নিউক্লিয়াসের গঠন এখনও বহুলাংশে অজ্ঞাত রহস্য হয়ে রয়েছে। শ্রুতির ব্রহ্মোদ্ভব মনোময় পরমাণুর কল্পনা এবং বিজ্ঞানের ইলেকট্রন-গঠিত পরমাণুর গুণগত আচরণ বিস্ময়কর।

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী সূর্যের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। বহু কোটি বছর যাবৎ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে অবিরত ঘুরছে। প্রথমে ইহা অগ্নি-গোলকের মত উত্তপ্ত ছিল। ক্রমে শীতল হয়ে জমাট বাঁধে। বহির্ভাগ কঠিন হয় এবং অন্তর্ভাগ অগ্নি ও গলিত পদার্থে পূর্ণ থাকে। ক্রমে-ক্রমে উপরের স্তর পাথর ও মাটিতে পরিণত হয়। ধীরে-ধীরে অধিকাংশ স্থলে জল জমে। কালক্রমে এই জলে জন্ম হয় শেওলা ও থলথলে বর্ণহীন বস্তু। ক্রমবিবর্তনে এই শেওলা হতে উদ্ভিজ্জগতের সৃষ্টি এবং থলথলে ক্ষুদ্র বস্তু হতে এককোষী প্রাণীর উদ্ভব হয়। পরে এই এককোষী প্রাণী হ'তে জন্তুজগতের সৃষ্টি হয়েছে। উভয় শ্রেণীই প্রাণী। আদিতে কিভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে তা বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। উভয় জাতিরই জন্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলে। কালক্রমে উভয় জাতির অংশবিশেষ স্থলে যায়। পরে জলে-স্থলে ক্রমবিবর্তনে নানারূপ বৃক্ষলতা ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি।

বিজ্ঞানী হ্যালডেন ও ওপারিন মনে করেন, জীবসৃষ্টি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল। প্রাচীনকালে পৃথিবীর উপরের স্তর ঘনীভূত হ'লে হাইড্রোজেন (H_2), জল (H_2O), এমোনিয়া (NH_3) ও মিথেন (CH_4) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছিল। বৈদ্যুতিক বিচ্ছুরণের ফলে কালক্রমে এ-সব হতে গ্লাইসিন (glycine), এলেনিন (alanine), এস্‌পারটিক এসিড (aspartic acid) প্রভৃতি নানাবিধ সাধারণ এমিনো-এসিড উদ্ভূত হয়েছিল। প্রথমে এমিনো-এসিডের সূক্ষ্ম কণাগুলি সমুদ্রের জলের উপরের স্তরে ক্বাথ (broth)-এর মত জৈব উপাদানরূপে অবস্থিত ছিল। এমিনো-এসিডের সূক্ষ্ম অণুগুলি ঘাত-প্রতিঘাত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কখন-কখন সংযুক্ত হয়ে যেত। ক্রমে এভাবে শতসহস্র সূক্ষ্ম অণু সংযুক্ত হয়ে এক-একটি বৃহৎ অণুতে পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে নানারূপ রাসায়নিক মিশ্রণ ক্রিয়ার ফলে এই বৃহৎ অণুগুলির মধ্যে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের সৃষ্টি হয়। এরা প্রাণের উপাদান। অনন্তর অনেক বৃহৎ অণু একীভূত হয়ে এক-একটি বৃহত্তর অণুতে পরিণত হয়েছিল। এরূপ পরিণতি সত্ত্বেও আদি সূক্ষ্মতম অণুগুলির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এই ধরণের সূক্ষ্ম ও বৃহৎ অণুর বিশেষ সংমিশ্রণ হতেই জীবের আদিম কোষের আবির্ভাব হয়। প্রথম দিকে এমিনো এসিড বা ঐ-জাতীয় পদার্থ সন্ধিগ্ধ (fermented) হয়ে এরূপ আদিম কোষের দৈহিক উপাদান ও শক্তির যোগান দিত। প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর ফলে দুর্বল অণুগুলি বিলুপ্ত হ'ত। বৃহত্তর অণুগুলি ক্রমে সবলতর হয়ে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এককালে নিজের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। ইহাই জীবের প্রাণকোষরূপে আবির্ভাব। এ-সময়ে এমিনো-এসিড সন্ধিগ্ধ হয়ে বায়ুস্তরে প্রচুর পরিমাণে কার্বনিক এসিডের আবির্ভাব হয়। পরবর্তী কালে সবুজকণার (Chlorophyll) উদ্ভব ও সূর্যরশ্মির আলোক সংশ্লেষণের ফলে জল হতে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেনের সৃষ্টি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে-ক্রমে আদিম জীবকোষ অক্‌সিজেন দ্বারা জৈব পদার্থ হতে দেহের উপাদান ও শক্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পরে অক্‌সিজেন হতে ওজন্‌ সৃষ্ট হয়ে বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে আবরণ সৃষ্টি করে' সূর্যরশ্মির অতি-বেগুনী কণার বিকিরণ সীমায়িত করে। ফলে জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে জীব বিচরণ করতে সমর্থ হয়।

আবিষ্কৃত জীবের মধ্যে ভাইরাসই সূক্ষ্মতম। কেহ-কেহ বলেন, ইহা আদিতে একটি নগ্ন জিনরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রথমে পৃথক অস্তিত্ব থাকলেও পরে বিসদৃশ ভাইরাসরা আত্মরক্ষার জন্য পুঞ্জীভূত হয়ে থাকত। ক্রমবিবর্তনে এই পুঞ্জীভূত জিনগুলি ঝিল্লির আবরণে (cell-wall) এককোষী প্রাণীতে পরিণত ও বিভাজন দ্বারা প্রজননে সমর্থ হয়েছে। দেহে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের অস্তিত্ব, খাদ্যসংগ্রহ, পরিপাক ও প্রজনন জীবজগতের বৈশিষ্ট্য। ভাইরাসের দেহ নিউক্লিয়ো প্রোটিন দ্বারা গঠিত। ইহা খাদ্যসংগ্রহ, পরিপাক ও প্রজননে সমর্থ। ভাইরাস পরভোজী রূপে প্রাণীকোষে বাস করে। এই মতে আদিতে ভাইরাস পরভোজী ছিল না, আত্মরক্ষার জন্য পরে পরভোজীতে পরিণত হয়।

কেহ-কেহ বলেন, আদি প্রাণী ছায়াপথের অন্য কোন সৌরজগতের গ্রহ হতে এসেছে। আকাশের যে-স্তর ভেদ করে' উল্‌কাপিণ্ডাদির সহিত এর আগমন সম্ভব সে-স্তরে কোন প্রাণীর জীবিত থাকা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী ফ্রান্‌সিস্‌ ক্রিক ও লেসলী ওরেন বলেন, পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব হয়েছে আড়াই শত কোটি বছর আগে। ছায়াপথের অন্য কোন সৌরজগদ্‌বাসীর পক্ষে মহাকাশ-যানে কোন সূক্ষ্ম জীবনকণা পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব নয়। ছায়াপথের অন্যত্র তখন উন্নত স্তরের সভ্যতার বিকাশ সম্ভব ছিল। জীবনের পক্ষে তার আবির্ভাবের কাল থেকে পৃথিবীতে বর্তমান সভ্যতার যুগে এসে পৌঁছতে লেগেছে আড়াই শত কোটি বছর মাত্র। অতএব ছায়াপথের প্রথম কয়েক শত কোটি বছরের জীবনে অন্যত্র কোন সৌরজগতের গ্রহে সভ্যতার বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সাড়ে চার শত কোটি বছর পূর্বে, আর ছায়াপথের সৃষ্টি হয়েছিল ছয় শত কোটি বছর পূর্বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জড়পদার্থ হতে প্রাণের সৃষ্টি এ-কথা অধুনা বিজ্ঞানে স্বীকৃত। জীবদেহ প্রোটোপ্লাজমের কোষে গঠিত। প্রোটোপ্লাজমের মূল উপাদান যে প্রোটিন তা এমিনো-এসিড হতে প্রস্তুত হয়। ফরম্যালডিহাইড ও এমোনিয়ার মিশ্রণের উপর অতি-বেগুনী কণার (ultra-violet rays) বিকিরণে এমিনো-এসিড প্রস্তুত হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বর্তমানে নানারূপ এমিনো এসিড প্রস্তুত করতে সক্ষম। আবার কিছুকাল পূর্বে প্রাণের মূল উপাদান ডি. এন. এ. (Deoxyribonucleic Acid) এবং আর. এন. এ. (Ribonucleic Acid) আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার একটি উল্কাপিণ্ডের মধ্যে পাঁচ রকমের এমিনো-এসিড, কার্বন ও হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এতে কেহ-কেহ মনে করেন যে, প্রাণ সৃষ্টির উপাদান ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ. হয়ত মহাজাগতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে জন্মলাভ করেছিল। অবশেষে নৈসর্গিক কারণে পৃথিবীতে তাদের আগমন হয়েছে। অতঃপর প্রাণী ও প্রাণীজগতের সৃষ্টি। অধুনা খোরানা ডি. এন. এ. তৈয়ার করতে সক্ষম হয়েছেন। এর কিছু দিন পরে কুমারী অটস্নুকী তৈয়ার করেছেন আর. এন্. এ.। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীসৃষ্টি করবার দাবী রাখেন। কেহ-কেহ প্রাণীসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এমন দাবীও করেন। প্রাণ বাস্তব ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল এ-কথা মেনে নিলেও জীবে মন বা ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। খাদ্যসংগ্রহ, পরিপাক, প্রজনন প্রভৃতি মন বা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ।

বর্তমানে বংশগত সংস্কার অনুযায়ী নূতন জীবের আবির্ভাব বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে। জীবের দেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। কোষের অন্তরে থাকে সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমের অন্তরে থাকে একটি কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস। কোষকেন্দ্রের অন্তরে সাইটোপ্লাজম এবং ছোট-ছোট সূত্রের আকারে ক্রোমোসোম নামক বস্তুর অবস্থান। কোষ-কেন্দ্রটি পাতলা ঝিল্লিতে আবদ্ধ। ক্রোমোসোমে পুঞ্জীভূত থাকে জিন নামে অসংখ্য সূক্ষ্ম মৌল অণু। জিনগুলিতে প্রাণের উপাদান ডি. এন. এ. থাকে। ডি. এন. এ. বংশগত সংস্কারেরও বাহক। কোষস্থিত সাইটো-প্লাজমে থাকে প্রাণের অপর উপাদান আর. এন. এ.। এই আর. এন. এ.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—রিবোসোম, মেসেঞ্জার ও ট্রান্‌সফার আর. এন. এ.। কোষের সাইটোপ্লাজমের চার-পঞ্চমাংশ রিবোসোমে পূর্ণ থাকে। বাকী অংশটা তরল। ইহা যন্ত্র দ্বারা থিতান (Precipitate) সম্ভব হয় না। এই তরল অংশে মেসেঞ্জার ও ট্রানসফার আর. এন. এ.-র অবস্থান। মেসেঞ্জার আর. এন. এ.-র দ্বারা সাইটোপ্লাজমের দুই হতে চার শতাংশ পূর্ণ থাকে। মেসেঞ্জার ডি. এন. এ. হতে সৃষ্ট হয়ে সাইটোপ্লাজমে অপসারিত হয়। নূতন কোষসৃষ্টিতে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ডি. এন. এ.-র ইঙ্গিতে রিবোসোম নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণ (Synthesis) করে। তরল পদার্থের মধ্যে নানাবিধ এমিনো-এসিড থাকলেও বিজ্ঞানীরা তাদের বিশটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ডি. এন. এ.-র নির্দেশমত ট্রানসফার আর. এন. এ. নির্দিষ্ট এমিনো-এসিডের সহিত সংযুক্ত হয়। এরূপে ট্রানসফার আর. এন. এ. নানাবিধ এমিনো-এসিড মেসেঞ্জারের নির্দেশিত স্থানে পৌঁছে দেয়। ডি. এন. এ.-প্রেরিত মেসেঞ্জারের নির্দেশ সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। কালক্রমে নিখুঁত প্রোটিনের সমাবেশ ও পরে নির্দেশিত কোষের সৃষ্টি হয়। এইভাবে জীবের পেশী, অস্থি, হরমোন প্রভৃতির উদ্ভব বিজ্ঞানে স্বীকৃত। কিন্তু কিরূপে ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ. উদ্দীপিত হয়ে স্ব-স্ব কাজ করে তা এখনও অজ্ঞাত। মেসেঞ্জার ডি. এন. এ. বিশ্বস্ত বার্তাবহের কাজ করে। একটি মেসেঞ্জার অনধিক বারটি জিনের বার্তাবহনে সমর্থ। কিন্তু ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.-র এক সঙ্গে অবস্থান সাধারণত ভাইরাসে দেখা যায় না। উদ্ভিদের ভাইরাসে শুধু আর. এন. এ. এবং ব্যাকটিরিয়ার ভাইরাসে কেবল আর. এন. এ. অথবা ডি. এন. এ.-র অস্তিত্ব দেখা যায়। নূতন কোষসৃষ্টিতে বিশিষ্ট জিন হতে একটি মাত্র বিশিষ্ট এনজাইমের ক্ষরণ হয়। এই এনজাইম বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্বস্থানে পৌঁছবার পুর্বে প্রোটিনের কিছুটা পরিবর্তন আনতে প্রতিস্তরে এর কর্তৃত্ব বর্তমান। প্রতি জিনে একটি মাত্র এনজাইম থাকে এবং এর প্রয়োজন অনুঘটক (Catalytic) হিসাবে। যৌনসৃষ্টিতে শুক্রকীট ডিম্বকোষের সহিত মিশে একটি কোষে পরিণত হয়। উভয়ের সাইটোপ্লাজম, জিন, ডিন. এন. এ.-আর. এন. এ. প্রভৃতি একীভূত হয়। বংশগত সংস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিউক্লিক এসিডগুলির মধ্যে অবস্থিত। বংশগত সংস্কারের স্থান মুখ্যত ডি. এন. এ.-তে মানুষ ও উচ্চস্তরের প্রাণীর বেলায়। পিতামাতার জিনে তাদের পূর্বপুরুষ হতে অর্জ্জিত সংস্কারও থাকে। প্রাচীনত্ব সংস্কারকে ক্ষীণ করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে পরিবেশও নবজাতকের পরিবর্তন আনে। এ-সব বিসদৃশ সৃষ্টির কারণ।

মানুষের জন্মকোষে দশ হাজার হতে এক লক্ষ পর্য্যন্ত জিন থাকে। ব্যাকটিরিয়া, ব্যাকটারিওফেজ এবং ভাইরাসেও জিন থাকে। দেহের সর্বস্তরের কোষেই জিন বর্তমান। দেহের বার্দ্ধক্যেও জিন অপরিবর্তনীয়।

কোষপ্রাণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হতে দেহপ্রাণের ব্যাখ্যা বর্তমানে সম্ভব নয়। দেহের প্রাণশক্তি কোষশক্তির সমষ্টি এ-কথা মেনে নেওয়া কঠিন। ধর্মে দেহের চালকরূপে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস।

বিজ্ঞানীদের মতে একটি এককোষী প্রাণী ক্রমবিবর্তনে মনুষ্যরূপে পরিণত হয়েছে। মানুষের আবির্ভাবের কাল পাঁচলক্ষ বছরের বেশী নয়। এই মানবদের আকার বর্তমান মানবদের আকারের অনুরূপ ছিল। কিন্তু এদের মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল বর্তমান মানবের অর্দ্ধমাত্রা। এদের পিথেকেনথ্রোপাস বা প্রায়-মানুষ বলা হয়। মানুষের ন্যায় খর্বাকৃতি জীব দশলক্ষ বছর পূর্বে ছিল। বর্তমান মানুষ হতে এরা আকারে ছোট ছিল। এরা মানুষের ন্যায় দু'পায়ে হাঁটত। এদের মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল বর্তমান মানুষের মস্তিষ্কের এক চতুর্থাংশ। এদের অষ্ট্রেলোপিথেকাস বা নরবানর বলা হয়। সিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, গোরিলা প্রভৃতি বানরজাতীয় জীব হতে ক্রমবিবর্তনে মানবজাতির উৎপত্তি—ইহা বিজ্ঞানীদের অভিমত। প্রায় দেড়লক্ষ বছর পূর্বে নিয়েন্দারথাল নামক এক জাতীয় মানবের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের মস্তিষ্কের পরিমাণ বর্তমান মানবদের মস্তিষ্ক হতে বেশী ছিল। এরা আকারে বর্তমান মানব হতে বড় ছিল। এ-জাতি ক্রমে লুপ্ত হয়েছে। এর পর আদি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ক্রোম্যাগনন মানব জাতির আবির্ভাব। এই জাতীয় মানুষ প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছে। ক্রোম্যাগনন মানবজাতির মস্তিষ্ক ও আকার বর্তমান মানবজাতির মস্তিষ্ক ও আকারের অনুরূপ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আবির্ভূত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরা কালক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধিবিবেচনায় এরা ছিল আদিম মানবদের শ্রেষ্ঠ। এদের বৈশিষ্ট্য ছিল পরিবেশের উপর কর্তৃত্বের প্রয়াস। নানাবিধ অভাব দূর করাই ছিল এর কারণ। এরা শিকার কিম্বা আত্মরক্ষার জন্য তীরধনু ও পাথরের ধারাল বর্শা ব্যবহার করত। এরা আবর্তনবিদ্যার অধিকারী হয়েছিল। যন্ত্রের সাহায্যে এরা তীক্ষ্ণ পাথরের অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করতে এবং শিকারের জন্য দূরে বর্শা নিক্ষেপ করতে সমর্থ ছিল। বর্তমান যুগে গ্রহ-উপগ্রহে রকেট নিক্ষেপণ নর-বানরের লোষ্ট্রনিক্ষেপণ ও ক্রোম্যাগননদের বর্শা নিক্ষেপণেরই পরিণতি। এই সময়েই যন্ত্রযুগের প্রারম্ভ। নিজেদের মধ্যে মনোভাব বিনিময়ের জন্য এরা একটা ভাষারও সৃষ্টি করেছিল। এরা নানারূপ রং দিয়ে গুহার গায়ে শিকারের জন্তুদের ছবি এঁকে শিকারের আশায় তাদের নিকট প্রার্থনা করত। এরা প্রস্তর-অস্থি-মৃত্তিকা দিয়ে নারীমূর্তি গঠন করে' তার নিকট প্রার্থনা করত। এর মূলে প্রচুর শিকার বা বংশবৃদ্ধি করার বাসনা ছিল। কালক্রমে এই নারীমূর্তির পূজা সমগ্র পৃথিবীতে মাতৃপূজারূপে প্রচলিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানীদের মতে একটি এককোষী প্রাণী পঞ্চাশ লক্ষ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মানবাকারে পরিণত হয়েছে। জন্মান্তরবাদী হিন্দুমতে চুরাশি লক্ষ মানবেতর প্রাণীদেহে আবির্ভূত হয়ে জীব মানবদেহ লাভ করে। একমতে দেহপরিবর্তন, অন্য মতে মনপরিবর্তনের প্রাধান্য। উভয়ই ক্রমবিবর্তন। উভয় মতেই দেহ ও মন উভয়েরই ক্রম-পরিবর্তন অনস্বীকার্য। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ভারতীয় দর্শনের মতে সর্বশ্রেণীরই জীব অনাদি বা ঈশ্বর-সৃষ্ট। বর্তমান যুগে বিশ্বাস ও বিজ্ঞানে দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মের ভিত্তি ও ভারতীয় ধর্মে বিবিধ মতবাদ

প্রাণী মাত্রেরই মৃত্যু-বিভীষিকা দেখা যায়। মৃত্যুকালীন যাতনা ও মৃত্যুর অজ্ঞাত পরিণতি ইহার কারণ। মুমূর্ষু ব্যক্তির যাতনা দর্শকের চিত্তে ভয়ের উদ্রেক করে এবং ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়। জন্মান্তরবাদী হিন্দুমতে ইহা পূর্ব-পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতাজাত সংস্কারের ফল। ধর্ম এই মৃত্যু-বিভীষিকা হতে পরিত্রাণের উপায় এবং মৃত্যুর পরে জীবের গতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

আদিম অবস্থায় মানুষ ছিল পশুসদৃশ। ভোজন ও প্রজনন ছিল তার মুখ্য কাজ। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সে দেখল, গাছ হতে বীজ মাটিতে পড়ে' নূতন গাছের সৃষ্টি হয়। এতে জল ও সূর্যালোকের প্রভাব সে বুঝতে পারল। বনে-জঙ্গলে দাবানল দেখে সে ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হ'ত। এই অভিজ্ঞতা হ'তে তার ধারণা হ'ল মাটি, সূর্য, জল, আগুন প্রভৃতিতে অলৌকিক শক্তি বিদ্যমান। এরা মানুষের প্রতি কখনও শত্রুভাবাপন্ন, আবার কখনও বন্ধুভাবাপন্ন হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, গ্রহণ, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি ঘটনা শত্রুতার পরিচায়ক। স্তুতিবাদ ও উপহারাদিতে শত্রুকেও বশে রাখা অসম্ভব নয়। এই ধারণা হতে এদের পূজা ও এদের নিকট প্রার্থনার প্রচলন। কাঠে-কাঠে অথবা পাথরে-পাথরে ঘর্ষণে আগুন জ্বালাতে সে শিখল। আগুনের তাপ ও দাহিকা শক্তি দেখে আদিমানবের ধারণা হ'ল যে, বিশেষ প্রকারের দ্রব্যাদি ব্যবহার করে' প্রার্থনা দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ সম্ভব। এ হতে নানারূপ আনুষ্ঠানিক পূজা ও মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন হয়। ক্রমে নানা দেবদেবীর কল্পনা ও তাদের মূর্ত্তি-পূজার প্রচলন হয়। পুরুষ দেবতার মধ্যে সূর্যের মূর্ত্তিপূজাই বিশেষ জনপ্রিয় হয়। প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে বর্ত্তমান মানব জাতির আদিমানব ক্রোম্যাগনন মানব-জাতির আবির্ভাব। এরা পাথর কেটে তৈয়ারী অথবা মাটীর তৈয়ারী নারীমূর্তির নিকট শিকার অথবা বংশবৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করত। এ হতেই সারা পৃথিবীতে মাতৃপূজার প্রচলন হয়েছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের পার্বত্য গুহায় এরূপ প্রাচীন নারীমূর্তির আবিষ্কার বিস্ময়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্চার করেছে। ক্রোম্যাগনন মানব-জাতির আদিবাস ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। তাই তন্ত্রের মাতৃপূজা দক্ষিণ ভারত হতে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করেছিল বলে' কোন-কোন গবেষকের দৃঢ় অভিমত। যাই হোক, অবশেষে মানুষ তার আমিত্ববোধ, ক্রিয়াশক্তি ও চিন্তাধারা হতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করে। হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ্ হতে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের একটা ধারণা পাওয়া যায়। বেদে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকৃত। আবার সূর্য, অগ্নি, বায়ু, উষা, রাত্রি ইত্যাদি দেবতাদের স্তবস্তুতি, বলিযজ্ঞ ও তাবিজ-কবচের উল্লেখ আছে। বেদ এক সময়ে রচিত হয় নি। বেদে বিবিধ সময়ের ঋষিগণের চিন্তিত তত্ত্বসমূহ সংগৃহীত। সব ধর্মেই ঈশ্বর অনাদি, অসীম, নিরাকার, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। অবশ্য বেদমতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সনাতন। জীবের মৃত্যুর পরে তিনি অবিনাশী জীবাত্মার কর্মফলের বিচার করে' আত্মার স্বর্গ বা নরক ভোগের ব্যবস্থা করেন। সব ধর্মই কর্মফলের ভোগ এবং স্বর্গনরকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কালক্রমে কয়েকজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাদের জ্ঞানবিশ্বাসমতে স্ব-স্ব ধর্মমত প্রচার করেন। আদর্শ মহৎ হলেও বিভিন্ন ধর্মমতে মতানৈক্যও যথেষ্ট।

ধর্ম বিবিধ হলেও তাদের শাস্ত্রে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনায় মূলগত কোন পার্থক্য নেই। নিরংকুশ যে সুখশান্তির কল্পনা সম্ভব স্বর্গে তার প্রাচুর্য। আর অসহনীয় যে দুঃখকষ্টের ধারণা সম্ভব নরকে তাহা সর্বদাই বিদ্যমান। হিন্দুর স্বর্গের দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে সর্বদাই শান্তি ও আনন্দ; শোকতাপাদির অস্তিত্ব নেই। ভোগের জন্য কোন অভাব নেই। এমন কি, আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নৃত্যগীতে পারদর্শিনী সুন্দরী চিরযৌবনা অপ্সরীদেরও অভাব নেই। নরকে আত্মাকে অগ্নিদহন, পুরীষপূর্ণ পুষ্করিণীতে স্নানাদিতে নির্যাতিত হতে হয়। অগ্নি-উপাসকদের মৃত্যুর পরে পুণ্যাত্মারা অহুরমজদার সিংহাসনের নিকট সুন্দরী যুবতীদের সহিত আনন্দে অনন্ত কাল কাটায় আর পাপাত্মারা নরকে যায়। নির্দিষ্ট দিনে অহুরমজদা নরকে যান; পাপীদের মধ্যে যাদের অনুশোচনা করতে দেখেন তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গে যেতে অনুমতি দেন। খৃষ্টানদের মৃত্যুর পরে পুণ্যাত্মারা পরমপিতার নিকট বীণা বাজিয়ে ও সংগীত শুনে অনন্ত কাল কাটায়। পাপাত্মারা নরকে যায়। অনুশোচনায় এদের স্বর্গের দ্বার খোলে। নচেৎ অগ্নিদগ্ধ হয়ে অনন্ত নরকভোগ। মুসলমানদের স্বর্গে দুগ্ধ-সুরা-মধুনদী প্রবাহিত। সেখানে নানারূপ সুখাদ্য ও বিবিধ ফলের প্রাচুর্য। পুণ্যাত্মারা এ-সকল ভোগ করে। মৃত পিতামাতা, সতী স্ত্রী ও সন্তানদের সহিত দেখা হয়। পাপাত্মারা অনন্ত নরক ভোগ করে। আল্লাহ্ নির্দিষ্ট দিনে বিচারের পর আত্মার স্বর্গ বা নরক বাসের নির্দেশ দেন।

এ-সব ধর্মে ঈশ্বর ও ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষদের পূজা, উপাসনা এবং তাঁদের উদ্দেশে আহার্যবলি, সৎকথন, সদাচার, সৎচিন্তা, পরোপকার, দয়া, দান, ক্ষমা, মৈত্রী, অহিংসা, ধ্যান প্রভৃতি কাজ ধর্মাচরণের অঙ্গ। পশুবলি প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত। হিন্দুর পশুবলি, মুসলমানের কোরবাণী এবং ইহুদির অগ্নিদগ্ধ মাংস দ্বারা অর্চনা প্রচলিত। খৃষ্টানদের আহার্যের উপর গ্রেস্‌পাঠ আহার্যবলিরই রূপান্তর। নাস্তিক্যবাদী ব্যতীত পৃথিবীর যাবতীয় লোকই কোন-না-কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী ধর্মগুরুও প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েরই আছেন। এদের ভক্ত বা শিষ্যও যথেষ্ট।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বিয়েরার বলেন, স্বাধীনতা বা স্বাবলম্বন মানুষের সহজাত ধর্ম নয়। অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়াই সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে শীতল পরিবেশ অসহনীয় বোধ করে। তাই সে মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চায় এবং নিজেকে অসহায় মনে করে। এই অসহায়তা বাসা করে' বসে অবচেতন কেন্দ্রে। এ হতে অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে পরনির্ভরতা সহজাত প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশ পায়। কেহ-কেহ এই আকাংক্ষা দমিয়ে রাখতে পারলেও অনেকে পারে না। তাই রোগী তার জীবনের সব বোঝা ডাক্তারের হাতে সঁপে দেয়। কেহ-কেহ দেহমন ভগবানে সমর্পণ করে অথবা কোন ধর্মীয় গুরুর কাছে শান্তি খুঁজে পায়।

সৃষ্টিতত্ত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, কারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রয়াসই ধর্মতত্ত্ব। তাই নানাবিধ ধর্মমতের আবির্ভাব। যাবতীয় ধর্মমতের কোনটিই জ্ঞানবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দৃঢ়মূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়। একমাত্র বিশ্বাসই এ-সব মতের ভিত্তি। বিশ্বাস ও যথার্থ জ্ঞান এক কথা নয়। সত্যজ্ঞানলাভের প্রধান উপায় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। যথার্থ জ্ঞানে বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ সব সময় সত্য নাও হতে পারে। রজ্জুর ছায়া পড়ে সর্পভ্রম সৃষ্টি হয়। অনুমান অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুক্ত পুরুষদের অনুভবোক্তিতেও পার্থক্য যথেষ্ট। ধর্মমত স্বতঃসিদ্ধও নয়। হিন্দুধর্ম একটা বিশেষ মতবাদ নয়। ইহা অনেকগুলি ধর্মমতের সমষ্টি। তত্ত্বের দিক দিয়ে মতানৈক্য থাকলেও সকলেই কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদ দ্বারা এক সূত্রে গ্রথিত। বেদে অবশ্য জন্মান্তর ও মোক্ষের কথা নেই। হিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। এই বেদের বাণী স্বতঃসিদ্ধ বলে হিন্দুরা মেনে নেয়। যে-সব মত বেদবাণীকে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করে না তাদের নাস্তিক বলা হয়। আবার বেদবাক্য স্বতঃসিদ্ধ বলে' বিশ্বাসী মতগুলি ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত ও এর অন্তর্গত বৈষ্ণব ও শাক্ত বা তান্ত্রিক মত ঈশ্বরবাদী। যোগমতকেও ঈশ্বরবাদী বলা হয় যদিও যোগের ঈশ্বরের কর্ম সীমাবদ্ধ। সাংখ্য মত ও মীমাংসামত নিরীশ্ববাদী। জৈন ও বৌদ্ধমত নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক্য-বাদীও। জড়বাদীরা বেদের অপৌরুষেয়তা, ঈশ্বর, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদে বিশ্বাসী নয়।

বেদোপনিষদের মত

হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। খৃষ্টজন্মের প্রায় পনেরশ বছর পূর্বে বেদ সংকলিত হয়েছিল। বেদের বাণীগুলি ঋষিমুখনিঃসৃত হলেও হিন্দুরা অপৌরুষেয় মনে করেন। বেদের বাণী অভ্রান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। বেদ একসময়ে অভিব্যক্ত হয় নি, বিবিধ সময়ে প্রকাশিত বাণীসমূহ এতে এক সঙ্গে গ্রথিত। বেদমতে এক অদ্বিতীয় পরম সত্তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি সর্বব্যাপী, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, জীবজগতের স্রষ্টা। তিনি ব্রহ্ম, জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত। তিনি জগতের নিয়মশৃংখলার সৃষ্টি করেছেন। জীব তাঁর দেহ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নির্গত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব ব্রহ্মের অংশ হলেও সে ব্রহ্মাধীন। জগদ্‌নিয়ন্ত্রণে তার কোন অধিকার নেই। জীব ব্রহ্মতুল্য স্বভাবের হলেও তাকে স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য কর্ম করতে হয়। সে কর্ম করে' তার ফল ভোগ করে। ব্রহ্ম বিচারপূর্বক কর্মফলের সংঘটন করেন। ব্রহ্ম জীবের কামনা পূরণ করেন। কর্ম দ্বারাই জীব ব্রহ্মের উপলব্ধি করতে পারে। ব্রহ্মের উপাসনা, বলি-যজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্মসম্পাদন ও সমাজের মঙ্গলসাধনই ধর্ম। সাধুসন্তরা দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে যান। অপর সকলে পিতৃযান মার্গে ধূম্রলোকে যান। কাহারও প্রত্যাবর্তনের কথা বেদে নেই। জন্মান্তর বা মোক্ষের কথাও বেদে নেই। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অনেক দেবতার নাম ধারণ করেন। এই দেবগণ তাঁর ঐশীশক্তির বিকাশ ও মন্ত্রাত্মক।

বেদের অনির্বচনীয় পরমসত্তা উপনিষদে কখনও ব্রহ্ম, কখনও আত্মা, কখনও ভগবান্ বা কখনও সৎ বলে' অভিহিত হয়েছেন। উপনিষদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের কথা আছে। তবে অধিকাংশ উপনিষদ্‌ই নির্গুণ ব্রহ্মবাদী। উপনিষদ্ জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদের প্রচারক। উপনিষদের মতে কর্ম দ্বারা সাময়িক স্বর্গলাভ হয় এবং অভুক্ত কর্মফলের ভোগের জন্য আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। মুক্তি কর্মে নয়। একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব। এতেই জীবের পুনর্জন্ম নিরোধ হয়। নির্গুণ ব্রহ্মবাদের মতে মায়োপহিত চৈতন্যই জীব। বিভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণনা আছে। বেদোপনিষদে ভক্তিবাদের বিশেষ উল্লেখ নেই। প্রথমে ছান্দোগ্য উপনিষদে ভক্তি ও সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ দেখা যায়। নির্গুণ ব্রহ্মের বর্ণনায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—তিনি হ্রস্ব নন, দীর্ঘ নন, তিনি নির্বিশেষ ইত্যাদি। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে—তিনি দর্শনের অতীত, চিন্তার অতীত ইত্যাদি। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—তিনি শাশ্বত, ধ্রুব ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার্বাক দর্শন

চার্বাক দর্শন বা জড়বাদ অতি প্রাচীন। ঋগ্‌বেদের ঋষি বৃহস্পতি জড়বাদের প্রথম প্রবক্তা। তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁকে তাই গণপতি বলা হ'ত। চার্বাকগণ এই বৃহস্পতির মতানুগামী। এরা প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্য জ্ঞানের অন্য কোন উপায় স্বীকার করেন না। পরবর্তী চার্বাকগণ অনুমানকে সীমাবদ্ধভাবে কিছুটা মূল্য দিয়েছেন। কোন-কোন উপনিষদে চার্বাক-মতের উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, 'জড় উপাদান হতে উদ্‌ভূত হয়ে মানুষ আবার জড় উপাদানেই ফিরে যায়। মৃত্যুর পরে মানুষের কোন চেতনা থাকে না।' মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও চার্বাক-মতের উল্লেখ আছে। চার্বাকগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত এই চারটি মৌলিক ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এদের সম্মিলনে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয়। জড় ও জীব সবই এই মৌলিক ভূত হতে উদ্‌ভূত। পদার্থগুলির সংমিশ্রণে দেহ এবং মিশ্রণকালে আকস্মিকভাবে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। কোন জিনিসই ঈশ্বর নামক কোন সত্তার সৃষ্টি-কৌশলজাত নয়। চার্বাকরা ঈশ্বর বা আত্মা নামক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। চৈতন্য হতে প্রাণ ও মন আকস্মিকভাবে উদয় হয়। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের ভূতগুলি নিজ-নিজ আদিভূতে মিশে যায়। চার্বাকরা জন্মান্তর ও কর্মবাদে অবিশ্বাসী। এদের স্বর্গ, নরক ও পরলোকে বিশ্বাস নেই। চার্বাকদের মতে জীবের সুখভোগই স্বর্গভোগ এবং দুঃখভোগই নরকভোগ। এদের মতে আত্মার অপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস জন্মিয়ে ব্রাহ্মণেরা সাধারণকে নানারূপ যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করে' নিজেদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে। পশুবলিদানে বলির পশু স্বর্গে যায় এরূপ মত শাস্ত্রে বিদ্যমান। তাই চার্বাকরা বলেন যে, পিতামাতাকে বলি দিয়ে স্বর্গের সুব্যবস্থা করতে এ-সব ব্যক্তি বিরত কেন! চার্বাকদের মতে পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। সুখসম্ভোগই জীবের কাম্য। কারণ মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না। এদের মতে রাজাই ঈশ্বর। তাই সমাজশৃংখলা সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন। বৃহস্পতি নারীধর্ষণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবল বিরোধিতা করেছেন। চার্বাকদের মতে সুখভোগে উচ্চনীচ সকলেরই সমান অধিকার। ঋণ করে' ঘি খেতে বললেও চার্বাকরা জবরদস্তির উপদেশ দেন নি। এতে সুখভোগ বিঘ্নিত হয়।

জৈন দর্শন

জৈনদর্শন সুপ্রাচীন। আর্যরা যখন পাঞ্জাবে বৈদিক ধর্ম প্রচার করেন তখন জৈনধর্মের আদি প্রচারক ঋষভনাথ আবির্ভূত হন। চব্বিশ জন তীর্থংকর এই ধর্মের প্রচারক। সর্বশেষ তীর্থংকর হলেন মহাবীর। তাঁর পূর্বের তীর্থংকর পার্শ্বনাথের নামও উল্লেখযোগ্য। মহাবীরই হলেন এ-ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। জৈনধর্ম নিরীশ্বরবাদী। জৈনমতে আত্মা সনাতন, সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তি-বিশিষ্ট। আত্মা বহু। আত্মা স্বভাবতঃ বুদ্ধ ও মুক্ত। তবে আত্মা অবিদ্যাবশে দেহধারণ করে' জীবরূপে কর্ম করে' জন্ম-জন্মান্তর কর্মফল ভোগ করে। আত্মা নিজেই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা পরমাণুর সাহায্যে দেহ গঠন করে। এই সূক্ষ্ম অবিভাজ্য নিত্য পরমাণুগুলিকে জৈনেরা পুদ্‌গল বলে। এরা আকাশে নিত্য বিদ্যমান। এই মৌলিক পরমাণুর সংখ্যাও বহু। এরা পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এইরূপ সক্রিয় অসংখ্য পরমাণু দ্বারা জগৎ গঠিত। জৈনেরা তীর্থংকরদের উপাসনা করে। জৈনদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবই নিজ প্রচেষ্টায় তীর্থংকরদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে' সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমানবৎ স্বরূপে অবস্থান করতে পারে। জৈনমতে সর্বজীবে দয়া, সাধু চরিত্র, মানসিক-বাচনিক-কায়িক সংযম এবং উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধন ও সত্য জ্ঞান সহকারে ধ্যানযোগের দ্বারা সমাধিলাভ হলে আত্মার মুক্তি হয়। উপবাসে কর্মসংস্কার নাশ হয়। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। জৈনমতে আত্মার বদ্ধাবস্থার জন্য জীব নিজেই দায়ী। আবার মুক্তির বিধানও সে নিজেই করে। ত্যাগ ও বৈরাগ্য জৈন ধর্মের বৈশিষ্ট্য। জৈনমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ পরোক্ষ জ্ঞান। এ-সব জ্ঞানের প্রমাণ অন্য সর্তের উপর নির্ভর করে। যে-জ্ঞানে ইষ্টলাভ হয় এবং অনিষ্ট পরিহার হয় তাহাই সত্যজ্ঞান। জৈনধর্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাস্তিক্য-বাদী। অনেকের মতে ঋষভনাথই জন্মান্তর ও মোক্ষবাদের আদিবক্তা।

কালক্রমে জৈনগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। ধর্ম ও দর্শনের মূল নীতিতে এদের কোন পার্থক্য নেই। তবে ধর্মীয় আচার পালনে একদল হলেন অত্যন্ত কঠোর। এদের মতে সন্ন্যাসীদের কোন প্রকার বস্তুর প্রতিই আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। তাই এরা নগ্ন থাকেন। এদের দিগম্বর জৈন বলা হয়। অপর সম্প্রদায়ের মতে শ্বেত বস্ত্র পরিধানে দোষ নেই। এদের শ্বেতাম্বর জৈন বলা হয়।

বৌদ্ধদর্শন

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রচারক। তিনি কোন অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করতেন না। বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিক ছিলেন। তাঁর মতে আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। আবার তিনি কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে কর্মস্রোতই জন্মজন্মান্তরে জীব-রূপে কর্ম করে এবং ফলভোগ করে। তিনি জীবের দুঃখ দেখে জন্ম, জরা ও মরণ এই ত্রিতাপ নাশের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তিনি কর্মত্যাগের কথা বলেন নি। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। বুদ্ধদেবের মতে ভোগবিলাসে জীবনযাপন ও কৃচ্ছ্রসাধনা উভয়ই বর্জনীয়। তাঁর মতে মানবজীবন দুঃখময়। অবিদ্যা হেতু তৃষ্ণাবাসনাই জীবের দুঃখের কারণ। অভাব, রোগ, শোক, ক্লেশ, আকাঙ্ক্ষা, জরা, মৃত্যুবিভীষিকা ইত্যাদি বিষয় দুঃখের কারণ। দুঃখনিরোধের জন্য তিনি আটটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। এগুলি হ'ল সম্যক্ দৃষ্টি বা সত্যজ্ঞান, সম্যক্ সংকল্প বা ভোগবাসনার জয়, সম্যক্ বাক্ বা বাক্‌সংযম, সম্যক্ কর্মান্ত বা সংযত আচরণ, সম্যক্ অজীব বা সদুপায়ে উপার্জন, সম্যক্ ব্যায়াম বা কুচিন্তার বিনাশ, সম্যক্ স্মৃতি বা দেহ, মন ও জগতের অনিত্যতা মনে রাখা এবং সম্যক্ সমাধি। দেহ, মন ও জগৎকে অনিত্য জ্ঞানে ধ্যানধারণা ও যোগের সাহায্যে সমাধিলাভ হ'লে জগৎ ও জীবনের অসারতা উপলব্ধি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই মুক্তি বা নির্বাণ। ইহা জীবের কর্মস্রোতের শান্ত ভাব, অবলুপ্তি নয়। কর্মস্রোত অনাদি। সত্যোপলব্ধি করেও বুদ্ধদেব তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নাই। তিনি বিশ্ববাসীদের দুঃখ হতে চিরমুক্ত করতে তাঁর ধর্মবাণী সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের সংকল্প করেন। তাঁর বাণী প্রচারের জন্য ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুখে-মুখেই উপদেশ-বাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর তাঁর শিষ্যগণ উপদেশগুলি তিনখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এগুলিকে ত্রিপিটক বলা হয়। এই গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় লিখিত। পালি ভাষা সে-সময় সর্বসাধারণের কথ্য ভাষা ছিল।

বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। এই দুই শ্রেণীর নাম হীনযান ও মহাযান। হীনযান সম্প্রদায় অনেকাংশে বুদ্ধদেবের মতের অনুগামী। এঁরা ঈশ্বর বা আত্মা বা অন্য কোন শাশ্বত চেতন সত্তায় বিশ্বাস করেন না। এঁরা শুধু মানসিক ও জাগতিক পদার্থের সত্তা স্বীকার করেন। হীনযান বৌদ্ধগণের মতে জীব একমাত্র নিজের চেষ্টায়ই মুক্তিলাভ করতে পারে। ত্যাগ, বৈরাগ্য, ধ্যান ও যোগ মুক্তি-সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। এঁদের মতে নির্বাণ হ'ল জীবন্মুক্তি আর পরিনির্বাণ মৃত্যুর পরে চিরবিলুপ্তি।

মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এক পরম, অনির্বচনীয়, অতীন্দ্রিয় শাশ্বত সত্তায় বিশ্বাসী। এর বিকার নাই, ইহা অজ ও সনাতন। ইহা জগতের প্রত্যেক জীব ও পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান। অবিদ্যা বশতঃ ইহা সংসাররূপে প্রতিভাত হয়। অবিদ্যার বিনাশে পরম সত্তার প্রকাশ ঘটে। এই শাশ্বত সত্তাকে ধর্মকায় বলা হয়। এই ধর্মকায়ের শক্তিই জীব-জগৎ এবং তিনিই এর নিয়ন্তা। যথার্থ জ্ঞান, সম্যক্ শ্রদ্ধা, নিষ্কাম কর্ম, জীবে প্রেম ও দয়া মুক্তি-সাধনের প্রধান অঙ্গ। মহাযান মতে নির্বাণ লাভের অর্থ শান্তিময়ের ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, মানবসমাজের কল্যাণ সাধনে বুদ্ধদেব বার-বার সংসারে অবতীর্ণ হন। এ-মতে ভগবান, ধর্মকায় ও বুদ্ধদেব অভিন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্যদর্শন

মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের সূত্রকারক। সাংখ্যমত অতি প্রাচীন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্, কঠ উপনিষদ্ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। কপিল জৈন ধর্মের প্রবর্তক ঋষভনাথের সমসাময়িক ছিলেন ইহা অনেকের অভিমত। সাংখ্যমত বেদের অপৌরুষেয়তা, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তর ও মোক্ষবাদের আদি বক্তা কে ছিলেন তা' বলা কঠিন। যাহা হ'ক সাংখ্যমত হতে জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদ উপনিষদে স্থান পায়। সাংখ্যমত নিরীশ্বরবাদী। ইহা পুরুষ ও প্রকৃতি নামে দুই আদি সত্তায় বিশ্বাসী। এই দুয়ের সংযোগে বিশ্বের অণু-পরমাণু পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু গঠিত। পুরুষ বহু, প্রকৃতি এক।

পুরুষ বা পারমার্থিক আত্মা বিশুদ্ধ চেতন সত্তা। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ। পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্বব্যাপী, অপরিণামী ও জড়ের প্রকাশক। জীবরূপী পুরুষ দেহ, মন, অহংকার ও বুদ্ধি হতে ভিন্ন। পুরুষ সুখদুঃখহীন ও উদাসীন। এ-সবই প্রকৃতির ধর্ম। অবিদ্যা হেতু পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগে জীবের সৃষ্টি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকৃতির উপাদান। এদের সাম্য অবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি নিত্য, জড়, নিরবয়ব ও প্রসবধর্মী। সত্ত্ব, রজঃ ও তম উপাদানের তারতম্য ও পুরুষের বহুত্ব বিসদৃশ সৃষ্টির কারণ। সত্ত্বগুণ সুখানুভূতি, রজোগুণ দুঃখানুভূতি এবং তমোগুণ নিষ্ক্রিয়তার কারণ। পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে প্রকৃতিতে প্রথমে গুণক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে প্রকৃতি হতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব হতে অহংকার, অহংকার হতে মন, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি। পঞ্চ তন্মাত্র হতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি। বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়শক্তি ও পঞ্চ তন্মাত্র দিয়ে সূক্ষ্ম দেহ বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয়। মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত লিঙ্গশরীর বর্তমান থাকে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম দিয়ে স্থূল দেহ গঠিত হয়। পিতামাতা হ'তে জীব স্থূল দেহ পায়। মৃত্যুতে স্থূলদেহ আদি পঞ্চভূতে মিশে যায়। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। প্রলয়কালে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ সংকুচিত হয়ে প্রকৃতিতে বিলীন হয়। নূতন কল্পে প্রকৃতি হতেই আবার জগৎ ব্যক্ত হয়। সাংখ্য মতে যাহা অস্তিত্বশূন্য তাকে উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। ঘট মৃত্তিকাতেই থাকে। কুম্ভকার তাকে প্রকাশ করে মাত্র। প্রকৃতি নিত্য, অজ, অবিনাশী। জগৎ সনাতন, আদ্যন্তহীন।

কর্ম করলেই ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। কর্মত্যাগপূর্বক সত্য জ্ঞানে ধ্যান ও যোগ দ্বারা জীবের মুক্তি সম্ভব। প্রকৃতি ও পুরুষে বিভেদজ্ঞানই মুক্তি। ইহা পুরুষের স্ব-রূপে স্থিতি।

যোগদর্শন

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রবর্তক। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই দর্শনের আবির্ভাব। ইহাই পণ্ডিতদের অভিমত। যোগদর্শনে সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষ-তত্ত্ব স্বীকৃত। অধিকন্তু যোগদর্শন সনাতন পরমপুরুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। বেদেও পরমপুরুষ হিরণ্যগর্ভদেবের কথা আছে। সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় আর প্রকৃতি জড়। তাই এদের সংযোগ বহিঃশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। যোগদর্শন মতে ঈশ্বর এই সংযোগ সাধন করেন। এ ছাড়া তিনি জীবের কর্মজাত অচেতন শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে' কর্মফল ভোগের ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বর ব্যতীত আর সব বস্তুই প্রকৃতিপুরুষজাত। জীবজগৎ সবই প্রকৃতিপুরুষজাত। তবে ঈশ্বর জীবের ভোগের জন্য জগতের নিয়মশৃংখলার সৃষ্টি করেন। তিনি কোন কর্মফল ভোগ করেন না। তিনি অনাদি, নিত্য, নিত্যমুক্ত ও ঐশ্বর্যশালী। অবিদ্যা, ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। কল্পান্তে তিনি লীন হন না, কিন্তু প্রকৃতিতে জীবজগৎ লীন হয়। নবকল্পে প্রকৃতি হতে জীবজগৎ ব্যক্ত হয়। ঈশ্বর প্রণিধানে জীবের মুক্তি সম্ভব। ঈশ্বরের ধ্যানধারণা, নিষ্কাম কর্মসম্পাদন ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা হ'ল ঈশ্বর-প্রণিধান। তবে যোগদর্শনে যোগ দ্বারা মুক্তিসাধনের বিশেষ উপদেশ দেওয়া আছে। এতে ঈশ্বরের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। পতঞ্জলি ঋষি যোগসাধনের জন্য বিধিবদ্ধ অষ্টাঙ্গ নিয়মপদ্ধতির প্রচারক। যোগসাধনা প্রাচীন কাল হতেই প্রচলিত। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সিদ্ধি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের প্রধান অঙ্গ। এই সকল অনুষ্ঠান চিত্তের অশুদ্ধি দূর করে। অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হ'লে সাধকের প্রকৃতিপুরুষে ভেদজ্ঞান হয়। তখন পুরুষ স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভেদজ্ঞানই মুক্তি। মোক্ষাবস্থা কোন আনন্দময় অবস্থা নয়। ঈশ্বর প্রকৃতি বা পুরুষের স্রষ্টা, ধ্বংসকারী বা নিয়ন্তা নয়। তিনি কিরূপে বিরুদ্ধধর্মী প্রকৃতিপুরুষের সংযোগসাধন করেন যোগদর্শনে তার কোন উল্লেখ নাই। পুরুষ নিত্য, বিভু। ঈশ্বর ছাড়াই তার মুক্তিলাভ সম্ভব। পতঞ্জলির মতে জীবও অস্মিতা সমাধিতে সিদ্ধ হয়ে বিবেকখ্যাতি ও পরবৈরাগ্যের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডবিশেষের অধীশ্বর হতে পারেন। তখন তারও সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব থাকে। তথাপি তিনি প্রকৃত ঈশ্বরপদবাচ্য নন্।

মীমাংসাদর্শন

জৈমিনি পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসাদর্শনের প্রচারক। মীমাংসামত নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু জন্মান্তর ও কর্মবাদে বিশ্বাসী। অতীত কর্মফল দ্বারা আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগে চেতনাবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। আত্মা অজ, অচেতন, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা বহু ও বিভু। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, আত্মা, মন, অন্ধকার ও শব্দ এই এগারটি নিত্য বস্তু। আত্মার ন্যায় মনও অসীম। মন ও আত্মা উভয়ই সর্বগত এবং এদের সংযোগ স্বাভাবিক। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু নিত্য। জীবের কর্মজাত অপূর্বশক্তি এই সব নিত্য পরমাণুর দ্বারা জীবের কর্মফলের ভোগের জন্য জগৎ সৃষ্টি করে। এই অপূর্বশক্তি কর্মফলের ভোগ সাধনও করে। কুমারিল ভট্টের মতে অপূর্বশক্তি আত্মায় অবস্থান করে; আত্মা চেতন দ্রব্য; আত্মা অশরীরী, সর্বগত, নিত্য ও অজড়; আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা; আত্মা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতির আশ্রয়। প্রভাকর মিশ্রের মতে আত্মা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও অচেতন দ্রব্য। মন ও দেহের সংযোগে আত্মা চৈতন্য লাভ করে এবং জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা হয়। প্রভাকরের মতে অপূর্বশক্তি কর্মপ্রচেষ্টায় অবস্থান করে। তাঁর মতে আত্মার নয়টি গুণ অন্তরিন্দ্রিয় মনের সংযোগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মায় উৎপন্ন হয়। এগুলি হ'ল জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার। আত্মার মত মনও নিত্য এবং ক্ষিপ্রগতি। মীমাংসামতে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠান জীবের একমাত্র কাম্য। অপর সবকর্ম পরিত্যজ্য। মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ধর্মসাধনের প্রধান অঙ্গ। শব্দ নিত্য এবং শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ তাহাও নিত্য। স্বর্গলাভই ছিল পূর্বকালের মীমাংসকদের কাম্য। পরবর্তী মীমাংসকদের মতে বৈদিক কর্ম ব্যতীত সর্ববিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বনে ধ্যান ও যোগের সাহায্যে সমাধিলাভ হলে আত্মার মুক্তি হয়। মুক্তি আত্মার দুঃখহীন অবস্থা ও স্ব-রূপে অবস্থান। মীমাংসামতে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হ'লে তা' ইহকালে বা পরলোকে বাঞ্ছিত ফল দান করে। যজ্ঞকারীর আত্মার মধ্যে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি জন্মে এবং প্রয়োজন মত ইহজন্মে বা জন্মান্তরে যজ্ঞকারীকে ফল দান করে। প্রত্যেক কারণে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং বাধা না থাকলে উহা কার্য উৎপাদন করে। বীজে অংকুর উৎপাদনের শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। দগ্ধবীজে অংকুর উৎপাদন হয় না।

বৈশেষিক-ও-ন্যায়দর্শন

মহর্ষি কনাদ বৈশেষিক দর্শন ও মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য যথেষ্ট। উভয়ই ঈশ্বরবাদী, জন্মান্তরবাদী ও মোক্ষবাদী। এঁদের মধ্যে পার্থক্য সামান্যমাত্র। বৈশেষিক দর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। কিন্তু ন্যায়দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটিকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেন। উভয় দর্শনমতেই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অনাদি, অনন্ত ও সনাতন। তিনি নয়টি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পদার্থ—যথা, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন, ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ দ্বারা জীব ও জীবের কর্মফল ভোগের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন। আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা নিত্য ও অসীম, আর আত্মা বহু। মন ক্ষুদ্র ও পরমাণুবিশেষ। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুও পরমাণুরূপে বিদ্যমান। পরমাণুগুলি নিত্য ও অসংখ্য। এ ছাড়া জগতের আর সব পদার্থই অনিত্য। যাবতীয় উৎপত্তিশীল মৌলিক পদার্থের উপাদান এই পরমাণু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাণু সংযোগে যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। যৌগিক পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতীন্দ্রিয় অনুমানের দ্বারা এদের অস্তিত্ব স্বীকার সম্ভব। কোন অবয়ববিশিষ্ট পদার্থের সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশের নাম পরমাণু। যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু হ'ল জড়বস্তুর উপাদান। পরমাণু অসংখ্য, নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে বিশেষ পদার্থ আছে যেজন্য প্রত্যেক পরমাণুই অপর হতে ভিন্ন। পরমাণুতে পরিমাণগত পার্থক্য নেই। ঈশ্বরই পরমাণুতে গতি সঞ্চার করে' সংযোগ-বিয়োগ করার মূলে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলি ও পরমাণুসমূহ সগুণ ও সক্রিয় হয় এবং পরমাণু হতে দেহ নির্মিত হয়। মন ও দেহের সহিত সংযোগে আত্মা চেতনাপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা বশতঃ আত্মা জড়দেহের সংস্পর্শে কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। ঈশ্বর কর্মফলের বিচার করেন। তিনি কর্মজাত অপূর্ব শক্তিকে পরিচালনা করে' ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বরের কোন দেহ না থাকলেও ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি কর্ম করেন। জীবগণ তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলে তিনি তাদের মুক্তির পথ সুগম করেন। তত্ত্বজ্ঞান হতে বৈরাগ্য জন্মিলে ধ্যানধারণা ও যোগের সাহায্যে আত্মোপলব্ধি হয়। মুক্তি আত্মার সুখদুঃখের অতীত স্ব-রূপে স্থিতি। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন এবং চেতনা আত্মার একটি আগন্তুক ধর্ম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট জগতের ধ্বংস এবং নূতন জগতের আবির্ভাব পর্যায়ক্রমে চলে।

বেদান্তদর্শন : নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ

বাদরায়ণ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা। ব্রহ্মসূত্রের অন্য নাম বেদান্ত ও উত্তরমীমাংসা। বেদান্তের ভাষ্যকারদের মধ্যে শংকর ও রামানুজের ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। এর ভিত্তি উপনিষদের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। শংকরের মতকে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও রামানুজের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। উভয়ের ভাষ্যে মতপার্থক্যও যথেষ্ট। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ জ্ঞানপ্রধান এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভক্তিপ্রধান। বেদান্ত হ'ল উপনিষদের নানাবিধ মতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বয়। শংকরের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর সবই মিথ্যা। ব্রহ্ম এক ও সর্বময়। তিনি সৎ-চিৎ-ও-আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বিশুদ্ধ চৈতন্য। ব্রহ্মের কোন রূপ নেই। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ অভিন্ন। অন্ধকারে রজ্জুতে আলো পড়লে যেমন সর্পভ্রম হয় সেরূপ মায়া বা অবিদ্যার মিথ্যা বিবর্তনে ব্রহ্ম জীবজগৎরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ অভিন্ন হলেও এই পার্থক্যের ব্যবহারিক সত্যতা আছে, কিন্তু পারমার্থিক কোন সত্যতা নেই। মায়া-উপহিত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ইনিই জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। ইনি উপাস্য। শংকরের মতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির উপায়স্বরূপ। ঈশ্বরোপাসনায় চিত্ত শুদ্ধ হয়, মালিন্যহীন হয় আর ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য প্রস্তুত হয়। কর্ম বন্ধনের কারণ, তাই বেদান্তদর্শনে কর্মত্যাগের উপদেশ। পরবর্তীকালে নিষ্কাম কর্ম দোষের নয় বলে' গণ্য হয়েছে। শংকরের মতে কর্ম দ্বারা জীবের জ্ঞান লাভের অন্তরায় দূর হয়। আমি কে, কোথা হতে এলাম এরূপ ধ্যানধারণা ও যোগের সাহায্যে সমাধিলাভ হলে মায়া অপসৃত হয় এবং জীবে ও ব্রহ্মে অভেদত্ব দূরীভূত হয়। ইহাই মুক্তি। মায়া সৎ নয়, অসৎও নয়। অদ্বৈতবেদান্তমতে ইহা অনির্বচনীয়।

বেদান্তদর্শন ঃ সগুণ ব্রহ্মবাদ বা বৈষ্ণবমত

বৈষ্ণবদর্শনের প্রধান শাস্ত্র ভাগবৎ। এর প্রণেতাও বেদান্তের বক্তা ব্যাসদেব। এ-দর্শন ভক্তিপ্রধান। প্রচলিত বৈষ্ণবদর্শন বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদে ইন্দ্রই প্রধান দেবতারূপে গণ্য। উপনিষদের যুগে বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃত। কঠোপনিষদে বিষ্ণুর স্থান সর্বোপরি। মহাভারতের যুগ হতে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজ্য। এই শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে' বৈষ্ণবমতের আবির্ভাব। বৈষ্ণবমত প্রাচীন। ডাঃ বিউহ্লারের মতে জৈনধর্মের মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে এবং তিলকের মতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাসুদেবপ্রবর্তিত ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে ইহা বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে দৃঢ়মূল হয়। কেহ-কেহ বলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার বৈষ্ণবগণ প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মের আদিপুরুষ। আলোয়ার শব্দের অর্থ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা। এদের ভক্তিকাব্যে সখী-সাধনের বর্ণনা, ব্রজগোপী ও লক্ষ্মীবিষ্ণুর কাহিনী আছে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হ'তে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এদের কাল। পরবর্তীকালে এই মত হতেই বৈষ্ণব ধর্মের নানা মতের আবির্ভাব। নাথমুনি দশম, রামানুজ একাদশ, নিম্বার্ক দ্বাদশ, মধ্বাচার্য দ্বাদশ, বল্লভাচার্য চতুর্দশ এবং চৈতন্য ষোড়শ শতাব্দীর মহামানব; এঁরা বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রচারক এঁদের মধ্যে আংশিক মতপার্থক্য থাকলেও মূলগত কোন পার্থক্য নেই।

দশম শতাব্দীতে শ্রীনাথমুনি শংকরের মায়াবাদ খণ্ডন করে' বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রচার করেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ের চতুর্থ আচার্য রামানুজ ছিলেন শ্রেষ্ঠ নেতা। রামানুজ বেদান্তের ভাষ্য করে' বিশিষ্টাদ্বৈত মত দৃঢ়মূল করেন। রামানুজ ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ এই তিন তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর মতে ঈশ্বর এক সর্বশক্তিমান বিরাট পুরুষ এবং চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের শরীর; ব্রহ্ম তাদের নিয়ন্তা। চিৎ হতে চেতন জীবের ও অচিৎ হতে জড়বস্তুর সৃষ্টি। ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ অভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীবে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। সূর্য ও তার রশ্মির ন্যায় ব্রহ্ম ও জীবজগৎ এক নয়, আবার পৃথকও নয়। ব্রহ্ম অসীম। জীব তার কণামাত্র এবং ব্রহ্মাধীন। জীব কর্ম করে' ফলভোগ করে। ঈশ্বর কর্মফলদাতা। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত জীবের মুক্তি সম্ভব নয়। এ-মতে কর্মত্যাগের উপদেশ নেই। জীবে দয়া, স্বার্থত্যাগ, নারায়ণে ভক্তি বৈষ্ণবধর্মের মূল নীতি। এতে শত্রুকেও ক্ষমা করার নির্দেশ আছে। জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম জীবে অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। সাধনবলে এই তিনটি বিষয় ঈশ্বরমুখী হয়ে বিশুদ্ধ হ'লে জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবদ্ভাবপ্রাপ্ত হয়। নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, জপ ও ধ্যানধারণার সাহায্যে সমাধিসিদ্ধ হ'লে জীব ঈশ্বরবৎ হয়। বৈষ্ণব মতে জীবের বিদেহ মুক্তি ও মুক্ত অবস্থায় জীবের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত। মুক্ত জীবের জগৎ-নিয়ন্ত্রণে কোন ক্ষমতা থাকে না। রামানুজের মতে পরমাত্মা অনন্ত জীব ও জগৎসমূহে বিভিন্ন আকারে নিজেকে বিভক্ত করে' তাদের আত্মারূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্তমান থাকেন্। এজন্যই রামানুজের অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। কালক্রমে দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি মত প্রচারিত হয়।

ভক্তিদর্শন ও সগুণ ব্রহ্মবাদ

ছান্দোগ্য উপনিষদের শাণ্ডিল্য ঋষি সগুণ উপাসনা ও ভক্তিমার্গের প্রবর্তক। ভক্তিমার্গের উপাসকগণ ভগবানরূপে একটি উপাস্য বস্তু স্বীকার করেন। ভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, প্রভু, সখা, শরণ ও সুহৃদ। তিনি সকল কর্মের নিয়ামক। উপাসনাই ভক্তিমার্গের সাধনা। উপাস্যতে আত্মসমর্পণই ভক্তিমার্গের প্রধান ভাব। অনুরাগই ভক্তির স্বরূপ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে নয় প্রকার ভক্তিসাধনার কথা উল্লিখিত আছে, যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনে ব্রজের ভাব 'তুমিই আমার' শ্রেষ্ঠ ভাব। এ হ'ল বিশুদ্ধ প্রেম। ইহা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। প্রথমে আত্মসমর্পণ হ'তে শুদ্ধাভক্তি এবং শুদ্ধাভক্তি হ'তে প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়। আত্মার দ্বারা আত্মার স্বরূপের উপলব্ধি ভক্তিবাদের বক্তব্য। ভক্ত যদি সর্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণ নেন তা' হ'লে তিনি মায়ামুক্ত হয়ে ভগবানকে পেতে পারেন। প্রেমভক্তি সাধনার নানা পন্থা বর্ত্তমান, যথা—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। উপাস্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে' তার প্রতি প্রেমভক্তি সহ একান্তভাবে আত্মসমর্পণই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ব্রজের ভাব মতে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ ভাব। নিরন্তর প্রেমময় ঈশ্বরকে আকুলভাবে ধ্যান করলে ভক্তের ঈশ্বরসাক্ষাৎ ঘটে। তখন ভক্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। শ্রীচৈতন্য ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ বর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তদর্শন ঃ নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মবাদ বা শাক্তমত

শাক্তদর্শনের প্রধান শাস্ত্রকে নিগম ও তন্ত্র বলে। এই দর্শন পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মমত। শাক্ত মতে মহামায়া বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা, অরূপ, সর্বব্যাপী, অসীম ও সর্বশক্তিমান। পুরাকালে এরূপ ধর্ম পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। জাতি-সংস্কৃতি-ধারা অনুযায়ী নানা দেশে নানারূপ মূর্তিতে দেবী বিশ্বমাতারূপে পূজিতা হতেন। রূপ ও ভাবধারাতে নানা দেশের মূর্তিতে কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। ক্রীটের রিয়া, ব্যাবিলনের ইশতার (Ishtar), মিশরের আসিস্ হেথর, আনাতোলিয়ার কডেস্, পারস্যের অনাহিতা, জাপানের চনষ্ঠী (Chanasthi), বৃটিশ দ্বীপের দনু ও তনু, স্কটল্যাণ্ডের ফ্যানলিক্ ও তিব্বতের লামো অনেকাংশে বিশেষতঃ ভাবধারায় ভারতের দুর্গা ও কালীর অনুরূপ। পুরাকালে সুদুর আমেরিকায়ও এরূপ ধর্মের প্রচলন ছিল বলে' পণ্ডিতদের অভিমত। প্রাচীনতম এই ধর্ম আদি-স্থান দক্ষিণ ভারত হতে সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়। ঋগ্‌বেদের দেবী-সুক্ত ও রাত্রিসূক্তে বিশ্বনিয়ন্তা মহামায়ার উল্লেখ আছে। পৌরাণিক যুগে শাক্তধর্ম ভক্তি ও অবতারবাদ সহ বৈদান্তিক ভাবধারা গ্রহণ করে' দৃঢ়মূল হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে আমাদের আদি পুরুষ ক্রোম্যাগনন জাতীয় আদিম মানুষেরা বহু হাজার বছর পুর্বে হাড় বা মাটি দিয়ে গড়া নারীমূর্তির কাছে প্রার্থনা করত প্রচুর শিকারের আশায়। ইহাই মাতৃ-পূজার আদি প্রকাশ।

মহানির্বাণতন্ত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত প্রভৃতি শাক্তধর্মের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শাক্ত মতে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় মতই স্বীকৃত। এই মতে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টিতে তিনি সগুণ। ব্রহ্ম অলিঙ্গ। তাই সগুণ ব্রহ্মকে নারীভাবে উপলব্ধি করাই শক্তিদর্শনের বৈশিষ্ট্য। ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে আছে ব্রহ্মময়ী দেবী পৃথিবী ও আকাশের অতীত হয়েও পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। দেবী ভাগবতের মতে সর্বভূতে শক্তি আত্মারূপে বিদ্যমান। দেবী ভাগবৎ অনুসারে পরমপুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত, একভাগ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ, অপর ভাগ পরাশক্তি বা মহামায়া। কিন্তু এই দুই ভাগ মূলতঃ অভিন্ন। এই মহামায়াই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিয়ন্তা। জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ। হীরকে যেমন ঝলক ওঠে সেরূপ নির্গুণ চৈতন্য-ময় ব্রহ্মে স্পন্দনরূপে মহামায়া প্রকাশ হন। ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। এই স্পন্দনই মহাশক্তি বা মহামায়া—জগৎসৃষ্টির কারণ। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিরই প্রাধান্য। চিন্ময় ব্রহ্মই শিব আর তার মনোময়ী স্পন্দনশক্তিই কালী। বস্তুতঃ প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় যিনি অদ্বৈত শিব, সৃষ্টিপ্রপঞ্চে তিনিই শিবশক্তি। শিব নিষ্ক্রিয়-উদাসীন দ্রষ্টা ও অনুমন্তা। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কার্যক্ষমতা নেই, তাই শক্তিই উপাস্য। শিবেরই শক্তি, তাই শিবও আরাধ্য। শিবশক্তি অভেদ, এক।

মোক্ষই শাক্তমতের চরম লক্ষ্য। এতে কর্ম ও ভক্তি উভয়েরই প্রাধান্য। এই মতে শাস্ত্রীয় কর্মাদি যথাযথ সম্পাদন ও জীবের তথা জগতের মঙ্গলসাধনই কর্ম; এতে প্রয়োজনবোধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ চলে; অপাত্রে দয়ার উপদেশ নেই। আরাধনায় জগন্মাতাকে তুষ্ট করে' জীবের ইহজন্মে সুখশান্তি এবং পরকালে স্বর্গলাভ সম্ভব। ভক্তি সহকারে দেবীর চরণে আত্মসমর্পণ, বীজমন্ত্র জপ, ধ্যান-ধারণা ও আসন-মুদ্রাদি সহকারে তান্ত্রিক যোগের উপদেশ আছে। তন্মধ্যে বীজমন্ত্র জপ সাধনার প্রধান অঙ্গ। বৌদ্ধ তন্ত্রমতে মহাশূন্য হতে বীজমন্ত্রের সৃষ্টি এবং এক-একটি বীজমন্ত্র একটি দেবতার রূপ ধারণ করে। এই দেবতারা অরূপা দেবীর নানাবিধ উপাস্য রূপ। উপযুক্ত বীজমন্ত্র নির্দ্ধারণের জন্য সিদ্ধ গুরুর প্রয়োজন। বাসনাকামনার উর্দ্ধে উঠলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হ'লে অরূপা দেবী উপাস্য দেবতারূপে আবির্ভূত হন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দেবীর অনুগ্রহে অজ্ঞান অপসৃত হয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের উদ্রেক হয় এবং জীব ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। মানুষের অন্তরের পশুভাবকে দেবীর চরণে বলি দিয়ে দেবভাব প্রতিষ্ঠাই শাক্ত সাধনার চরম উদ্দেশ্য। ইহাই চিত্তশুদ্ধি, এতেই মুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরতত্ত্ব

ঈশ্বর সনাতন পরম পুরুষ। তিনি অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ এবং সর্ব শক্তি ও সর্ব গুণের আধার। তাঁর একটা অবয়বও অবশ্য পরোক্ষে স্বীকৃত, কারণ অবলম্বন ব্যতীত গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তিনি আপ্তকাম এবং তাঁর কোন ক্লেশভোগ হয় না। তিনি কোন কর্মফলও ভোগ করেন না। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি। তিনি জীবের কর্মফল ভোগের জন্য জগতের নিয়মশৃংখলাও সৃষ্টি করেছেন। জীব নিজে কর্ম করে' ফলভোগ করে। তিনি বিচারপূর্বক কর্মজাত অপূর্বশক্তিকে পরিচালিত করে' জীবের কর্মফল সংঘটন করেন। তিনি সর্বদাই জীবের মঙ্গলের জন্য কর্ম করেন। ভজন, পূজন ও উপাসনাদির দ্বারা তুষ্ট হয়ে তিনি জীবের কর্মফলের পরিবর্তনেও সমর্থ।

জগতে নিয়মশৃংখলা বর্তমান। জাগতিক ঘটনাসমূহও কারণ-কার্য নীতি অনুসারে সংঘটিত হয়। এ-সব এক মহাজ্ঞানী মহাশক্তিমানের নিয়ন্ত্রণেই সম্ভব। এরূপ মহাধীসম্পন্ন মহাপুরুষই ঈশ্বর। কর্ম করলেই ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। কর্ম জীবের ইচ্ছাধীন, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি ইচ্ছাধীন নয়। ঈশ্বরই কর্মফলের সংঘটন করেন। জীবগণের জ্ঞান ও শক্তির তারতম্য দেখা যায়। তাই জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনীয়। ভক্তহৃদয়ে ঈশ্বরানুভূতি ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণের সহায়ক।

বেদমতে হিরণ্যগর্ভদেব বা ঈশ্বর আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হন। জীবগণ তার দেহ হতে নির্গত হয়ে পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করে। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সনাতন। সৃষ্টিও সনাতন। কল্পান্তে জীবগণসহ তিনি লীন হন এবং নবকল্পে আবার আবির্ভূত হন। এরূপ খেলা অনাদি কাল হতে চলছে। পরবর্তীকালে বেদান্ত, ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি মতে ঈশ্বরই জীবজগতের স্রষ্টা। যা হ'ক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। ঈশ্বরকে কেহ দেখে নি ; অনুমান সব সময় সত্য হয় না। ঈশ্বরোপলব্ধিকারী মহাপুরুষদের মধ্যেও মতপার্থক্য যথেষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক পরিবর্তন বা কার্যের কারণ আছে। জগৎ একটি কারণ-কর্মের ধারা। যেহেতু কোন ধারা আদি কারণ ব্যতীত বোধগম্য নয়, সেই হেতু মনে করা হয় ঈশ্বর জগৎপ্রবাহের আদি কারণ। প্রত্যেক পরিবর্তনের কারণ স্বীকার করলে ঈশ্বরের পরিবর্তনেরও কারণ স্বীকার করতে হয়। ঈশ্বরকে স্রষ্টা স্বীকার করলে, একথা স্বীকার করতে হয় যে, তিনি প্রথমে স্রষ্টা ছিলেন না। স্রষ্টা হিসাবে তাঁর পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের অবশ্যই একটা কারণ থাকবে। এরূপ কারণের কারণ থাকলে অনবস্থা দোষ হয়। তাই স্রষ্টা ঈশ্বরের সত্তা সমর্থনযোগ্য নয়। বৌদ্ধদর্শন মতে প্রতি ঘটনা ক্ষণেকের জন্য আবির্ভূত হয়ে অপর একটি ঘটনার সৃষ্টি করে' লয়প্রাপ্ত হয়। কোন ঘটনা বিনা কারণে ঘটে না। কারণ-কার্য সম্বন্ধ পূর্বাপর। পূর্ববর্তী ঘটনা কারণ এবং পরবর্তী ঘটনা কার্য। কার্য কারণ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহা এক নূতন সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্বে ইহা কারণে থাকে না। আবার সৃষ্টি হলে কারণও বিদ্যমান থাকে না। ঘটনাসমূহ অনাদি কাল হতে এভাবে ঘটছে ও চলছে। তাই স্রষ্টা ঈশ্বরের কথা অবান্তর। অভাব পূরণের জন্য কর্তা কাজ করে। ঈশ্বরের কোন অভাব থাকতে পারে না। তিনি আপ্তকাম। সুতরাং তিনি জগৎস্রষ্টা হতে পারেন না। ঈশ্বর জীবের মঙ্গলকারী হলে জীবের কষ্ট কেন? তবু দুঃখময় সংসারে ঈশ্বরে বিশ্বাস শান্তির শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস সংস্কারের উপরে প্রতিষ্ঠিত ইহাও তর্কাতীত নয়। শিশুর জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে তার অভিভাবকের বটতুলসী ও নানারূপ দেবতার মূর্তিকে নমস্কার করান হতে ঈশ্বরবাদ সংস্কাররূপে তার চিত্তকোণে অংকুরিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে নানাবিধ পূজাপার্বণ, দেবমন্দির দর্শন প্রভৃতি ব্যাপার এই সংস্কারকে দৃঢ় করে। এতে আবার ইন্ধন যোগান মহাপুরুষগণ। এ-সবই জ্ঞানের সাবলীল বিকাশে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে। আবার ঈশ্বরতত্ত্বে শাস্ত্রবাক্যও প্রায়ই প্রাঞ্জল নয়, কখন বিপরীতার্থবোধক। কপিল, জৈমিনি, মহাবীর ও বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাবান ছিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।

মর্মকথা—ধর্মতত্ত্ব সাধারণের অনধিগম্য।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮৷৬১

মর্মকথা—সৃষ্টি ঈশ্বরের খেলা, জীবের করণীয় কিছু নেই।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মানি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ গীতা ৬৷১৪

মর্মার্থ—কর্মবাদের প্রাধান্য স্বীকৃত। কর্মই সুখদুঃখের হেতু।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ গীতা ১৮৷৬৬

মর্মার্থ—জীবনযুদ্ধে পরাজয়বরণের উপদেশ—ইহা নীতিবিরুদ্ধও।

কর্মবাদে ঈশ্বরের প্রশ্ন ছাড়াই জীবনের সমস্যার সমাধান সম্ভব। একটি হাতুড়ী দিয়ে একখণ্ড পাথরকে আঘাত করলে হাতুড়ীটি ফিরে আসে এবং শব্দ, অগ্নি, তাপ প্রভৃতি সৃষ্টি হয় এবং আঘাত তীব্র হ'লে পারমাণবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে' শক্তি লয়প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে কর্ম হতে জাত অপূর্বশক্তি নানারূপ সুখ বা দুঃখময় ঘটনার সৃষ্টি করে' বিলুপ্ত হয়। কর্মই জীবের সুখদুঃখের কারণ। সৎকর্মের দ্বারা অসৎ কর্মের ফলভোগ হতে অব্যাহতি সম্ভব কিনা ভাববার বিষয়। পদার্থবিশেষের বেষ্টনী দিয়ে দাহ্য পদার্থকে সাময়িকভাবে রক্ষা করা সম্ভব মাত্র।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় দর্শনে আত্মা এবং তার তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

স্বরূপ

আত্মার অস্তিত্ব সব ধর্মমতেই স্বীকৃত। আত্মা দেহস্থিত এক সত্তা যাহা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে প্রকটিত হয়। দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় হতে ভিন্ন এবং গুণক্রিয়ার আশ্রয়রূপে আত্মার এক বিশিষ্ট সত্তা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয়। মৃতদেহের সুখদুঃখের অনুভূতি থাকে না। তাই দেহ আত্মা নয়। মনে কোন একটা চিন্তার উদয় হলে বিচারপূর্বক উহা গ্রহণ করা হয়। সুতরাং মনও আত্মা নয়, বুদ্ধিও আত্মা নয়। সুষুপ্তিতে বুদ্ধি না থাকলেও প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে। দেহের প্রত্যেক জৈব যন্ত্র স্বধর্মের দ্বারা নিজে নিজে চলে এবং পুষ্ট হয়। ইহা পোষণের তারতম্যও অনুভব করে। এই নিজের দ্বারা ভাঙ্গাগড়া, পোষণ করা ইত্যাদি কাজ জৈব যন্ত্রসমূহের বিশেষত্ব। জৈব যন্ত্র চিত্ত এসব স্বগতভাবে জানে এবং স্বকর্মের দ্বারা নিজত্ব বজায় রাখে। এ সবের মূলে কাহারও সুচিন্তিত কর্তৃত্ব অবশ্য স্বীকার্য। জীবের যে শক্তি দেহ-মন-বুদ্ধির উপর একক বা সমষ্টিগত ভাবে ক্রিয়া করে তাহাই আত্মা। বুদ্ধি, মন প্রভৃতি দ্বারা আত্মশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। পাত্রস্থ জল যেমন সমস্ত পাত্র ব্যাপিয়া থাকে আত্মাও তেমনি সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া থাকে। একটি আলো যেমন সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে আত্মাও তেমন সমস্ত দেহকে আলোকিত করে। আত্মশক্তি জীবদেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে বিদ্যমান। অধিকাংশ ধর্ম-মতে আত্মা ও প্রাণ একই বস্তু। হিন্দুমতে আত্মা ও প্রাণ স্বতন্ত্র সত্তা আত্মা দেহস্থিত বহিরাগত বস্তু। দেহধারী আত্মাই জীব। ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশেরই মতে আত্মা সনাতন ও অজ। বেদমতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সনাতন। আত্মার অবিনশ্বরতা সব মতেই স্বীকৃত। নানাবিধ বেদান্তমতের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্তমতে আত্মা ঈশ্বরের অংশ এবং তিনিই আত্মার স্রষ্টা। দেহত্যাগের পরে আত্মা প্রেতাত্মারূপে বিচরণ করে ইহা হিন্দুদর্শনের বিশ্বাস। আত্মা সূক্ষ্মদেহে স্থূলদেহত্যাগের কিছুক্ষণ পরে দেহকোষের প্রাণান্ত হয়। পিতামাতা হতে কোষে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। চালক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাদ্যের অভাব কোষের মৃত্যুর কারণ। এ-কারণেই জীবের মৃত্যুর জ্ঞাত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হওয়ার স্বল্পকাল মধ্যে তার দেহের কোষ ব্যবচ্ছেদ করে' অপরের দেহে রোপণ সম্ভব। খাদ্য দিয়ে বাহির পরিবেশে এরূপ কোষকে কিছুদিন জীবিত রাখাও সম্ভব। প্রাণশক্তি দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে বিদ্যমান থাকে। দেহের পচন ব্যতীত মৃত্যুর সঠিক লক্ষণ নেই। আত্মা ও প্রাণের পার্থক্য রহস্যাবৃত।

বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে জীব হ'ল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ। এই মানসিক প্রবাহ জন্ম হতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। জৈনমতে আত্মা সনাতন, সগুণ, সক্রিয় ও বহু; অবিদ্যাবশে স্বেচ্ছায় জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক মতে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য—নিত্য, বিভু ও বহু। চেতনা আত্মার আগন্তুক ধর্ম। দেহের সংস্পর্শে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মা চেতনালাভ করে এবং জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। মীমাংসাদর্শনে প্রভাকর মিশ্রের মতে আত্মা নিত্য, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অচেতন দ্রব্য। ইহা মনের সংযোগে চেতনা লাভ করে' জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। চেতনা আত্মার আগন্তুক ধর্ম। ভাট্টমতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। আত্মা অশরীরী সর্বগত, নিত্য ও অজড়। মনের সংযোগে আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। আত্মা বহু, মনও বহু এবং এদের সংযোগ স্বাভাবিক। একটি আত্মা একটি মনের সহিত যুক্ত হয়। সাংখ্য ও যোগদর্শন মতে আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও বহু। প্রকৃতির সংযোগে আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হয়। বেদান্তদর্শনে আত্মা চৈতন্যময়, এক, নিত্য, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অসীম। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মায়ার প্রভাবে আত্মা বহু, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা এক। বৈষ্ণবদর্শনে ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়। আত্মা বহু, ব্রহ্মের অংশ ও ব্রহ্মোদ্ভব, তাই সমগুণী। কিন্তু জগদ্‌নিয়ন্ত্রণে তার কোন অধিকার নেই। আত্মা ব্রহ্মাধীন। আত্মা সগুণ সক্রিয়; স্বেচ্ছায় অবিদ্যাবশে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। শাক্তমতে আত্মা ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মোদ্ভব ও বহু। অজ্ঞানতাহেতু আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্গুণ, সৃষ্টিতে সগুণ। নাস্তিক্যবাদী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার্বাকমতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। এদের মতে জীবসৃষ্টি আকস্মিক ঘটনা, নানারূপ পদার্থের মিশ্রণের ফল। এর পিছনে কা'রও পরিকল্পনা নেই। ,চার্বকদের মতে প্রাণান্তে জীবেরও অন্ত। মৃত্যুর পরে জীবদেহ আদিভূতে বিলীন হয়। চার্বাকরা মরণের পরে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

ভারতীয় ধর্মমতের সকলেই জীবের কর্মফলভোগে বিশ্বাসী। সদসৎ কর্মের জন্য জীবের স্বর্গ-ও-নরকবাস হয়। স্বর্গই কাম্য। বেদে জন্মান্তরের কোন কথা নেই। স্বর্গবাসীরা চিরকাল আনন্দে স্বর্গে বাস করে। কিন্তু ধূম্রলোকবাসীদের অবস্থার কোন বর্ণনা বেদে পাওয়া যায় না। স্বর্গনরক ভোগের পরে জীবের পুনর্জন্ম বেদোত্তর হিন্দুদর্শনের সব মতেই স্বীকৃত। একমাত্র মোক্ষলাভেই পুনর্জন্মনিরোধ সম্ভব। মোক্ষ আত্মার স্বরূপে স্থিতি।

প্রমাণ না থাকলেও প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী বহুলোক সবদেশেই আছে। অলৌকিক ঘটনাপুর্ণ ভৌতিক সাহিত্যও কম নয়। বিচারে কিছু ঘটনা আপাতসত্য বলে' প্রতীয়মান হয়। শুধু ভুতুড়ে কাণ্ড বলে' সবই উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়। জগতে অনেক ব্যাপারের মর্ম এখনও মানবজ্ঞানের বাহিরে রহস্যাবৃত। বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ্, দার্শনিক হাক্স্লী, সাহিত্যিক কোনান্ ডয়েলের মত মহাজনগণ প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এঁরা এক ভৌতিক সমিতির সভ্য ছিলেন। এঁরা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে প্রেতাত্মা সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। এঁদের মতে বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যক্তিবিশেষকে ভূতাবিষ্ট করা সম্ভব। ভূতাবেশকাতর লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এরূপ লোকদের মিডিয়াম্ বলে। এরূপ ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হলে তার সাময়িক আত্মবিস্মৃতি হয়। তার দেহমনের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে' প্রেতাত্মা নিজের মানব-জীবনের ঘটনাসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেয়। এসব প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ করে' সত্যতা নির্ণয় করেন গবেষকগণ। বর্তমানে প্রেততত্ত্ব, নানারূপ বশীকরণ, যোগ, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয় শিক্ষনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সেগুলি প্যারাসাইকোলজী বা পরামনোবিজ্ঞান নামে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেয়েছে। গবেষকদের কেহ-কেহ প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বিরুদ্ধবাদীরা ভূতাবিষ্ট করাকে হিপ্‌নোটিজম্ জাতীয় কিছু বলে' মনে করেন।

আমাদের দেশেও অনেকে ভূতে ভর করা বা ভূতাবিষ্ট করা ব্যাপারে বিশ্বাসী। গ্রামদেশে অশিক্ষিতদের মধ্যে বিশ্বাসটা প্রবল। ভূত সাধারণতঃ যুবতীদের স্কন্ধেই ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা হিষ্টিরিয়া রোগী। হিষ্টিরিয়া মানসিক ব্যাধি হলেও কারণ অজ্ঞাত। ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ রোগীরা ঠিকভাবে ভবিষ্যৎ বলে, অজ্ঞাত নানারূপ মন্ত্র ঠিকভাবে আবৃত্তি করে। কেহ-কেহ হাতে ঔষধরূপে ফুল, শিকড় ইত্যাদি পেয়ে ব্যবহার করে' নীরোগ হয়। ঘটনাগুলি অদ্ভুত ও গবেষণার বিষয়। এরূপ রোগীদের ওঝারা নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা নীরোগ করে। ওঝারা লোকবিশেষকে ভূতাবিষ্ট করতেও পারে। এদের বিদ্যার মূলে হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ প্রক্রিয়া আছে বলে মনে হয়। হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ দ্বারা হিষ্টিরিয়া ও নানারূপ মানসিক ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব।

প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ প্ল্যাঞ্চেট ও মিডিয়ামের সাহায্যে এ-বিষয়ে অনুশীলন করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন "পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জান না, তাই বলে সে সব নেই? জানাটা এতটুকু, না-জানাটাই অসীম। সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তা ছাড়া এত লোক দল বেঁধে মিছে কথা বলবে ক্রমাগত এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বইকি। কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়াটাই গোঁড়ামি। যা সিস্‌টেমেটিক্যালি প্রুভ্‌ড্‌ হবে না তাতেই অবিশ্বাস! কটা বিষয় প্রমাণ হয়েছে সংসারে? তা ছাড়া এমন কিছু থাকা সম্ভব যা প্রমাণ হয়নি, হতে পারে না।" ১৯২৯ সালে উমা দেবীর মাধ্যমে পারলৌকিক কথোপকথনের আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের তারতম্য ঘটে। দশ বছর পরে ১৯৩৯ সালে মংপোতে মৈত্রেয়ী দেবীর নিকট তিনি জোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গলায় মিডিয়াম্ প্রক্রিয়ার সমর্থন করেছেন। ১৯২৯ সালের আগে অনেকের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর গলার সুর কিন্তু একটু অন্য রকমের ছিল।

ব্যঙ্গোক্তি হলেও প্রেতাত্মা সম্বন্ধে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি রচনার আংশিক উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "অনেকে ভগবান বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভূতে বিশ্বাস করে। আবার এমন মানুষও আছে দেখেছি যারা দিনের বেলায় ভূত বিশ্বাস করে না বটে, তবে রাত্রি বেলা তাদের মতামত তত জোরাল নয়। যুক্তি বা তর্কে ভগবান বা ভূত কা'রই অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ভগবানের দর্শন মেলে ভক্তিতে, ভূতকে মেলে ভয়ে। যেহেতু ভক্তির চেয়ে ভয়ের প্রাবল্য অনেক ব্যাপক সেইজন্য ভূতের দর্শন পেয়েছে অনেক বেশী মানুষ। মানুষের মৃত্যুর পরেও তার আত্মানামে একটা ব্যাপার থাকে এবং সেই আত্মাটি অবিনাশী। এত আত্মার ঠাঁই হচ্ছে কোথায়! হিন্দু ছাড়া আর কেহ পুনর্জন্ম মানে না। তবে পুনর্জন্মের মাঝখানে কিছুদিন অনেক আত্মাই বেলগাছে বা অশথ গাছের মগডালে বসে কিছুদিন ভূতগিরি করে যায়। আবার এক শ্রেণীর হিন্দুর ধারণা—গয়ায় পিণ্ড না দিলে কোন আত্মারই মুক্তি নেই। সুতরাং যতদিন পিণ্ডি দেওয়া না হচ্ছে ততদিন, যাদের পিণ্ডি দেয়া হচ্ছেই না তাদের ভূত হয়ে থাকার ন্যায্য অধিকার আছেই। কলিকাতায় ১৯৪১ সালে ভূতের বাড়ী ছিল দুশো বাইশ। ১৯৫৪ সালে ভূতের বাড়ী একটিও নাই। অনেকের ধারণা বিজলী বাতিই বুঝি ভূত তাড়িয়েছে। এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ভূতদের বাস্তুহারা করেছে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারারা।"

জন্মান্তর

বেদোত্তর হিন্দুমতে কর্ম স্বর্গনরকভোগের হেতু হলেও এতে কর্মফল ভোগের অন্ত হয় না। কেবল ভোগ দ্বারা কর্মফল ভোগের নিবৃত্তি সম্ভব। তাই কর্মফলের ভোগের জন্য জীবকে বার-বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। আর্যগণ যখন পাঞ্জাবে বেদ প্রচার করেন তখন জৈন ধর্মের প্রবর্তক আদিনাথ আবির্ভূত হন। পণ্ডিতদের মতে তিনিই জন্মান্তরবাদের প্রচারক। সাংখ্য মতের প্রচারক কপিল ইহা গ্রহণ করেন। কপিলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমত কয়েকখানি উপনিষদে স্থান পেয়ে জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মে প্রবেশ করে। জীবের ইহজীবনের কর্মের সব ফল ইহজীবনেই ভুক্ত হয় না। অভুক্ত অংশ সঞ্চিত হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগের জন্য। অব্যবহিত পরজন্মে অধিকাংশ ভুক্ত হলেও এই জীবনের আচরিত কর্মের অবশিষ্ট ফল ও পূর্বজন্মাদির অভুক্ত অংশ আবার সঞ্চিত হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য। তাই কর্মফলের ভোগের জন্য জীবকে বার-বার জগতে আসতে হয়। কর্মস্রোতের জন্যই জীবের জন্মস্রোত।

জন্মজন্মান্তরের অভুক্ত কর্মফল সংস্কাররূপে চিত্তে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। এই পুঞ্জীভূত সংস্কারের নাম কর্মাশয়। মরণের পূর্বে কর্মাশয় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়। মরণের পূর্ব পর্যন্ত কৃতকর্মের সংস্কার একসঙ্গে চিত্তে উদিত হয়। পূর্ব জন্মাদির অনুরূপ সংস্কারও এর সঙ্গে যোগ দেয়। আবার অনেক বিসদৃশ সংস্কার অভিভূত হয়ে থাকে। এরূপে বহু সংস্কার যেন পিণ্ডীভূত হয়ে যায়। এই পিণ্ডীভূত সংস্কারসমষ্টি বা কর্মাশয় মরণের অব্যবহিত পূর্বে প্রাদুর্ভূত হয়। এই সময়ে সমস্ত করণশক্তি সংকুচিত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। ইহা জীবের বীজাবস্থা। পরে স্থূলদেহের অনুরূপ সূক্ষ্মদেহ ধারণপূর্বক জীব স্থূলদেহ ত্যাগ করে' প্রেতলোকে বিচরণ করে। অনতিবিলম্বে স্থূলদেহের মৃত্যু ঘটে। স্থূলদেহের উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম স্বীয় আদিবস্তুতে বিলীন হয়। প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়শক্তি ও পঞ্চ তন্মাত্র দিয়ে এই সূক্ষ্মদেহ গঠিত।

মরণকালে সমগ্র জীবনের ঘটনাসমূহ স্মরণে আসে। জীবনকালে দেহাভিমানের দ্বারা বাইরের বিষয়ে জড়িত হয়ে জ্ঞানশক্তি বিক্ষিপ্ত থাকে। কিন্তু মরণের পূর্বে বাইরের বিষয় হতে জ্ঞানশক্তি অপসৃত হয় এবং দেহাভিমান তিরোহিত হয়। এতে জ্ঞানশক্তি কেবল অন্তর্বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে, ফলে উহা তীব্রতা ধারণ করে। ইহাই ঘটনাসমূহের স্মরণের কারণ।

শরীর ধারণের মূল বীজ জীবেই বর্তমান, শরীরে নয়। প্রত্যেক জীবেরই বীজাবস্থা, স্থূলাবস্থা ও সূক্ষ্মাবস্থা আছে। স্থূলদেহ হতে সূক্ষ্মদেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণের পূর্বে জীব বীজাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। আবার সূক্ষ্মদেহ হতে স্থূলদেহ ধারণের পূর্বে অনুরূপ বীজাবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে রজোবীর্যের সংযোগস্থলে স্থূলদেহের সঙ্গে বদ্ধ হয়। সম্ভোগে স্ত্রীপুরুষের চিত্ত দুটি যখন একই আনন্দে কেন্দ্রস্থ হয় তখন তাদের চিত্তকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে বীজাবস্থা-প্রাপ্ত জীব আকৃষ্ট হয়। বহু জীব সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। তারা সম্ভোগে নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের মিলনসুখে আকৃষ্ট হয়। তারা সেই মিলন-বৃত্তে কেন্দ্রস্থ হয়ে বীজরূপপ্রাপ্ত হয়। এই সূক্ষ্মদেহী জীবেরা তাদের সংস্কারানুযায়ী পূর্বেই পিতামাতা নিরূপণ করে। অপর মতে শস্যের সহিত বীজরূপে জীব পিতৃদেহে প্রবেশ করে। রজোবীর্যের সংমিশ্রণে ভ্রূণ সৃষ্টির সময়ে বীজাবস্থাপ্রাপ্ত জীব ভ্রূণের মর্মস্থান অধিকার করে' স্থূলাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ভ্রূণটি বিভাজন দ্বারা অসংখ্য কোষে পরিণত হয়। সঙ্গে-সঙ্গে জীব তার করণশক্তির প্রভাবে উহাদের দ্বারা নিজের সংস্কার অনুযায়ী ভোগশরীর বা স্থূলদেহ নির্মাণ করে। কোষগুলি পৃথক প্রাণী। পিতামাতা হতে ভ্রূণে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়। ভ্রূণের আদি বস্তু পিতৃ-বীর্যস্থিত পুংকীট ও মাতৃরজঃস্থিত ডিম্ব উভয়ই প্রাণবন্ত। জীবের স্থূল-দেহ নির্মিত হলে ভ্রূণজাত কোষের বিভাজনশক্তি জীবের প্রভাবে সীমিত হয়। জীবের সংস্কারের অনুরূপ দেহ গঠিত হলে সাধারণতঃ অনাবশ্যক এরূপ কোষ আর সৃষ্টি হয় না। এতেই জীবের আকার সীমিত থাকে। অবশ্য ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য নতুন কোষও সৃজিত হয়। জীবের দেহটি কোষসমষ্টি মাত্র এবং প্রত্যেকটি কোষের সংগে জীবাত্মার সম্বন্ধ বর্তমান। কোষগুলির মর্মস্থান অধিকার করে' জৈবশক্তি তাদের জ্ঞানাদির আয়তনরূপে ব্যবহার করে। কোষগুলি স্বতন্ত্র প্রাণী, কিন্তু দেহীর শক্তিবলে নানারূপে সজ্জিত হয়ে দেহ নির্মাণ করে এবং নানাভাবে দেহকার্য সম্পাদন করে। এরা দেহীর উপরে নির্ভরশীল বলে' দেহী দেহত্যাগ করলে খাদ্যাদির অভাবে এদের মৃত্যু ঘটে। কোষগুলি স্বতন্ত্র প্রাণী বলে' দেহ হতে বিযুক্ত হলেও অবস্থাবিশেষে এরা জীবিত থাকতে পারে। তাই একের ত্বক, কর্নিয়া ইত্যাদি অপরের দেহে রোপণ করা সম্ভব। দেহ দেহীর যন্ত্র এবং দেহী নিজেই এর চালক। ভেকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের চলন কোষের ধর্ম নয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যান্ত্রিক। ইহা জীবাত্মার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। যতদিন লবণজলাদি দ্বারা ঐ ক্রিয়া বজায় রাখা যায় ততদিন আত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করে না।

যা' হ'ক, প্রেতাত্মার ভ্রূণে প্রবেশের কোন প্রমাণ নেই। আবার আকৃতি-প্রকৃতিতে পিতামাতার আংশিক ছাপ সন্তানে থাকে একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাণীকোষগুলি জীবের অধীন হলেও দেহ-মনের উপর তাদের কোনই কর্তৃত্ব নেই একথাও বলা চলে না। বহিরাগত আত্মার সংস্কার পিতামাতা হতে প্রাপ্ত সংস্কার দ্বারা অভিসংস্কারের ফলে সন্তানে আকৃতি-ও-প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্ভব—ইহা প্রাচীন কাল হতেই পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতিই হিন্দুদের বংশ ও বৃত্তিগত জাতিভেদের কারণ। এর স্বীকৃতি পুরাণোত্তর হিন্দু সমাজেও দেখা যায়। ব্রাহ্মণের ঔরসে সুসন্তান লাভের আশায় ব্রাহ্মণেতর রমণীগণ কামপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গনে ভাগ্যবতী হ'ত। প্রত্যাখ্যান পাপ বিবেচিত হ'ত।

বিজ্ঞানের মতে আত্মা বহিরাগত বস্তু নয়। মন বা আত্মা প্রাণ-শক্তিরই বিকাশ। পিতামাতা হতেই প্রাণের সঞ্চার হয়। রজোবীর্যের সংমিশ্রণে "জিনে"র মাধ্যমে প্রাণশক্তি ও পিতামাতার সংস্কার সন্তানে সংক্রমিত হয়। এর মধ্যে পিতামাতার পূর্বপুরুষদেরও সংস্কার থাকে। প্রাচীনত্ব সংস্কারকে ক্ষীণ করে। সন্তানের আকৃতি-প্রকৃতিতে পিতামহ, পিতামহী এবং মাতামহ, মাতামহী অপেক্ষা পিতামাতার প্রভাব বেশী প্রকটিত হয়। এর তারতম্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিসদৃশ সৃষ্টির কারণ। সংস্কার ও প্রাণবাহী জিনগুলি কোষকেন্দ্রের অন্তঃস্থিত ক্রমোসোম নামক পদার্থরূপে বিদ্যমান থাকে। পুংকোষে অবস্থিত প্রোটোপ্লাজম ও জিন্ এবং ডিম্বকোষের প্রোটোপ্লাজম ও জিন্ একীভূত হয়। নবজাত মিশ্রিত কোষ হতে উভয়ের মিশ্রিত সংস্কার অনুযায়ী সন্তানের সৃষ্টি হয়। প্রাণের উপাদান ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ. বিজ্ঞানে স্বীকৃত। কোষকেন্দ্রস্থিত জিনে ডি. এন. এ. এবং প্রোটোপ্লাজমে আর. এন. এ. থাকে। এদের সংযোগে প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব ইহা বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। মিশ্রিত কোষে মিশ্রিত জিনের অস্তিত্বও নানাভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণিত হয়েছে। ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ. নামক প্রাণের মৌলিক উপাদানের কৃত্রিম সৃজনেরও প্রয়াস চলেছে। জিনের পরিবর্তন করে' মানবপ্রতিভার উন্নতি করা সম্ভব ইহা এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী মনে করেন। এ সম্ভাব্যতা মেনে নিলেও এর ফললাভ সময়সাপেক্ষ। অপর এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীর মতে প্রতিভা বিকাশে পরিবেশ, সংস্কার ও সমাজের বিশেষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাই প্রতিভাবানের ঔরসে সাধারণ এবং সাধারণের ঔরসে প্রতিভাবানের আগমন সচরাচরই দেখা যায়। এদের মতে সমাজ ও পরিবেশের যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন চলছে তাতে জিনের পরিবর্তনের জন্য এরূপ পরীক্ষানিরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। মানুষকে গিনিপিগ্রূপে ব্যবহারও নীতিবিরুদ্ধ। জিনের পরিবর্তনের গতিও মন্থর। কুকুর, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি জানোয়ারের মিশ্র প্রজননে উৎকর্ষের বৃদ্ধি—ইহা অনস্বীকার্য। হরিয়ানার গাভী ও বঙ্গদেশের ষাঁড়ের মিশ্রণে ইংলণ্ডে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুগ্ধবতী গাভীর সৃষ্টি হয়েছে। তাই বর্তমান শতকের প্রথম দশকে দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক শশধর রায় তাঁর 'পরবশ্যতা' নামক পুস্তকে ক্ষীণস্বাস্থ্য বাঙ্গালী সন্তানদের স্বাস্থ্যবতী পাঞ্জাবী মেয়েদের সহিত বিয়ে দিয়ে জাতির উন্নতির উপদেশ দিয়েছেন।

পৃথিবীর সব ধর্মই প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্মেই প্রেতাত্মার পুনর্জন্মগ্রহণ স্বীকৃত নয়। প্রেতাত্মার অস্তিত্বও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণিত নয়। পৃথিবীর নানাদেশে নানা ধর্মীয় লোকদের মধ্যে জাতিস্মরের আবির্ভাব জন্মান্তরবাদের পরিপোষক। বর্তমানে এ সম্বন্ধে পৃথিবীর নানাদেশে গবেষণা চলছে। জয়পুরের অধ্যাপক ব্যানার্জীকে এরূপ গবেষণার প্রবর্তক বলা যেতে পারে। প্রেতাত্মার সুক্ষ্মদেহে অস্তিত্ব এরূপ গবেষণার ভিত্তিরূপে গৃহীত। ব্যানার্জি পৃথিবীর নানাদেশে কয়েক শত জাতিস্মরকে পরীক্ষা করেছেন। এদের অনেকেই বেশ কম বয়সের। অধিকাংশেরই বর্ণিত পূর্বজন্মের আত্মীয়দের পরিচয়, বয়স, বাড়ীঘর, ঠিকানা, মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি বিষয়ে মিল দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত এরূপ স্মৃতি ক্ষীণ হয়। ভার্জিনিয়ার অধ্যাপক ষ্টিভেন্স গত আট বছরে প্রায় বার শত জাতিস্মরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীক্ষা করেছেন। এর মধ্যে প্রায় আট শত জনের উক্তিতে তিনি এতই বিস্মিত হয়েছেন যে, তিনি জন্মান্তরবাদ সন্দেহাতীত মনে করেন। এ-সব লোকের অধিকাংশই অল্প বয়সের। তাঁরও বিশ্বাস, বয়োবৃদ্ধির সহিত জাতিস্মরদের স্মৃতিশক্তি কমে যায়। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন, আকস্মিক দুর্ঘটনায় (যথা—বজ্রাঘাতে, গুলিবিদ্ধ হয়ে, আগুনে পুড়ে, জলে ডুবে ইত্যাদি কারণে) মৃত জাতিস্মরদের উচ্চশব্দ, আগুন, জল প্রভৃতি আতংকের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্যদেশ অপেক্ষা প্রাচ্যদেশে জাতিস্মরদের বেশী আবির্ভাবের কারণ হ'ল হিন্দুবৌদ্ধরা এতে বিশ্বাসী। তাই কা'রও পূর্বজন্মস্মৃতি জাগরূক হলে বাধা পায় না। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে ইহা মস্তিষ্কবিকৃতির ফল বলে নানারূপ বাধা পায়। শিশুদের অকারণে হাসিকান্না পূর্বজন্মস্মৃতির ফল কিনা ভাববার বিষয়। পিতামাতা হতে প্রাপ্ত সংস্কারের অভিব্যক্তিও হতে পারে।

কর্মবাদ

জীবের কর্মের মূলে থাকে একটা অভাববোধ। যা' এই অভাবকে দূর করে তার প্রাপ্তিই কর্মের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হলে চিত্তে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ইহাই পরে কর্মে পরিণত হয়। যেমন কারণ হতে কার্য, তেমনই কর্ম হতে ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। কর্ম হতে সংস্কার এবং সংস্কার হতে পুনরায় কর্ম। এভাবে জীবের কর্মপ্রবাহ অনাদি কাল হতে চলছে। সকাম কর্মের মূলে থাকে রাগ, দ্বেষ ও মোহ। ইহা জীবের দুঃখের কারণ। নিষ্কাম কর্মে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। ইহা জীবের শান্তির কারণ।

প্রাণেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহজ নিয়ত কর্মের অবস্থান্তর করাই কর্ম। যেমন, হৃৎপিণ্ডের নিয়ত কর্ম যদি কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা বন্ধ রাখা হয় উহাকে কর্ম বলে। কর্মশক্তি বা করণ জীবে নিয়ত বিদ্যমান। কর্মশক্তি বলতে প্রাণেন্দ্রিয়শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, কর্মেন্দ্রিয়শক্তি ও অন্তঃকরণশক্তি বুঝায়। প্রাণেন্দ্রিয়শক্তির কর্ম হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদি দেহের যন্ত্রাদি হতে দেহের প্রত্যেকটি কোষ দ্বারা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তির কর্ম নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, রসনা ও ত্বক দ্বারা, কর্মেন্দ্রিয়-শক্তির কর্ম হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ দ্বারা এবং অন্তঃকরণশক্তির কর্ম মন, অহংকার বা মমত্ববোধ ও বুদ্ধি দ্বারা প্রকটিত হয়। প্রাণেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়কে বহিষ্করণ বলে। অন্তঃকরণ সর্বদাই বহিষ্করণকে প্রভাবান্বিত করে। উভয়ের যুক্ত প্রভাবে কর্ম নিষ্পন্ন হয়। বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে জ্ঞানের উদ্রেক হয়। জ্ঞান হতে ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এই ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কারবশে অথবা পুরুষকার দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয়। স্বগত অনধীন কর্ম সংস্কারের এবং বিচারপূর্বক স্বাধীন কর্ম পুরুষকারের ফল। সব কর্মের মূলেই সংস্কার ও পুরুষকার উভয়ের যুক্ত প্রভাব থাকে। পুরুষকার, জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্মশক্তি, সংস্কার ও বাসনা জীবে নিয়ত বিদ্যমান। ঘটনার ছাপ সংস্কাররূপে এবং সুখদুঃখের অনুভূতির ছাপ বাসনারূপে অন্তঃকরণের ধৃতিশক্তি দ্বারা স্মৃতিতে ধৃত থাকে। অনুভূতির অতীব্রতা ও প্রাচীনত্ব বিস্মৃতির কারণ। প্রত্যেক অর্জিত সংস্কারই কর্মাশয়কে অভিসংস্কৃত করে। অভিসংস্কারে সমধর্মী সংস্কারগুলি একীভূত হয়। কোন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে অনুরূপ বাসনাও উদ্বুদ্ধ হয়। সেই উদ্বুদ্ধ বাসনা আশ্রয় করে' সংস্কার ফলবান হয়। এতে বাসনার অনুরূপ সুখদুঃখের অনুভূতি হয়। বাসনার কোন কর্মশক্তি নেই। ইহা হতে স্মৃতিতে কেবল আফরিত অনুভূতি অভিব্যক্ত হয়। বাসনা অভিসংস্কৃতও হয় না। তাই জন্ম-জন্মান্তরের বাসনা চিত্তে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর কর্মফলের সংঘটন করেন। তিনি কর্মফলের পরিবর্তনেও সমর্থ। নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের মতে কর্মজাত অপূর্বশক্তি সংস্কারকে আশ্রয় করে থাকে। অপূর্বশক্তি ফল সংঘটন করে' বিলীন হয়। অবিদ্যা জীবের সকল ক্রিয়ার মূলে এ-কথা ভারতীয় দর্শনের সব মতেই স্বীকৃত হলেও কর্মবাদে জীব নিজেই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা।

সংস্কারগত বা পুরুষকারগত কারণে বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণের নিয়ত কর্মের অবস্থান্তর করাকে স্বাভাবিক কর্ম বলে। এরূপ কর্মের ফলকে স্বাভাবিক কর্মফল বলে। এ ছাড়া বাহ্য কারণ হতেও জীবের কর্ম হয়। এরূপ কর্ম বাহ্য ঘটনা অথবা অবস্থা হতে উদ্ভূত হয়ে ফল দান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্য নিমিত্ত হতে এরূপ কর্ম হয় বলে এর কর্মফলকে নৈমিত্তিক কর্মফল বলা হয়। নৈমিত্তিক কর্ম স্বগত সংস্কার অথবা দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে উদ্‌বুদ্ধ করে' ফল প্রসব করে। প্রায় সকল কর্মেরই মূলে স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক কারণ থাকে। নৈমিত্তিক কর্মের নিমিত্ত স্বগত কর্ম, ঝড়, ভূমিকম্প, ব্যাধি, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতিকে নানারূপ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কারণ বলা যেতে পারে। বাহ্য কারণে শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা স্বগত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হওয়া অনিয়মিত বলে' নৈমিত্তিক কর্মফলও অনিয়মিত। নৈমিত্তিক কর্মফলও কারণকার্য অনুসারেই সংঘটিত হয়। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক নিমিত্তের জন্যও জীব দায়ী নয়। এ-সব ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক কর্মফলের ভোগের কারণ কর্মবাদে মীমাংসা হয় না। ফল দেওয়ার জন্যই এরূপ ঘটনা ঘটে এ-কথা মেনে নেওয়া চলে না। সতর্কতারূপ পুরুষকার দ্বারা এরূপ কর্মফলের পরিবর্তন অথবা এরূপ কর্মকে এড়ান অসম্ভব নয়। সাবধানতা অবলম্বনে শত্রু হতে, টিকা দিয়ে সংক্রামক ব্যাধি হতে এবং আবহাওয়া দেখে যানবাহনে আরোহণ করে' নৈমিত্তিক কর্মফল হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। নৈমিত্তিক কর্ম হতেও সংস্কার ও বাসনার সৃষ্টি হয়।

ভোগ দ্বারা কর্মফলের পরিসমাপ্তি কর্মবাদে স্বীকৃত। জ্ঞান ও বিরুদ্ধ কর্ম দ্বারাও কর্মাশয় নাশ হয়। কর্মাশয়ের নাশ না হলে ভোগ অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানে অনুশোচনার উদ্রেক হলে কর্ম ক্ষয় হয়। মানসিক চিন্তাও একরূপ কর্ম। বিরুদ্ধধর্মী হলে পাপের দ্বারা পুণ্য নষ্ট হয়, পুণ্যের দ্বারা পাপ নষ্ট হয়। কিন্তু স্ববিরুদ্ধ না হলে সম্ভব নয়। যেমন, ক্রোধজাত পাপকর্ম অক্রোধ অভ্যাসরূপ পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। কিন্তু চৌর্যের দ্বারা ক্ষমা নষ্ট হয় না। তীব্র কাম, ক্রোধ, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি দ্বারা আচরিত কর্মের সংস্কার প্রধান। কিন্তু এ-সবের বিপরীত কর্মাশয় অপ্রধান। প্রধান কর্মাশয় ফলবান হওয়ার কালে অপ্রধান কর্মাশয় বিরুদ্ধধর্মী হলেও ফলপ্রসূ হয় না, অভিভূত হয়ে সঞ্চিত থাকে। কেবল অভুক্ত কর্মাশয় নিয়ে জীব স্থূলদেহ ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে অভিসংস্কৃত কর্মাশয় নিয়ে জীব স্থূলদেহ ত্যাগ করে বলে' অব্যবহিত পরজন্ম পূর্বজন্মের অনুরূপ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ইহজীবনের কর্মের অভুক্ত অংশের অধিকাংশই অব্যবহিত পরজন্মে ভোগ হয়।

কর্ম দ্বারা সংস্কারের পরিবর্তন করে' অভীষ্ট লাভ করা অথবা পূর্বার্জিত কর্মের ফলভোগ হতে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভব। পুরুষকার কর্মধারাকে পরিবর্তন করে' কর্মশক্তিকে প্রভাবান্বিত করে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পুরুষকার করলে তার অনুভূতি হয় এবং সেই অনুভূতির সংস্কার হয়। সেই সংস্কার দ্বারা ঐ পুরুষকারের বিরোধী সংস্কার ক্ষীণ হয়। তাতে সেই বিষয়ক পুরুষকার অধিকতর স্বাধীনতা ধারণ করে অর্থাৎ সংকল্পিত বিষয় অধিকতর সিদ্ধ হয়। এরূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত প্রভাবে পুরুষকার ধীরে-ধীরে বিরোধী প্রবল সংস্কারকেও ক্ষীণ করে' অভীষ্ট সাধনে সিদ্ধ হয়। বার-বার পাঠাভ্যাস করে' কণ্ঠস্থ করাকে এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে। পুরুষকারের ক্ষমতা অসীম, এ দ্বারা অলভ্য কিছুই নেই। আবার অত্যধিক পুরুষকারে বিপরীত ফলও হতে পারে। পরিমিত ব্যায়ামে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়ামে অবসাদ আসে। তাই অতিরিক্ত তপ, জপ ও কৃচ্ছ্র সাধন অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায়।

স্বাভাবিক কর্মফল ভোগ, আয়ু ও জাতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। ভোগ অর্থে সুখদুঃখের অনুভূতি, আয়ু অর্থে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময় এবং জাতি অর্থে মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি বুঝায়। কর্মহেতু যেমন সংস্কার ও বাসনার সৃষ্টি হয় তেমনি শরীরধারণের কালব্যাপী বোধ হতে আয়ুর সংস্কার ও বাসনার সৃষ্টি হয়। পূর্বজন্মাদির অর্জিত সংস্কার অপেক্ষা বর্তমান জন্মের সংস্কার অব্যবহিত পরজন্মে বিশেষ প্রভাবশালী থাকে। মানুষ মরলে ইহকালে স্বল্পায়ু বা দীর্ঘায়ু হলে পরজন্মেও স্বল্পায়ু বা দীর্ঘায়ু হবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নানারূপ কর্ম, ব্যায়াম, প্রাণায়াম এবং আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কারণে ব্যতিক্রম হয়। কর্মহেতু দেহের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের বোধ হতে জাতির সংস্কার ও বাসনার সৃষ্টি হয়। অব্যবহিত পরজন্মে ইহা বিশেষ প্রভাবশালী থাকে। তাই মানুষ মরলে পরজন্মে মানুষ হবে ইহাই স্বাভাবিক। মানুষ পাশবিক কর্ম করলেও তার মানবসম্ভব অন্যান্য কর্মের সংস্কার অপেক্ষা এই পাশবিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ার সংস্কার কখনও অধিকতর প্রভাবশালী হওয়া সম্ভব নয়। পাশবিক ক্রিয়ার যুক্তিসংগত কোন সংজ্ঞাও নেই। তাই তার অব্যবহিত পরবর্তী দেহধারণে ইহজন্মসৃষ্ট সংস্কার ও বাসনা উদ্বুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। পুরুষ পরজন্মে পুরুষ হবে এবং নারী পরজন্মে নারী হবে যদিও আত্মা অলিঙ্গ। পূর্বজন্মে আচরিত কর্মের ফলভোগ সংস্কার ও বাসনা অনুযায়ী অনুরূপ দেহে পরজন্মে হওয়া স্বাভাবিক। জীবের নিম্নগতি অনুরূপ কারণেই স্বীকৃত নয়। জীবের পুরুষ বা স্ত্রীদেহ ধারণ বিশেষ কর্মের ফল নয়। পরিবেশ, পিতৃবীর্য, মাতৃরজের বৈশিষ্ট ইত্যাদির জন্য সন্তানে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্ভব।

কর্মবাদ জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তি। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞান-সম্মত। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ব্যতীতই সকল তত্ত্বের উত্তর মেলে কর্মবাদে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতেই কর্মবাদ অপরিহার্য অঙ্গ।

মুক্তি

দুঃখই বেদোত্তর ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। সব মতেই দুঃখ ও নৈরাশ্যের কথা। জগৎ যেন একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড, এই কুণ্ডে জীব দিবারাত্র দগ্ধ হয়। তাই জন্ম, জরা ও মৃত্যু এই ত্রিতাপ হতে উদ্ধারের চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। আত্মোপলব্ধির দ্বারা জন্মান্তররোধে এই দুঃখের অবসান সম্ভব। এতে কর্মের সমাপ্তি হয়, দুঃখের অবসান হয়। কর্মই দুঃখের হেতু। আমি কে, কোথা হতে এলাম, আমার কি পরিণতি ইত্যাদি চিন্তা আত্মজ্ঞানের সহায়ক। প্রকৃতি বা অবিদ্যাবর্জিত জ্ঞানই আত্মোপলব্ধি। অবিদ্যাই সকল ক্রিয়ার মূলে। অবিদ্যা যেমন আত্মার বন্ধন ঘটায়, তেমনি আত্মার মুক্তিবিধানও করতে পারে। জৈন ও বৈষ্ণব মতে আত্মা সর্বজ্ঞ, সক্রিয়, সচেতন ও তার কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। সে নিজেই জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। সে নিজেই নিজের মুক্তির বিধান করে। অধিকাংশ মুমুক্ষুর মতে আত্মা নির্গুণ, কিন্তু অবিদ্যা উপহিত হওয়ায় সগুণ প্রতীয়মান হয়। সে অলীক জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা রূপে বিভ্রম সৃষ্টি করে। ভূতাবিষ্টের প্রেতাত্মার ন্যায় অবিদ্যাই সকল ক্রিয়ার কর্তা। অবিদ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা স্বীকৃত না হলে কর্মবাদে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। অবিদ্যার শক্তি বিচিত্র, স্বরূপ অজ্ঞেয়।

সাধনা দ্বারা সমাধিসিদ্ধি হলে আত্মোপলব্ধি হয় ইহা সব মুমুক্ষু মতেই স্বীকৃত। সাধনপন্থায় অবশ্য যথেষ্ট বিভেদ বিদ্যমান। কর্ম করলেই দুঃখের উৎপত্তি এবং ফলভোগের জন্য জন্মান্তরও অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রায় সব মতেই কর্মত্যাগের উপদেশ। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, আসক্তিই বন্ধনের কারণ বলে' নিষ্কাম কর্ম মতান্তরে স্বীকৃত। ধ্যান, ধারণা ও যোগের সাহায্যে সমাধিসিদ্ধিলাভ সম্ভব ইহা সব মুমুক্ষু মতেই স্বীকৃত।

সমাধি বিষয়টা একমাত্র সাধকের অনুভূতির বিষয়। ইহা সাধারণের পক্ষে অবোধ্য। এই অবস্থায় জীব অবিদ্যাজনিত বন্ধন হতে মুক্ত হয়। মৃত্যুর পরে এদের আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সমাধিসাধনে যোগের আবশ্যকতা সব মতেই স্বীকৃত। যৌগিক প্রক্রিয়া চিত্তস্থৈর্য আনে। সমাধি-অবস্থায় বিশেষ রূপ চিত্তস্থৈর্য থাকে। পতঞ্জলিপ্রবর্তিত পন্থা সকলেই অনুসরণ করে। পতঞ্জলির পূর্বেও যোগ প্রচলিত ছিল। যোগবিদ্যাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—হঠযোগ ও ধ্যানযোগ। হঠযোগে শরীরের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ লাভ হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের কোন উন্নতি হয় না। শূন্যে ওঠা, জলে ভাসা, আগুনের মধ্যে হাঁটা, শ্বাসরুদ্ধ করে' অনেকক্ষণ থাকা, ভূতভবিষ্যৎ বলা, পরচিত্ত অবধান করা এবং নানারূপ বশীকরণ-বিভূতির অধিকারী হওয়া হঠযোগীর পক্ষে সম্ভব। নানারূপ আসনমুদ্রা ও দৈহিক ব্যায়াম হঠযোগে অপরিহার্য্য। ইহা খুব কষ্টসাধ্যও বটে। ধ্যানযোগে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে এবং ক্রমে সমাধি-সিদ্ধ হলে সাধকের আত্মোপলব্ধি হয়। সমাধিসিদ্ধিকামী যোগীরাও স্বাস্থ্যের জন্য কিছু হঠযোগ অভ্যাস করেন।

ধ্যানযোগে একটিমাত্র বিষয়ে ধ্যান করতে-করতে ধ্যেয় বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের জ্ঞান সাময়িকভাবে লোপ পায়। অন্তঃকরণে একটি বিষয়ে বিশেষ চিন্তাপ্রবাহ ব্যতীত অপর করণশক্তি সবই প্রায় স্তব্ধ অবস্থায় থাকে। সমাধি-অবস্থায় সাধককে আপাত-দৃষ্টিতে মৃতবৎ অনুমিত হয়। কিন্তু ধ্যেয় বিষয়ে তাঁর চিন্তা চলতে থাকে। কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি স্তব্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, প্রাণশক্তির ক্রিয়া সীমিত হয় আর অন্তঃকরণশক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। সমাধি-অবস্থায় সাধক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করেন। সমাধি-সিদ্ধ ব্যক্তিগণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। সমাধিতে অভ্যস্ত হয়ে সাধক যখন ইচ্ছামাত্র সমাধি-অবস্থায় যেতে পারেন তখন তাঁকে সমাধিসিদ্ধ বলা হয়। সমাধিসিদ্ধিতে জীবের মুক্তি ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং মহাপুরুষদের অনুভবোক্তি মাত্র। অনুভূতিতেও পার্থক্য যথেষ্ট। কেবলাদ্বৈত ও শাক্তমতে মোক্ষাবস্থায় জীব ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে পরমাত্মার সহিত একাত্ম হয়ে যায়। বৈষ্ণব ও জৈনমতে জীব মোক্ষপ্রাপ্ত হলে এক আনন্দময় অবস্থায় স্থিতি লাভ করে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মোক্ষ-অবস্থা আত্মার এক চেতনাহীন অবস্থা এবং বৌদ্ধমতে উহা জীবপ্রবাহের এক শান্ত ভাব। সাংখ্য ও যোগদর্শন মতে ইহা এক চিরদুঃখনিবৃত্তির অবস্থা। মীমাংসা মতে মুক্তি হ'ল আত্মার এক দুঃখহীন অবস্থা। মোক্ষ-প্রাপ্তি হলে জন্মান্তরের নিরোধ হয়। এরূপ মুক্ত আত্মা জীবানুগ্রহের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারেন এমন ধারণাও কেহ-কেহ পোষণ করেন। সমাধিসিদ্ধি লাভ করতে কোনরূপ ধর্মবিশ্বাস নিষ্প্রয়োজন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাধনার প্রধান অঙ্গ।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থেই মহাপুরুষদের সমাধির উল্লেখ দেখা যায়। জরথুষ্ট্র, যোসেফ, সক্রেটিস, যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সমাধি হ'ত। অবশ্য হিন্দধর্মের সমাধি ও অপরাপর ধর্মের সমাধিতে পরিণামে যথেষ্ট ব্যবধান। হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মই জন্মান্তরে বিশ্বাসী নয়; জন্মান্তরনিরোধের কথা তাদের নিকট অবান্তর।

স্বতঃ আগত অচৈতন্য ভাব বা ভেকাদির ন্যায় সাময়িক স্তব্ধতা সমাধি নয়। আবার হিপ্‌নোটিজম্‌, মেস্‌মেরিজম্‌ প্রভৃতি সম্মোহন ভাব অথবা আসনমুদ্রাদির দ্বারা প্রাণকে সাময়িক রুদ্ধ রাখাও সমাধি নয়। একটি মাত্র বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা সমাধিসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ।

সমাধিসিদ্ধি লাভ হলে তন্ত্রমতে অরূপা মাতা আরাধ্য আকারে ভক্তের নিকট আবির্ভূতা হন। কেহ-কেহ অপরকেও এরূপ মূর্তি দেখিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। এই বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তনীয়। সমাধিবিজ্ঞান মতে এরূপ মূর্তিকে ধ্যেয় বিষয় করে' সাধক যখনই সমাধি-অবস্থায় যাবেন তখনই তাঁর চিত্তে এরূপ মূর্তির উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। কোন একটি অবাস্তর বিষয় একাগ্র মনে ভাবতে-ভাবতে স্বপ্নে এবং পরে জাগ্রতাবস্থায় ভাবিত বস্তু সত্য বলে' প্রতীয়মান হয়। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে এরূপ ভাব স্বাভাবিক নয়। ইহা এক প্রকার মতিভ্রম। একে ইংরেজীতে হ্যাল্যুসিনেসান্ (Hallucination) বলে। ইহা সাধারণতঃ একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। হিপ্‌নোটিজম্ দ্বারা যে-কোন রূপের মূর্তি অপরকে দেখান সম্ভব। অল্ ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের একটি রিপোর্টে এ ধরণের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একজন যোগী গান করতে-করতে সমাধি লাভ করতেন। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরে অপর কেহ ঐ গানটি গাইলেও তাঁর সমাধি হ'ত। বিজ্ঞানীদের মতে সমাধি হিপ্‌নোটিজম্ জাতীয় মানসিক ক্রিয়া হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। হিপ্‌নোটিজমে ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে যায়। কিন্তু সমাধিতে সমস্ত করণশক্তি মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হয় এবং জ্ঞানশক্তি কার্যকরীভাবে বিকশিত থাকে। তখন বাইরের কোন উত্তেজনাই আর জ্ঞানগোচর হয় না। অবস্থাটা চলন্ত এন্‌জিন সহ একটি মোটর গাড়ীর স্থিতাবস্থার সহিত তুলনীয়।

সমাধিসিদ্ধিলাভে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই অধিকার স্বীকৃত। আলমোড়ায় ভারত সরকারের স্থাপিত যোগাশ্রমে নানাদেশের লোকদের সমাধিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে ভারতে ও পৃথিবীর নানাদেশে যোগবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ চেয়ারে বসিয়ে আমেরিকান ভক্তদের সমাধিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। বর্তমানে যোগ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে সারা পৃথিবীতে। এ-যুগে যুক্তিপ্রমাণহীন অনুভবোক্তি সত্য বলে' মেনে নেওয়া কঠিন।

"জড়বাদী বিজ্ঞান সৌরজগতের সব কিছুকেই কাল, গতি ও পদার্থের ব্যবহারিক ধর্মের পরিচালনাধীন মনে করে। পরামনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন—টেলিপ্যাথি, স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যদ্দর্শন, বশীকরণ ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভূতিগুলি কাল, গতি ও পদার্থের ব্যবহারিক ধর্মের আয়ত্তের বাইরে স্বয়ং-নির্ভরশীল কোন এক স্বাধীন সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানবজীবনে কিছু কার্যকারণ নিয়ম লঙ্ঘন করে ঘটে' চলেছে। এই দুরূহ জটিল প্রশ্নের সমাধান নতুন সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা থেকে পাওয়া সম্ভব।"—(ব্যানার্জী)

মৃত্যু

অধিকাংশ ধর্মমতেই প্রাণ ও আত্মা অভিন্ন। আত্মার দেহত্যাগই মৃত্যু। হিন্দুমতে আত্মা ও প্রাণ ভিন্ন বস্তু। আত্মার দেহত্যাগে জীবের মৃত্যু হলেও চালক ও খাদ্যাদির অভাবে দেহকোষের মৃত্যু কিছুক্ষণ পরে ঘটে। আত্মার অবিনশ্বরতা সব ধর্মেই স্বীকৃত। নাস্তিক ও বিজ্ঞানীদের মতে আত্মা ও প্রাণ অভিন্ন এবং প্রাণের অবসানই মৃত্যু। জন্ম ও সাময়িক ক্রমবর্দ্ধন, যৌবন ও প্রজনন এবং জরা ও মৃত্যু নিয়তির বিধান। জন্মান্তে ক্রমে দেহমন পুষ্ট হয়ে প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যেই মানুষ দৈহিক পূর্ণতা পায়। কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতা কখনও সম্ভব হয় না। পঁচিশ হতে সত্তর বছর বয়স পর্য্যন্ত মানুষের কর্মময় জীবন হলেও প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হতেই দেহ ভাঙ্গতে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিটে লক্ষ-লক্ষ দেহকোষ মরে এবং অবশিষ্ট কোষগুলি বিভাজন দ্বারা নতুন কোষের সৃষ্টি করে' তাদের স্থান পূর্ণ করে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কোষের সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে জীবন-প্রক্রিয়ার কর্ম ক্রমে শিথিল হতে থাকে। স্নায়ুর কোষ এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীর কোষ ধ্বংস হলে তাদের স্থান পূর্ণ করতে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় না। প্রথম জীবনে এরূপ কোষ আবশ্যক মত সঞ্চিত হয়। পরে ক্ষয় হলে অবশিষ্ট কোষ দিয়েই কাজ চালাতে হয়।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতেই দেহে বার্দ্ধক্যের ছাপ প্রকটিত হতে থাকে। ধীরে-ধীরে দেহের চামড়া কুঞ্চিত হতে থাকে, দাঁত পড়ে, দৃষ্টিশক্তি কমে, পেশী দুর্বল হয় এবং কর্মশক্তি সীমিত হয়। দেহের যন্ত্রাদির মধ্যে ফুসফুস আর উপযুক্ত বাতাস টানতে পারে না, হৃৎপিণ্ডের রক্ত-চলাচল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখার ক্ষমতা কমে যায়। লিভার-কিড্‌নির কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। উপযুক্ত পরিমাণ পাচক রস ও হরমোনের সৃষ্টি হয় না। স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। ক্রমে দেহ জরাজীর্ণ হয়। এই বার্দ্ধক্য আসতে বংশগতিক একটা ধারা আছে। দেহের রাসায়নিক রূপান্তরের ধারা মানুষ বংশানুক্রমে পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর সূর্যের আলো, উত্তাপ, আবহাওয়া ও খাদ্যাদির প্রভাবও অনস্বীকার্য। কোষকেন্দ্রস্থিত সংস্কারবাহী জিনই এর মূল কারণ। প্রাণের উপাদান জিন অণুর মধ্যে থাকে জীবনের বিকাশ ও অস্তিত্বের নির্দেশ। প্রত্যেক কোষের ভেতরই সেই নির্দেশ বর্তমান। জিন বা. ডি. এন. এ.র নির্দেশ কোষের প্রোটোপ্লাজমস্থিত প্রাণের অপর উপাদান আর. এন. এ.র মধ্যে প্রচারিত হয়ে যুগপৎ নানাবিধ কর্ম সাধিত হয়। কোষের ভেতরের জিনিসগুলো অবিরত ভাঙ্গে আর গড়ে।

নির্দিষ্টসংখ্যক বিভাজনের পরে কোষের বিভাজনক্ষমতা বিশেষ হ্রাস পায়। এলোমেলো বিভাজনও কোষধ্বংসের কারণ। কোষের ভেতরে লাইপোফিসিন্ নামে এক প্রকার বিষাক্ত বর্জনীয় পদার্থ জমেও কোষের কর্মক্ষমতা শিথিল করে' দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ হয় এক প্রকার আঁশযুক্ত পদার্থ দিয়ে। এর চাপেও কোষের কর্মক্ষমতা কমে' যায়। অধিকাংশ কোষের মধ্যে লাইপোসোম্ নামে এনজাইমপূর্ণ ক্ষুদ্র থলি থাকে। বাহির হতে যে-সব বস্তু কোষের ভেতরে প্রবেশ করে থলির এনজাইম তা পরিপাক করে। ইহা সব জৈব পদার্থই ভেঙ্গে ফেলতে পারে। ঝিল্লির থলেতে আবদ্ধ থাকে বলে' ইহা কোষের কোন ক্ষতি করে না। তবে থলে ছিঁড়ে গেলে এনজাইম বের হয়ে কোষের ভেতরের জিনিস ধ্বংস করে' কোষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। পিতামাতা হতে প্রাপ্ত জিনে আয়ুর পরিমাণের নির্দেশ থাকা অসম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতা দীর্ঘায়ু হলে সন্তানের দীর্ঘায়ু হওয়াই স্বাভাবিক। কোষক্ষয় হেতু দেহের জীবনীশক্তি, রোগপ্রশমন-ও-প্রতিরোধশক্তি ধীরে-ধীরে হ্রাস পায়। অবশেষে বীজাণুর আক্রমণ, দৈহিক যন্ত্রাদির গোলযোগ প্রভৃতি কারণে প্রাণান্ত হয়। ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদে আয়ুঃসংস্কার স্বীকৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আত্মা ও প্রাণের পার্থক্যহেতু বিজ্ঞানের মতের সহিত মেলে না। জীবনের কর্মময় অংশটাকে সুস্থ-সবল রেখে তাকে দীর্ঘ করাই বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা। বার্দ্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট অনস্বীকার্য।

মন্তব্য

ভারতীয় দর্শনে প্রাণ ও আত্মা পৃথক বস্তু। প্রাণ পিতামাতা হতে সন্তানে সংক্রমিত হয়। দেহের প্রতিটি কোষে প্রাণ বর্তমান। আত্মা বহিরাগত বস্তু। ইহা ভ্রূণে প্রবেশ করে' দেহকোষদের আয়ত্তে রেখে তাদের দ্বারা সংস্কারমত ভোগশরীর তৈয়ারী করে' নেয়। আত্মা দেহত্যাগ করলে চালক ও খাদ্যের অভাবে দেহের মৃত্যু ঘটে। আত্মা সনাতন। হিন্দুধর্মের ভিত্তি কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদে ঈশ্বরের স্থান গৌণ; শূন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কর্মফলের ভোগ অনিবার্য। বিপরীত কর্ম দ্বারা কর্মফলের নাশে কেহ-কেহ বিশ্বাসী। তাই পাপকর্মের ফলভোগের প্রতিরোধে শাস্ত্রে নানারূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বর্তমান। সৎকর্মের দ্বারা অপকর্মের ফল বিনষ্ট হয়। নানারূপ দান, ধ্যান, মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, ধর্মশালা স্থাপন প্রভৃতি কাজ শাস্ত্রসম্মত। তবে অপকর্মের জন্য অনুশোচনা শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহা সব মতে স্বীকৃত। পাপকর্মের অবশ্য কোন সংজ্ঞা নেই। জন্মান্তরে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না। তাই দস্যু-তস্কর বা শেয়াল-কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও দুঃখের কারণ নেই। পূর্বজন্মের সুখস্মৃতি ইহজীবনে মনে হলেই দুঃখানুভূতি সম্ভব। কোন-কোন জাতিস্মরের উক্তির ব্যাখ্যা সম্ভব না হলেও জন্মান্তরের অস্তিত্ব অমূলক। মোক্ষবাদ অবোধ্য। যোগসিদ্ধদের অনুভূতিতে মতানৈক্যই এর প্রধান অন্তরায়। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে যোগ হিপ্‌নোটিজম্ জাতীয় অধিবিদ্যা।

বিজ্ঞানীরা বলেন—আত্মা ও প্রাণ অভিন্ন। বিজ্ঞানমতে পিতামাতা হতে সন্তানে সংস্কারসহ প্রাণ সংক্রমিত হয়। এই সংক্রমণ প্রবাহিত হয় স্রোতধারার মত বংশপরম্পরায়। ইহাই জীবের জন্মান্তর। মৃত্যুতে জীবের চির-অবলুপ্তি হলেও আত্মা অমর হয়ে থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান-সন্ততিতে। প্রেতাত্মার ভ্রূণে প্রবেশের প্রমাণ নেই। প্রেতাত্মার অস্তিত্বও বিজ্ঞানে স্বীকৃত নয়। অবশ্য প্রাণ বা আত্মার দ্বিবিধ শক্তি অনস্বীকার্য। একটি ব্যষ্টিগত ও অপরটি সমষ্টিগত। ব্যষ্টিগত শক্তি দেহের কোষগুলি জীবিত থাকার কারণ। আর সমষ্টিগত শক্তি কোষগুলিকে নির্দিষ্ট কাজে অনুপ্রেরিত করে। সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরে নির্ভর নৈতিক চেতনার অন্তরায়। ইহা অজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে' মানবসত্তাই অস্বীকার করে। কর্ম দ্বারা স্বীয় সংস্কারের উন্নতিসাধনই জীবের কাম্য। আর সমাজের মঙ্গলসাধনই ধর্ম। সংস্কারের উন্নতির দ্বারা উন্নত স্তরের বংশধরের সৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত। ঋষিদের প্রচারিত জন্মান্তরবাদ আজ বিজ্ঞানে পরোক্ষভাবে স্বীকৃত বললে অত্যুক্তি হবে না যদিও উভয়ের পদ্ধতিতে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদিক ধর্মের পরিণতি ও বর্তমান জগতের ভাবধারা

বেদমতে ব্রহ্ম জীব ও জগতের স্রষ্টা। ব্রহ্ম প্রথমে জীবের ভোগের জন্য জগতের নিয়মশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। জীব ব্রহ্মের দেহে গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় থাকে। জীব ব্রহ্মের দেহ হতে নির্গত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ব্রহ্ম সগুণ। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতস্থ, সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণাধার। ব্রহ্মের দিব্য-দর্শনাদি করণশক্তি বর্তমান। তাই তাঁর একটা রূপ ও প্রাণ থাকাও অনস্বীকার্য। বিরাটত্ব হেতু তাঁর আকার অকল্পনীয়। জীব নিজে কর্ম করে' কর্মফল ভোগ করে। ব্রহ্ম বিচারপূর্বক কর্মফলের সংঘটন করেন। তিনি কর্মফলের পরিবর্তন করে' জীবের কামনা পূর্ণ করেন। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণপূর্বক যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া, উপাসনা ও সমাজের মঙ্গল সাধনই ধর্ম। কল্পান্তে ব্রহ্ম লীন হন। নবকল্পে তিনি আবার আবির্ভূত হন। আবার জীবজগতের খেলা চলে। এ-খেলা অনন্ত কাল যাবৎ চলছে। বেদমতে মৃত্যুর পরে জীব স্বর্গ বা ধর্মলোকে যায়। ধূম্রলোক ঠিক নরক নয়। স্বর্গই কাম্য। স্বর্গই ধ্রুবলোক বলে' অনেকের বিশ্বাস। বেদে নরক, জন্মান্তর ও মোক্ষের কথা নেই। ব্রহ্মলোক বা স্বর্গে অথবা ধূম্রলোকে জীবের গতির শেষ।

মহাবীর ও বুদ্ধ ঈশ্বরের প্রশ্ন না তুলেই জীবনসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। জড়বাদীদের মতে জড়বস্তু হতেই প্রাণের বিকাশ। মন বা আত্মা প্রাণেরই অভিব্যক্তি। মরণে সবকিছুর অবলুপ্তি। হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বরবাদ উভয়ই স্বীকৃত। তবে বৌদ্ধ, জৈন ও জড়বাদী ব্যতীত সকলেই বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করে। সুখভোগ হতে বঞ্চিত হওয়ার উপদেশ বেদে নেই। 'বৈদিক ধর্ম দুঃখবাদী নয়। বেদে বৈরাগ্যের নামগন্ধও নেই। সূত্রগুলি গৃহস্থের ধর্মের কথা। সূত্রগুলিতে চার আশ্রমের কথা আছে। শেষের আশ্রমের নাম ভিক্ষুর আশ্রম। ভিক্ষুর আশ্রমেও বৈরাগ্যের কথা নেই। এই আশ্রমের লোক শুধু ভিক্ষা করে খাবে।' বৈদিক যুগে ঋষিগণ বিদ্যাদানের জন্য আশ্রম স্থাপন করতেন। বিদ্যাভ্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেই বিদ্যার্থীরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং বিবাহ করে' সাংসারিক জীবন যাপন করতেন। ধর্মকর্ম সংসারযাত্রার অঙ্গ ছিল। বেদে গুণগত জাতিভেদের উল্লেখ আছে। সর্বজাতির মধ্যেই অবাধ বিবাহের প্রচলন ছিল। সংসার-জীবনে ও ধর্মাচরণে নারীপুরুষের সমান অধিকার ছিল। বলি-যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ও উপাসনা ছিল ধর্মাচরণের প্রধান অঙ্গ। সাম্যজ্ঞানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন ও সমাজের মঙ্গলসাধন বেদবাণীর বৈশিষ্ট্য। 'সকলের কর্ম এক হোক, কেহ যেন দুঃখ না পায়, সকলে যেন সুখী হয়'—(ঋগ্‌বেদ)। বেদে কয়েকজন দেবতার উল্লেখ আছে। তাঁহারা মন্ত্রাত্মক ঐশী শক্তির বিকাশ মাত্র। 'ঈশ্বরের কোন প্রতীক হয় না'—(ঋগ্‌বেদ)। বৈদিক ধর্ম সহজ, সরল ও সকলের উপযোগী।

বৈদিক ঋষি বৃহস্পতির মতে জগতের সুখই একমাত্র কাম্য। তাঁর মতে আত্মা ও প্রাণ অভিন্ন। মৃত্যুর সহিত জীবের অবলুপ্তি। ভৌতিক দেহ আদি ভূতসমূহে মিশে যায়। তিনি কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে সুখের ভাগ দুঃখ হতে বেশী। তা' না হলে দুঃখেকষ্টে জীর্ণ লোক মৃত্যুর নামে শংকিত হ'ত না। দুঃখ অনিবার্য। তাই দুঃখের ভয়ে সুখের অবহেলা মূর্খতা। সুখভোগ তখনই চরমে ওঠে যখন বৈপরীত্যে তার অনুভব হয়। তাঁর মতে রাজাই ঈশ্বর; তাঁর আদেশ অবশ্য পালনীয়। নচেৎ সুখভোগ বিঘ্নিত হয়। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধতায় বার্হস্পত্য মত বিস্তার লাভ করে নি। জড়বাদ বেদবহির্ভূত নয়।

এর পর উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হয়। শ্রুতিমতে চৈতন্য ঘনীভূত হয়ে ব্রহ্মের উৎপত্তি। ব্রহ্মই জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত। উপনিষদের ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, অজ, অমর; তিনি সৃষ্টিতে মায়াশক্তির প্রভাবে সগুণ হন। তিনি জগতের নিয়ন্তা। উপনিষদের ব্রহ্ম অদ্বিতীয় এক। সাংখ্য মত হতেই কয়েকখানি উপনিষদে জন্মান্তর ও মুক্তিবাদ গৃহীত হয়। উপনিষদের যুগে বার্হস্পত্য মতও প্রচলিত ছিল।

বেদোত্তর কালে কয়েকটি মুমুক্ষু ধর্মমত প্রচারিত হয়। এরা কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদে বিশ্বাসী। এদের মতে জগৎ অত্যন্ত দুঃখময়। ইহা যেন একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। এখানে জীব সদাই দগ্ধ হয়, সুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রা নগণ্য। এদের অনেকেই সংসার ত্যাগের উপদেশ দেন। তাঁদের মতে গৃহস্থাশ্রম কেবল দুঃখের। জন্ম, জরা ও মৃত্যু এই ত্রিতাপ নাশ করাই জীবের কর্তব্য। একমাত্র মোক্ষ দ্বারাই ইহা সম্ভব। ত্রিতাপ নাশ করতে হলে আমি কে, কোথা হতে এলাম, কেন এলাম এসব বিষয় চিন্তা করতে হয়। চিন্তার ফলে আত্মা কেবল হয়ে যায়। তখন সে জন্ম-জরা-মরণের অতীত। কেহ বলে, তার অহংকার থাকে না, সে সর্বব্যাপী হয়, তার সর্বভূতে সমজ্ঞান হয় এবং সে মহাকরুণার আধার হয়। আবার কেহ বলে, সে আনন্দময় অবস্থায় স্থিত হয়। কেহ বলে, ইহা আত্মার চিরশান্ত ভাব। আবার কেহ বলে, ইহা আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা। মোক্ষবাদীদের মতে ধ্যানযোগাদি দ্বারা সমাধিসিদ্ধিলাভ হলে জীবের পুনর্জন্ম নিরোধ সম্ভব। এতে ত্রিতাপের নাশ হয়। আর্যেরা যখন পাঞ্জাবে বেদমত প্রচার করেন তখন জৈনধর্মের আদিপ্রবক্তা আদিনাথ এবং সাংখ্যমতের প্রবক্তা কপিল আবির্ভূত হন। জৈনধর্ম হতে জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদ সাংখ্যমতে গৃহীত হয়েছে বলে' অনেকের অনুমান। পরে কয়েকখানি উপনিষদে আদৃত হয়ে জন্মান্তরবাদ ও মোক্ষবাদ বৈদিক ধর্মে প্রবেশ করে। এর পর বৌদ্ধ যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানাবিধ মুমুক্ষু মত প্রচারিত হয়। সকলেরই উদ্দেশ্য এক,—জীবের ত্রিতাপনাশ। উদ্দেশ্য এক হলেও এদের পন্থা ও উপলব্ধিতে পার্থক্য যথেষ্ট। সৃষ্টির ব্যাপারে এদের মতের মিল নেই। সাংখ্য, জৈন, বৌদ্ধ ও মীমাংসা মত নিরীশ্বরবাদী। যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, শাক্ত ও বৈষ্ণবমত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

কর্মই ফলপ্রসূ হয়ে বন্ধনের কারণ হয়। তাই সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত মতে কর্মসন্ন্যাসের উপদেশ। আসক্তিই বন্ধনের কারণ বলে' নিষ্কাম কর্ম দোষের নয়, ইহা বেদান্তের অপর মত। পরে শংকরাচার্যের মায়াবাদ বেদান্তকে জটিলতর করেছে। বিদ্যাসাগর বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আবার বিবেকানন্দ হলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। অন্যান্য মোক্ষমতে কর্মত্যাগের উপদেশ নেই। মুমুক্ষু ধর্মের মধ্যে শাক্তমত আত্মবিশ্বাসী কর্মীর ধর্ম। এতে কর্মেরই উপদেশ। কঠোর হস্তে দুষ্টের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দমন ও সমাজের মঙ্গল সাধন এর বৈশিষ্ট্য। প্রেম দ্বারা সর্বক্ষেত্রেই অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব নয়। বৈষ্ণবমতে প্রেম দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এতেই জীবের মুক্তি। জীব ঈশ্বরের অংশ। তাই জীবে দয়া স্বার্থ-ত্যাগ ভক্তি নারায়ণে'-এর মূলমন্ত্র। ক্রোধ-হিংসা ত্যাগ করে' শত্রুকেও ভালবাসা দিয়ে জয় করার উপদেশ। আদর্শ অতি উচ্চ, কিন্তু অনুসরণ কঠিন। পরোক্ষে বৈষ্ণব-প্রেমধর্ম ও বৈদান্তিক মায়াবাদ হিন্দুসমাজকে কোথায় এনেছে ভাববার বিষয়। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়ই ভক্তিবাদী ধর্ম। বেদে ভক্তির কথা নেই। শ্রদ্ধার কথা আছে। ভক্তি ও শ্রদ্ধা এক কথা নয়। ভক্তিবাদ আদিবাসী অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে স্থান পেয়ে হিন্দুধর্মে প্রবেশ করে। বেদান্তের ব্রহ্ম নির্গুণ, শাক্তের ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। বৈষ্ণবের ব্রহ্ম সকল সময়ই সগুণ। প্রচলিত হিন্দুধর্ম বেদান্ত, শাক্ত ও বৈষ্ণবমতের সংমিশ্রণ। এতে বেদ-বিহিত কর্ম ও উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানও উপেক্ষিত হয় নি। আবার সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক মতও অপাংক্তেয় নয়। নাস্তিকবাদী জৈনধর্মের প্রবর্তক আদিনাথ (ঋষভনাথ) এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবও অবতাররূপে সম্মানার্হ।

আর্যদের ভারতে আসার বহু পূর্ব হতেই ভারতীয় সভ্যতা উন্নত স্তরের ছিল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি সভ্যতার আবিষ্কার ও প্রাচীন যুগের অসুর, দৈত্য, দানবাদির কীর্তিকাহিনী তার নিদর্শন। আদিবাসীরা নানাবিধ দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এই দেবতাগণ হলেন মানবের ভাগ্য-নিয়ন্তা। দেবতাদের নানারূপ প্রতিমা গড়ে মহাসমারোহে এঁরা ভক্তি ভরে পূজা করতেন। আর্যদের ধর্ম শ্রদ্ধাসহকারে বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন ও উপনিষদের তত্ত্বানুসরণে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণের নিকট অবোধ্য ছিল এই সব তত্ত্ব। ক্রমে তারা অনার্যদের ভক্তিবাদী পূজারাধনায় আকৃষ্ট হয়। ধীরে-ধীরে পশুপতি ও পার্বতীর প্রতিমা পূজা হিন্দুধর্মে স্থান পায়। কালক্রমে বেদের অগ্নি, বিষ্ণু ও রুদ্র পৌরাণিক ধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে পরিণত হন। বেদের দেবগণ মন্ত্রাত্মক হলেও তাঁদের রূপের বর্ণনা আছে। এর পরে বন্যাস্রোতের মত দেবগণ হিন্দুধর্মে নিজ নিজ আসন করে নিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগলেন। মাত্র সেদিন ওলাইচণ্ডী ও দক্ষিণারায় দেবতারূপে স্বীকৃতি পেলেন। দেবগণের সংখ্যা দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতারূপে তেত্রিশ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ দেবতা ইহা দেবতারাও স্বীকার করেন। অপদেবতার মধ্যে অলক্ষ্মী দেবী শ্রেষ্ঠ। শনিঠাকুরও বড় কম নন। যীশুর জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব হতে তাঁর তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত দেবতাবাদীধর্ম পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হতে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ বিস্তার লাভ করলে ঋষিগণ প্রমাদ গণলেন। তাঁরা আর্যদর্শনাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাধারণের বোধগম্য পৌরাণিক ভক্তিধর্মের প্রচার করেন। এতে ঈশ্বরের প্রতীকরূপে নানাবিধ কল্পিত দেবতার প্রতিমাপূজা স্থান পায়। এ-ধর্ম অনুসরণের জন্য অনেক শাস্ত্রগ্রন্থও রচিত হয়। এগুলির নাম পুরাণ। তাই এই ধর্মকে পৌরাণিক ধর্ম বলা হয়। যোগদর্শন, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন এই সময়েই প্রচারিত হয়। স্বরূপতঃ পৌরাণিকধর্ম বেদান্তের নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পুরাণে সগুণ স্বরূপই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তিবাদ ও অবতারবাদ এ-ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বেদোপনিষদে অবতারবাদের উল্লেখ নেই। আধুনিক যুগে মহাপুরুষদের অবতাররূপে পূজা ধর্মের একটা বিশেষ পরিবর্তন। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ পুরাকালে অবতার বলে' স্বীকৃত হন নাই। পৌরাণিক ধর্মে সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ সাধনার উপদেশ আছে। সকাম সাধনায় ইহজন্মে সুখশান্তি ও পরকালে স্বর্গলাভ হয়। নিষ্কাম সাধনায় মোক্ষলাভ হয়। পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রধান দেবতা হলেও আরও অনেক দেবতার উল্লেখ আছে। তাদের পূজাপদ্ধতি পৃথক। দেবগণের রূপ ও গুণ এরূপভাবে কল্পিত হয়েছে যাতে ভক্তি ও কর্মময় ভাবের উদয় হয়। সাধারণের আকর্ষণের জন্য এই দেবতাদের নানারূপ অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনী ও তাঁদের রাজসিক পূজার নানারূপ পদ্ধতি পুরাণে বর্ণিত আছে। এতে লোক আকৃষ্ট হ'ল বটে, কিন্তু একেশ্বরবাদও প্রায় তিরোহিত হ'ল। কালক্রমে দেবতাদের মূর্তিপূজাই হয়ে দাঁড়াল ধর্মের প্রধান অঙ্গ। অধিকাংশ হিন্দুই আজ দেবতাদের পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাসী। শাস্ত্রে কিন্তু এই দেবতারা ঈশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পিত প্রতীক। দেবতাদের ভজন-পূজন ব্যতীত ঈশ্বরের করুণালাভ সম্ভব নয় ইহা অধিকাংশেরই ধারণা। আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে বড় তা নিয়েও তর্কের অন্ত নেই। কালক্রমে এই দেবতাদের আবাসরূপে তুর্ভেদ্য কেল্লার মত স্থাপিত হ'ল বহু মন্দির। মন্দিরের পরিবেশ, আয়তন, দৃঢ়তা ও স্থাপত্য হ'ল প্রতিষ্ঠিত দেবতার মানদণ্ড। এমন কি, পরিবেশ ও মন্দিরাদির পার্থক্য হেতু একই দেবতার সম্মানের তারতম্য বিদ্যমান। তাই বৌবাজারের কালী ও কালীঘাটের কালীদর্শনে পুণ্যের তারতম্য শাস্ত্রেও স্বীকৃত। যীশু ও মহম্মদের কৃপায় পৌত্তলিকতা পৃথিবী হতে প্রায় তিরোহিত হলেও ভারতে ইহা এখনও দৃঢ়মূল। ভারত একেশ্বরবাদের প্রথম প্রবক্তা হলেও এখানে উহা বিস্মৃতপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথ খেদের সহিত বলেছেন, "আমরা যদি আমাদের প্রবৃত্তি দিয়া আমাদেরই আকৃতি দিয়া দেবতা গড়ি তবে তার মধ্যে যুক্তি কোন্‌খানে। তাকে স্নান করাই, খাওয়াই, মশারিতে শোয়াই, এমন কি, তাহার জন্য নটী নিযুক্ত করিয়া রাখি, তবে তাহার ফল কি হয়। তবে নিজের প্রবৃত্তিকেই দেবতারূপে পূজা করা হয়। আমাদের লোভ, আমাদের হিংসা, আমাদের ক্ষুদ্রতাকেই দেবতারূপে অমর করিয়া রাখি।....পুরাণে, উপপুরাণে, যাত্রায়, কথকতায় তাহার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ দৈন্যদুর্বলতার বিচিত্র পাঠ ও পাঠান্তর হইতে মনকে মুক্ত করিব কেমন করিয়া? যত প্রকার কৌশলে মানুষকে ভুলাইয়া একেবারে আটেঘাটে বাঁধা যায় তাহার কোনটিরই ত্রুটি নাই।...দেবচরিত্র সম্বন্ধে যে সকল ভ্রষ্ট আদর্শের কল্পনা আমাদের দেশে শাখাপল্লবিত হইয়া চারিদিকে শিকড় বিস্তার করিয়াছে তাহা কল্পনার বিকার।"

উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বৈদিকধর্মের একেশ্বরবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তাদের ধনী অব্রাহ্মণ পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধতায় তাঁরা সফল হতে পারেন নি।

"সব রকম ধর্মমতের মধ্যে সত্য আছে ইহা ধ্রুব হলেও এইসব সত্যের মধ্যে অসত্য কিছু কম নেই, ইহাও একটা বড় সত্য।" সকল তত্ত্বই সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়, সকল নদীই সমুদ্রে পৌঁছে না। ধর্মজগতে "যত মত তত পথ" সর্বত্র খাঁটি নয়। যুক্তিময় জ্ঞান ও মানবতাই ধর্ম। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, মৈত্রী, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের ভিত্তি। সত্যের সহিত মিথ্যার, ধর্মের সহিত অধর্মের আপোষ ক্ষতিকর। ধর্মজীবনে গুরুবাদ বা শাস্ত্রের অভ্রান্ততার স্থান নেই। যুক্তিবাদ, বিবেকবাণী, সহজবুদ্ধি, বিজ্ঞানদৃষ্টি ধর্মের নিয়ন্তা। যুক্তিবাদে নাস্তিকতা এলেও স্বীকার্য। বর্তমান হিন্দুধর্মে গুরুর বাণী ও শাস্ত্রের নির্দেশই সাধারণের পথপ্রদর্শক। "তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোণার মোহর করে' দিতে পারে এ-কথায় যারা মেতে উঠে তাদের বুদ্ধি নেই বলেই যে মেতে উঠে তা' নয়, লোভে পড়ে' বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছা করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।" গুরুদের শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসরণে অনায়াসে ইহজীবনে সুখশান্তি ও পরকালে স্বর্গলাভের আশা বিশেষ লোভনীয়। স্বর্গভোগান্তে জীবের আবার সুখদুঃখের ভাগী হতে হবে, তাই এ জীবনে সর্বত্যাগী হয়ে সাধনভজনে জন্মান্তররোধের বাণীও তাঁরা শোনান। আর শাস্ত্রের অভ্রান্ততার কথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেন। বেদান্তের মায়াবাদই তাঁদের অমোঘ অস্ত্র। সংসার দুঃখময় ; স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেউ কারো নয়, যা কর, যা দেখ তা সবই, এমন কি, জগৎটাও মিথ্যা। এই অস্বাভাবিক ধারণাই মায়াবাদের মূল। ভোগবাসনা ত্যাগ করে' সন্ন্যাসব্রতে আত্মার উন্নতিসাধনই এসব গুরুবাদের উপদেশ। সাধনার দ্বারা আত্মোপলব্ধি হলে জন্মনিরোধ সম্ভব। এতে দুঃখের অন্ত হয়। মায়াবাদী আত্মকেন্দ্রিক সন্ন্যাসবাদী ধর্ম পরোক্ষে জনসাধারণকে নিঃসঙ্গ, স্বার্থপর করে' জাতিকে নিস্তেজ করেছে। বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ভিক্ষুসম্প্রদায়ের অনুকরণে হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসীশ্রেণীর প্রবর্তন হয়েছে। বেদে কিন্তু সৎপথে পৃথিবীকে ভোগের উপদেশ দেওয়া আছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভোগের পথপ্রদর্শক।

বৈদিক ঋষি বৃহস্পতি বলেছেন, "কেবল শাস্ত্রনির্দেশবলে কোন কাজ করা ঠিক নয়। যুক্তি ও বিচার দ্বারা গ্রহণযোগ্য না হলে উহা বর্জনীয়।" পৌরাণিক যুগের ঋষি বশিষ্ঠ বলেছেন, "ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত হলেও যুক্তিহীন কর্ম পরিত্যজ্য।" রাজা রামমোহন বলেছেন, "তত্ত্বজ্ঞান মূল্যবান হলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার স্থিতি বস্তুবাদের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত। ইতিহাস ও বিজ্ঞান ভিন্ন সেই বস্তুবাদ বা বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। বস্তুবোধ পোক্ত হলেই আমরা কার্যকারণ সম্পর্ক ধরে' বিচার করতে শিখি, সেখানেই হয় যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা।"

হিন্দুদর্শন তত্ত্ববিদ্যাভিমুখী। বর্তমান যুগের ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ এ মতের অসারতা প্রমাণ করেছেন। প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রা ও ধ্যান-ধারণায় অলৌকিক শক্তিসংগ্রহ হয় স্বীকার করলেও উহা মেস্‌মেরিজম, হিপ্‌নোটিজম্ ইত্যাদি জাতীয় বলেই এদের অভিমত। পাশ্চাত্যদর্শন বহির্জগতের স্বভাবের বিশেষ মূল্য দেয়। সমতার ভিত্তিতে সমাজগঠন, ধনবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ পাশ্চাত্য জগতের বর্তমান ভাবধারা। ভারতেও ঈশ্বর, অদৃষ্ট ও মোক্ষ এই তিন রাজ্যেই বেশ মন্দা দেখা দিয়েছে। তরুণদের টিট্‌কারী সহ্য করে' এ তিনকে কোনরূপে বাঁচিয়ে রেখেছেন মাতাজী ও বাবাজীগণ ধনী ও প্রবীণদের সহানুভূতিতে। "মিথ্যা ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম, খাঁটি নাস্তিকতা পায় তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে" বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

নাস্তিকতার পিছনে বর্তমান যুগে মার্কস ও লেনিনের প্রভাবই প্রধান। সাম্যবাদ এদের বাণী। সাম্যবাদ ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে, যুক্তিবাদ এর ভিত্তি আর নীতিবাদ এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ মহাজনগণ নাস্তিক শিবির-ভুক্ত ছিলেন। নাস্তিকদের মতে জড়বস্তু হতেই প্রাণের বিকাশ এবং এই প্রাণ ক্রমবিকাশের ধারায় বহুরূপে ব্যাপ্ত হয়েছে। জড়বস্তুর সংমিশ্রণে উত্থিত বিস্ফোরক শক্তিই প্রাণীদেহের বিকাশের জন্য বিভিন্নমুখী পথ সৃষ্টি করে। এর পিছনে কোন পরিকল্পনা নেই এবং এর কোন লক্ষ্যও নেই। জড়বস্তু হতে প্রথমে প্রাণ এবং পরে প্রাণ হতে মন বা আত্মার অভিব্যক্তি। ঈশ্বরবাদ বাস্তব জগৎ হতে পলায়নের উপায় মাত্র। ইহা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা নয়। জীবনের জন্যই দর্শন, দর্শনের জন্য জীবন নয়। মানবের বৌদ্ধিক ও নৈতিক চেতনার যে অভাব আছে তাহাই অস্তিত্ববাদের আকারে দানা বেঁধেছে। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নৈতিক চেতনার অন্তরায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এটাও অনস্বীকার্য্য। রাধাকৃষ্ণনের মতে "ধর্ম কেবল আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের দিব্যজ্ঞানলাভ নয়, বরং ধর্ম মানবসত্তার গভীরতম স্তরগুলির উন্মোচন এবং তাদের সহিত স্থায়ী সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস মাত্র।" বৌদ্ধিক চেতনার অলক্ষ্য নিয়ম হচ্ছে বস্তুসকলের অন্তঃস্থ সত্যের অনুসন্ধান করা এবং সেই সত্যের মর্মানুসারে জীবনযাপনের চেষ্টা করা। মহাত্মা গান্ধী বলেন, "প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তন-হীন প্রকৃতির নিয়মের লঙ্ঘন বা ব্যাঘাত ঘটিয়ে কোন অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু অপূর্ণ জীব আমরা সর্বপ্রকার বিষয়ই কল্পনা করি এবং আমাদের অপূর্ণতা ভগবানে আরোপ করি।" ঘোর আস্তিকবাদী রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে নাস্তিক লেনিন-প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তিনি বিবেকানন্দ বা গান্ধীর ন্যায় জীবনে কখনও ইতিহাসের গতি পেছনে ফেরাবার চেষ্টা করেন নি। বিবেকানন্দ ও গান্ধী অতীন্দ্রিয় শক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসী হয়েও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমবেত চেষ্টায় সমাজের অগ্রগতি ধর্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তথাকথিত রামরাজ্যে ফিরে' যেতে চান নি। "যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে; সে জাতি শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে" বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। তার মন, বুদ্ধি, বিবেক, কর্মেন্দ্রিয়াদি অসীম শক্তির পরিচায়ক। নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করে' সে জগতের সৌন্দর্য অনুভব করবে ইহা তার প্রকৃতিগত স্বভাব। একক এ কাজ সম্ভব নয়। আবার মানুষ অল্পে সন্তুষ্টও নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত অহিংসা, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম, মৈত্রী প্রভৃতি বৃত্তিগুলি সঙ্ঘবদ্ধ কাজ ও সমবেদনার ইঙ্গিত। সমবেত চেষ্টায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ দ্বারা প্রকৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে' সৃষ্টির সৌন্দর্য ভোগ মানবজাতির কর্ম, আর সমতার ভিত্তিতে ভোগই ধর্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মমত কখনও অপরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনহীন নয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বা প্রমাণসিদ্ধও নয়, মহাপুরুষদের অনুভবোক্তি মাত্র। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাসেলের মতে "কোন অনুভবই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া চলে না। বিচারের কষ্টিপাথরে সবকিছুই যাচাই করে নিতে হবে। পৃথিবীতে চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। এমন কিছু মেনে নিলে পৃথিবীতে মানব-সত্তাই অস্বীকার করা হয়। সত্যসন্ধানী গান্ধীজী বলেছেন—'অবিরাম চেষ্টা করেও আমি সত্যের সন্ধান পাই নি। সত্যানুভূতির শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে নিজকে জানা ও নিজের পরিণাম উপলব্ধি করা।"

প্রমাণ নেই তবুও আছে ঈশ্বর সম্বন্ধে এ ধারণা মানবীয় কল্পনার সব চেয়ে রহস্যময় পুরাতন অলংকার। আবার ভক্তিশ্রদ্ধায় যে বিশ্বাসকে মানুষ মনে স্থান দিয়েছে তাকে সরিয়ে দেওয়াও সহজ নয়। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে আত্মীয়দের নিকট শুনে-শুনে ঈশ্বরবাদ সংস্কাররূপে শিশুর চিত্তে কেন্দ্র করে' বসে এবং ধীরে-ধীরে দৃঢ়মূল হয়। সংস্কারমুক্ত মানুষ বিরল, এরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। সংস্কারমুক্ত বিদ্যাসাগরের নিকট আর্তের সেবাই ছিল ধর্ম। ব্রহ্মবাদী বিবেকানন্দ ঈশ্বর খুঁজে পেয়েছিলেন দরিদ্র-নারায়ণে। আর বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস গেয়েছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" চণ্ডীদাসের তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত। মানুষ হতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, দেবতা বা অন্য কোন জীবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানে স্বীকৃত নয়।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানসবাদ অস্বীকার করা যায় না। ক্রমবিবর্তনে ক্ষুদ্র য়্যামিবা মানুষরূপে পরিবর্তিত হয়েছে ইহা বিজ্ঞানীদের অভিমত। কাজেই মানুষের অতিমানসে পরিবর্তন অসম্ভব নয়। তবে এই অতিমানসের আকার-প্রকার কি হবে তা ভাববার কথা। এঁরা জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত স্তরেরই হবেন। জীবনযুদ্ধে ক্রমবিবর্তনে জীবের মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ হয় এবং বংশগতি, পরিবেশ ও তেজস্ক্রিয় বিকীরণ আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন আনে। অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধীরে-ধীরে লোপ পায় বা পরিবর্তিত হয়। আবার নতুন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ভব হয়। সিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাং যখন মানুষে পরিবর্তিত হ'ল তখন তার লেজ ক্রমে লোপ পেয়ে গেল, কারণ মানুষ ক্রমে হাত দিয়েই লেজের কাজ করা সুবিধাজনক বোধ করল। বিজ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্নতির সঙ্গে মানুষের হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং মস্তিষ্কের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। তাই এই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবলুপ্তি অসম্ভব নয়। এইচ্. জি. ওয়েল্‌স তাই ব্যঙ্গ করে' লিখেছেন যে, একসময়ে হয়ত মানুষের মাথাটাই বর্তমান থাকবে এবং অব্যবহার্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে লোপ পাবে বা সংকুচিত হয়ে থাকবে অথবা অকর্মণ্য হবে। মনে হয়, শ্রীঅরবিন্দ ডারুইনের ক্রমবিবর্তন পরোক্ষে স্বীকার করে' তার সঙ্গে ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানীদের মতে ক্রমবিবর্তনে একটি ক্ষুদ্র য়্যামিবাকে মনুষ্যরূপে পরিবর্তিত হতে অন্ততঃ বহু লক্ষ বিশিষ্ট আকার ধারণ করতে হয়েছে। এই পরিবর্তনে সময় লেগেছে কল্পনাতীত কাল। মানুষের অতিমানস হতে কতকাল প্রয়োজন হবে শ্রীঅরবিন্দ তার কোন ধারণা দেন নি। আবার অতিমানস অবস্থাই যে জীবের শেষ পরিবর্তন তা জানা যায় না। প্রতি মুহূর্তেই জীবের পরিবর্তন চলছে। অনন্তকাল অনন্ত পরিবর্তন সহ জীবস্রোত চলছে এবং চলবে। কেবল পৃথিবীর ধ্বংসেই এ-জীবস্রোতের অন্ত সম্ভব।

বিশ্ববিজ্ঞানী আইনষ্টিনের মতে মানুষ অসীম বিশ্বের দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ অংশমাত্র। চেতনার দৃষ্টিভ্রমহেতু (Delusion) সে নিজের চিন্তা ও বোধশক্তি অপরের চিন্তা ও বোধশক্তি হতে পৃথক বলে মনে করে। এই ভ্রান্তি হতে স্নেহ, মমতা প্রভৃতি উদিত হয়ে আত্মপর ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে। এই ভেদবুদ্ধি মানুষকে স্বার্থপর ও আত্মীয়বৎসল করে' বিবেককে সীমাবদ্ধ করে। ভ্রান্তিমুক্ত হতে হলে সর্বজীবে সমজ্ঞানে করুণাপ্রদর্শনের সহিত সৃষ্টির সৌন্দর্যভোগ করা মানুষের কর্তব্য। ভ্রান্তিমুক্তির ইহাই পথ। এ-পথ কার্যতঃ সুগম নয়। এই পথে চলে' কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হতে পারে না, তবে আংশিক সফলতা অসম্ভব নয়। এই প্রচেষ্টা গড়বে মুক্তিলাভ ও অন্তর্নিরাপত্তার ভিত্তি। আইনষ্টিনের ভ্রান্তিবাদ ও বেদান্তের মায়াবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাদৃশ্যও কম নয়। স্বামী বিবেকানন্দ ত বলেইছেন "জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

দীর্ঘ পঁচিশ হাজার বছর মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন হলেও, ঈশ্বর কি সে বিষয়ে সে তার বহু চিন্তা, সাধনা ও গবেষণার পরও নিশ্চিত হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে নি। বিভিন্ন গ্রন্থে ঈশ্বরচিন্তার যে বিবর্তন দেখা যায়, তাতে একদিন যে-ঈশ্বর ছিলেন ভয়ের বস্তু, ক্রমে সেই ঈশ্বর প্রেম, আত্মা, মানসিকতা, জীবন, সত্য, কারণ ও ন্যায়নীতির সমার্থবোধক হয়ে গিয়েছেন। ঈশ্বর কি, সত্য কি, তা আজও অজ্ঞাত। মনীষী আইনষ্টিন ত বলেইছেন—ঈশ্বর, এমন কি, বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি কি, তা হয়ত আমরা কোনদিনই জানব না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

সৃষ্টি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ

অতীত ১২০০ কোটি বছর	তথাকথিত মহৎ বিস্ফোরণে ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের আবির্ভাব।
৬০০ ”	ক্রমে পরমাণু, অণু, যৌগিক পদার্থ ও অসংখ্য ছায়াপথের আবির্ভাব।
৪৫০ ”	কোমলপদার্থবিশিষ্ট অগ্নিময় গোলকাকারে পৃথিবীর আবির্ভাব।
৩০০ ”	পৃথিবীর উপরে শক্ত আবরণের সৃষ্টি ও উষ্ণতার হ্রাস।
* ২৫০ ”	পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব।
১২.৫ ”	পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব।
১০ লক্ষ ”	অষ্ট্রেলোপেথিকান নামক একচতুর্থাংশ মস্তিষ্কবিশিষ্ট নর-বানরের আবির্ভাব।
৫ ” ”	পিথেক্যানর্থোপাস জাতীয় অর্ধমাত্রার মস্তিষ্কবিশিষ্ট মানবের আবির্ভাব।
১ লক্ষ ৪০ হাজার ”	নিয়েন্দারথালজাতীয় অতিমাত্রার মস্তিষ্কবিশিষ্ট মানবের আবির্ভাব।
২৫ ” ”	ক্রোম্যাগনন জাতীয় পূর্ণমাত্রার মস্তিষ্কবিশিষ্ট বর্তমান মানবের আবির্ভাব।
খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বছর	নীলনদের উপত্যকায় মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ।
৩২০০	সিন্ধুনদের উপত্যকায় ভারতে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার বিকাশ। দ্রাবিড়গণ পশ্চিম এশিয়া হতে বেলুচিস্তানের পথে ভারতে আসে।
৩০০০	ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ায় সিন্ধুসভ্যতা সদৃশ সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ।
২৯০০	সুমেরীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিকাশ।

*৫০ কোটি বছরের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে দেড়শত কোটি বছরের প্রাচীন জীবের অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০০০	পীতনদীর উপত্যকায় চীন-সভ্যতার বিকাশ।
২০০০	ইহুদীধর্মের প্রচারক এব্রাহাম, জ্যাকব ও ইস্রায়েলের আরবে আবির্ভাব।
২০০০	ইউরোপে আর্যগণের আগমন।
২০০০	পারস্যে ইন্দো-এরিয়ান শাখার আর্যদের আগমন। এরা ক্রমে খৃঃ পূঃ ১০০০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন দলে ভারতে আসে। বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা দ্রাবিড়ীয় ও আর্যসভ্যতার সংমিশ্রণ।
খৃঃ পূঃ ১৪০০ বছর	মিতানী নামে ইন্দো-ইরানীয়ান আর্যদের একটি শাখা ব্যাবিলন, এশিয়ামাইনর, মিশর প্রভৃতি স্থান জয় করে।
১৫০০	ঋগ্বেদ, খৃঃ পূঃ ১২০০-৮০০ অন্যান্য বেদ, খৃঃ পূঃ ৮০০-৬০০ অব্দে উপনিষদ্ এবং বেদাঙ্গের প্রচার।
৮০০	গ্রীসে আর্যসভ্যতার অভ্যুদয়।
৬০০	রোমে আর্যসভ্যতার অভ্যুদয়।
৬০০	ভারতে মহাবীর ও বুদ্ধ এবং চীনে কনফিউসিয়াসের আবির্ভাব।
৫০০	চীনে দার্শনিক লাউট্জু ও গ্রীসে দার্শনিক সক্রেটিসের আবির্ভাব।
৪০০	গ্রীসে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের আবির্ভাব।
৩০০	ভারতে প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের আবির্ভাব।
খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হতে খৃঃ অঃ দ্বিতীয় শতাব্দী	মহাভারত, রামায়ণ, ষড়্দর্শন ও অষ্টাদশপুরাণের রচনা। মতান্তরে সাংখ্যদর্শন উপনিষদের যুগে প্রচলিত ছিল। যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব এবং খৃষ্টাব্দের প্রচলন।
খৃঃ অঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী	মহম্মদের আবির্ভাব ও ধর্ম প্রচার।
খৃঃ অঃ ৮ম শতাব্দী	শংকরাচার্যের আবির্ভাব।
খৃঃ অঃ ১৮শ শতাব্দী হতে খৃঃ অঃ ২০শ শতাব্দী	বিজ্ঞানের অগ্রগতি। বাষ্প, গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যবহার। পরমাণুশক্তির ব্যবহার, মানুষের চন্দ্রলোকে গমন ও আগমন। বুধ, মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতি গ্রহে রকেট নিক্ষেপণে নানারূপ তথ্যের আহরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৫	CH_3	NH_3
৭	৫	মিথেল	মিথেন
৭	২৬	কার্বলিক	কার্বনিক
৭	২৭	Chorophyl	Chlorophyll
১১	২২	নিয়েন্দারথান	নিয়েন্দারর্থাল
১৬	২০	বারশ	পনেরশ
২৬	২২	বাঢ্রায়ণ	বাদরায়ণ
২৮	৯	ত্রিনাথমুনি	শ্রীনাথমুনি
৩৬	শেষ পংক্তি	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
৪৬	শেষ পংক্তি	হয়।	হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট কলিকাতা ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi